মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষ	৯ম সংখ্যা
জুমা. আখেরাহ - রজব	১৪৩১ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪১৭ বাং
জুন	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্স: (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল: ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল: ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল: tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন: ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন: ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২১তম কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
❑ দাঈর সফলতা লাভের উপায় *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৯
-অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
❑ ইভটিজিং : কারণ ও প্রতিকার ১১
-হারূনুর রশীদ
❑ মরণ বাঁধ ফারাক্কা ১৫
-আত-তাহরীক ডেস্ক
✡ **মনীষী চরিত :** ১৮
◆ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)
-নূরুল ইসলাম
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ২২
◆ ম্যালেরিয়া : কারণ ও প্রতিকার
✡ **কবিতা :** ২৩
◆ জান্নাতী সওগাত ◆ ভালবাসি
◆ প্রার্থনা ◆ অনুতপ্ত
✡ **মহিলাদের পাতা :** ২৪
◆ শিশু প্রতিপালন : কতিপয় পরামর্শ
-নূরজাহান বিনতু আব্দুল মজীদ (রুকু)
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৩৭
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৭
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৩৮
✡ **জনমত কলাম** ৪৫
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ১৩ তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০১০

সত্যদর্শন

আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার সংঘাত চলে আসছে। মিথ্যার চাকচিক্য এত বেশী যে, স্বয়ং মিথ্যাবাদীও বুঝতে পারে না যে, সে মিথ্যা বলছে। অথচ মিথ্যা সর্বদা মিথ্যাই থাকে। তা কখনোই সত্য হয় না। মানুষ তার সীমিত জ্ঞানে ওটা ধরতে পারে না বলেই পৃথিবীতে মিথ্যা টিকে আছে এবং যুগ যুগ ধরে তা থাকবে ক্বিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত। কেননা মিথ্যার প্ররোচনা দাতা হ'ল শয়তান। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি না করলে এবং ক্বিয়ামত অবধি তার হায়াত দীর্ঘ না করলে মিথ্যার সঙ্গে মানুষের পরিচয়ই হ'ত কি-না সন্দেহ। আল্লাহ এটা করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং সত্য-মিথ্যা বাছাই করে কে সত্যসেবী তা যাচাই করার জন্য। মানুষ যতবড় জ্ঞানীই হৌক সে তার ভবিষ্যৎ জানেনা। এক মিনিট পরে তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সে বলতে পারে না। পৃথিবীতে বসবাস ও তা পরিচালনার জন্য যাকে যতটুকু জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ তাকে ততটুকু দান করেছেন এবং প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার নিজ হাতে রেখেছেন। সীমিত জ্ঞানের মানুষ চিরকাল নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ করেছে স্রেফ আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি শত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও বিজ্ঞান মানুষকে এযাবৎ কেবল 'আংশিক সত্য' (Partial truth) উপহার দিতে পেরেছে, 'পূর্ণ সত্য' (Absolute truth) নয়।

পৃথিবীতে মানব রচিত যত ধর্ম ও মতবাদের জন্ম হয়েছে ও বিলুপ্ত হয়েছে, সবকিছুই ছিল ধারণা ও কল্পনা নির্ভর। স্বল্পজ্ঞানী অধিকাংশ মানুষ সেগুলিকেই অব্যর্থ ধরে নিয়ে তার অন্ধ অনুসরণ করেছে। স্বর্গে পাঠানোর লোভ দেখিয়ে জীবন্ত বিধবাকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাপ-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীরা আনন্দে উলুধ্বনি করেছে মেয়েটি স্বর্গে গেল বলে। যাকে ভারতে 'সতীদাহ' বলা হয়। ধর্মনেতার লালসার খোরাক জোগানোর জন্য 'দেবদাসী' নাম দিয়ে ভক্তিমতি মেয়েদের ইযযত হরণ করাকে পুণ্যের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মের নামে। স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী অন্যত্র আর বিবাহ করতে পারবে না বলে ধর্মীয় বিধান রচনা করে অসংখ্য নারীকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে ধর্মের নামে। স্বঘোষিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মার পা থেকে বের হয়েছে বলে তাদের জন্য পৃথক ধর্মীয় বিধান রচনা করা হয়েছে এবং অবমাননাকর রীতি-নীতি তৈরী করা হয়েছে। 'পীরেরা মরেন না'। তারা কবরে জীবিত থাকেন, ভক্তের ডাক শোনেন ও তার ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখেন' এমন ধোঁকা দিয়ে আনন্দে ও বিপদে সর্বাবস্থায় ভক্তের পকেট ছাফ করার কূট-কৌশল অব্যাহত রয়েছে সমাজে ধর্মের নামে। এমনকি বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের ইলেকশন ক্যাম্পেইন শুরু করেন বড় কোন পীর বা রাজনৈতিক নেতার কবরে ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে। ভাবখানা এই যে, কবরবাসীর দো'আ ও আশীর্বাদ নিয়েই শুভ কাজ শুরু করলাম। অথচ উক্ত কবরবাসী জীবিত অবস্থায় তার নিজের ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখতেন না। লোকেরা সেখানে টাকা দেয় তাকে খুশী করে বিপদে উদ্ধার লাভের আশায় ও তার অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের মিথ্যা ধোঁকায় পড়ে। অথচ জীবিত মানুষ ক্ষুধায় মৃতবৎ হ'লেও তাকে সে সাহায্য করে না বা একটু সান্ত্বনাও দেয় না। ধনী-গরীব বলে কিছুই থাকবে না, সবাই হবে সমান, এমনি এক অবাস্তব মতবাদের ধোঁকায় পড়ে শ্রেণী সংগ্রামের নামে রাশিয়ার বিপ্লবে ১ কোটি ১৭ লক্ষ মানুষকে ও চীনা বিপ্লবে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে মহা উল্লাসে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে। ইহুদী শত্রুরা যে ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার দাবী করল, খৃষ্টান ভক্তরা সেই ঈসাকে উপাস্য বানিয়েই কেবল ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁকে ও তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে নিয়ে তিন উপাস্যের দাবীদার বনে গেল। তারা আরও বলল, ঈসা তার পূর্বের ও পরের সকল ভক্ত অনুসারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে শূলে বিদ্ধ হয়েছেন। অথচ একজনের পাপের বোঝা অন্যজনে বইবে-এটা কখনোই কোন জ্ঞানী মানুষের কথা হ'তে পারে না। আর সৃষ্টি কখনো উপাস্য হ'তে পারে না। অথচ সবই মানুষ সত্য মনে করছে অলীক কল্পনা ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় পড়ে। খৃষ্টপূর্বের প্লেটো সহ বর্তমান ও বিগত যুগের সকল অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূদী অর্থব্যবস্থাই হ'ল দারিদ্র্যের প্রধানতম হাতিয়ার। সূদ হটানো ব্যতীত দারিদ্র্য হটানো সম্ভব নয়। অথচ দুষ্টমতি ধনিক শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতারা সূদ ও ব্যবসায়ের পার্থক্য বুঝতে চান না। জনগণের ভোট নিয়ে জনগণের রক্ত শোষণ করছেন তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে জোঁকের মত সুচতুরভাবে।

বিবাহপূর্ব যৌনমিলন, পায়ুকামিতা, সমকামিতাকে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটির সুপ্রীম কোর্ট বৈধ বলে রায় দিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। তাই বলে কি তা বৈধ বলে কারু বিবেকে সায় দিবে? এটাতো স্রেফ পাশবিক স্বাধীনতা! দলীয় শাসন কখনো নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে না, আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ ব্যতীত। জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ববান মানুষ কখনো নেতৃত্ব চেয়ে নেন না, এগুলি স্বতঃসিদ্ধ কথা। অথচ সেগুলিই চলছে অপরিহার্য বিধান রূপে বছরের পর বছর ধরে। তাহ'লে কি সর্বদা এভাবে মিথ্যারই জয়গান চলবে? জণ্ডিসের রোগী সাময়িকভাবে সবকিছুকে হলুদ দেখে, তাই বলে পৃথিবী সব হলুদ হয়ে যায় না। সাপে কাটা রোগী তিতাকে মিঠা বলে, তাই বলে তিতা কখনো মিঠা হয় না। অনুরূপভাবে সসীম জ্ঞানের মানুষ অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য বলে, সত্যকে মিথ্যা বলে, তাই বলে সত্য কখনো মিথ্যা হয় না এবং মিথ্যা কখনো সত্য হয় না। কারু মতে বিজ্ঞানই সত্য। অথচ কোন বিজ্ঞানীই নিজেকে অভ্রান্ত সত্য বলে দাবী করেননি। বরং তারা সকলেই বলেছেন, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'। তারা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে থাকেন। তারা বলেন, 'আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখিনা'। যেমন ধোঁয়া দেখে মানুষ আগুনের সন্ধানে ছুটে থাকে।

অতএব সবকিছুর মূলে যিনি সেই মহাসত্যকে খুঁজে পাওয়া ও তাঁর দিকে ধাবিত হওয়ার চিন্তা দর্শনই হ'ল প্রকৃত অর্থে 'সত্যদর্শন'। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সেই সত্যেরই সন্ধান দিয়েছেন। শেষনবীর মাধ্যমে যা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে যা সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর সকল মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও ঐ সত্য চিরকাল সত্যই থাকবে, কখনোই মিথ্যা হবে না। আল্লাহ বলেন, তোমার প্রভুর বাক্য সত্য ও ন্যায়নীতি দ্বারা পূর্ণ। তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে চলো, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। কেননা ওরা ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ১১৬-১৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি (সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে) দিশেহারা হয়ে থাকবে, যেমন ইহুদী-নাছারারা হয়েছে? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এসেছি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে। যদি আজ মূসাও বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তার কোন গত্যন্তর থাকতো না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭)*। অতএব আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে 'সত্যদর্শন'। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!! *(স.স)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২১তম কিস্তি)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী :

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন ও দাজ্জালকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

হযরত ঈসা (আঃ) নবুআত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে আহ্বান করে বললেন, يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে আগমন করেছি আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের আমি সত্যয়নকারী’ *(ছফ ৬১/৬)*। তিনি বললেন, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৬)*।

তিনি বললেন, ‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যয়ন করে যেমন ‘তওরাত’। আর তা এজন্য, যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দিই কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর’ *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ كَثِيْراً- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- ‘বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল আল্লাহ্র পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে’। ‘এবং এ কারণে যে, তার । সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য তৈরী রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব’ *(নিসা ৪/১৬০-১৬১)*। তিনি আরও বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- ‘এবং ইহুদীদের জন্য আমরা প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’ *(আন‘আম ৬/১৪৬)*।

পেশকৃত নিদর্শন সমূহ :

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইস্রাঈলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্র হুকুমে। (২) আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। (৪) আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে। (৫) আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মো‘জেযা

দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মো'জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো'জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও দুনিয়াদার নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে 'জাদুকর' বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ- 'যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়' *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

উক্ত গালিতে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহ্র কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী, সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল অবলম্বন করেন এবং ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন। এতদ্ব্যতীত ইহুদী কাফিরদের উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَـاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْـرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلاً- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانـاً عَظِيْماً- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُـوْلَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَـكِنْ شُبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الَّـذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْـمٍ إِلاَّ اتِّبَـاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْناً- بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيْـزاً حَكِيْماً- (النساء ١٥٥-١٥٨)-

'তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ছিল তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির কারণে যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন'... 'আর তাদের কুফরীর কারণে এবং মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে'। 'আর তাদের একথার কারণে যে, 'আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি'। 'বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)*।

ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন :

তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরিমধ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

তবে প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন। ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, 'এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল' *(নিসা ৪/১৫৭)*।

আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার :

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক'টিই তিনি পূর্ণ করেন। (১) হত্যার মাধ্যমে নয় বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ- (آل عمران ٥٥)-

'আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব' *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مُتَوَفِّيْكَ অর্থ 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'। 'ওফাত' অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে 'ওফাত' বলা হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا- 'আল্লাহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে' *(যুমার ৩৯/৪২)*। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব'। এখানে বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র। যা কুরআনের বহু স্থানে হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল ও ইহুদী নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বৈ কি! পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে, ভবিষ্যতে আবারও হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[১]

হাওয়ারী কারা?

حَوَارِيّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে 'হাওয়ারী' বলা হ'ত। কেউ বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (القصار)। ঈসার খাঁটি অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন। পরে তারা ঐ নামেই পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি 'হাওয়ারী' ছিল যে, তারা সর্বদা সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন 'হাওয়ারী' বলা হয়; শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি 'ছাহাবী' বলা হয়। আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ'লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে 'ছাহাবী' বলা হয় না। কেননা এই পরিভাষাটি কেবল ঐসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন কোন সময় শুধু 'সাহায্যকারী' বা আন্তরিক বন্ধু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, 'প্রত্যেক নবীর একজন 'হাওয়ারী' অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে। তেমনি আমার 'হাওয়ারী' হ'ল যুবায়ের'।[২]

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের

---

১. *আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*

২. *বুখারী, তিরমিযী, ছহীহ জামে' ছাগীর হা/২১৫৫।*

www.at-tahreek.com

একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّـهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّـهِ وَاشْـهَدْ بِأَنَّـا مُسْلِمُونَ- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَـعَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ٥٢-٥٣)-

‘যখন ঈসা বনু ইস্রাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ *(আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)*

অন্যত্র এসেছে এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوْا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْـنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَـةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَـدُوِّهِمْ فَأَصْـبَحُوا ظَـاهِرِينَ- (الصف ١٤)-

‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্‌র জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ *(ছফ ৬১/১৪)*।

অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُـوْلِيْ قَـالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ- (المائـدة ١١١)- ‘আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’ *(মায়েদাহ ৫/১১১)*। এখানে হাওয়ারীদের নিকট ‘অহি’ করা অর্থ তাদের হৃদয়ে বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা। এটা নবুঅতের ‘অহি’ নয়।

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু’দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে ‘আল্লাহ’ বলে। একদল তাঁকে ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’ বলে এবং একদল তাকে ‘আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল’ বলে। প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। ‘বিশ্ববাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ’ল’ বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন।

আসমান থেকে খাঞ্চাভর্তি খাদ্য অবতরণ :

মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُـوْا اللّـهَ إِنْ كُنْـتُم مُّؤْمِنِيْنَ- قَالُوْا نُرِيْدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- قَالَ عِيْسَى ابْـنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُـوْنُ لَنَـا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْـكَ وَارْزُقْنَـا وَأَنْـتَ خَيْـرُ الرَّازِقِيْنَ- قَالَ اللّهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- (المائدة ١١٢-١١٥)-

'যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর' *(১১২)*। 'তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব' *(১১৩)*। 'তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ'তে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রূযী দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(১১৪)*। 'আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না' *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিযীর একটি হাদীছে আম্মার ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা আসমান হ'তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। কিন্তু লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।[৩]

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন :

ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, এ বিষয়ে আল্লাহ ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নিম্নে তা বিবৃত হ'ল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِي أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (المائدة ١١٦-١١٨)-

'যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত' *(১১৬)*। 'আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্তুতঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত' *(১১৭)*। 'এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ' *(মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)*।

উপরোক্ত ১১৭নং আয়াতে বর্ণিত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তাঁর ঊর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ কথোপকথনটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের পর দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে। উক্ত মর্মে ইবনু কাছীর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন এক পর্যায়ে ঈসা (আঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নসমূহ করা হবে। তিনি অস্বীকার করলে তাঁর উম্মতগণকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তারা ঈসা (আঃ)-এর উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলবে যে, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ঐরূপ অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর মাতাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করতে বলেছিলেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তখন মিথ্যারোপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[৪] এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে লাভ হবে না। কেননা আল্লাহ অতীত

৩. *যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১ বয়ানুল কুরআন।*

৪. *তাফসীর ইবনু কাছীর, পৃঃ ৩/১১৬; তারীখে দেমাশক পৃঃ ১৯/১২৮।*

ও বর্তমান সবই জানেন। তবে সাক্ষ্য নেওয়া হয় কেবল প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য।

ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ জানতে পারি। যেমন-

(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী হিসাবে। অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী 'আহমাদ' বা মুহাম্মাদ-এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ'ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত উত্তর সুরী। নামধারী খৃষ্টানরা নয়।

(২) মু'জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র রহমত আবশ্যক। যেমন ঈসা (আঃ)-কে যে মু'জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু'জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জন্মটাই ছিল এক জীবন্ত মু'জেযা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি।

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা (আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

[আগামী সংখ্যা থেকে ২৫ তম নবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী শুরু হবে ইনশাআল্লাহ]

[চলবে]

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত

নবীদের কাহিনী

(পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী)

(১ম খণ্ড)

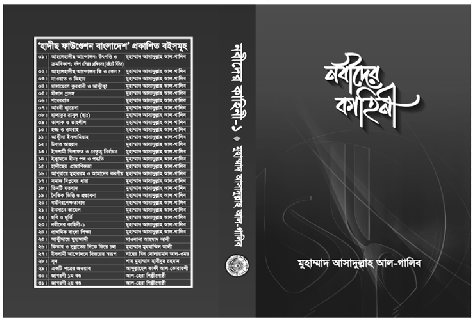

প্রাপ্তিস্থান

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তিনটি বই-

১. ছবি ও মূর্তি

২. তিনটি মতবাদ

৩. তালাক ও তাহলীল

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ড. নাছের আল-ওমর

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

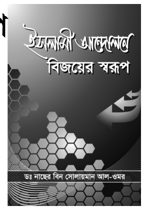

প্রাপ্তিস্থান

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

দাঈর সফলতা লাভের উপায়

মূল : শায়খ ফাহদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াজরী

অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১শতম : দাঈর দাওয়াতে সাড়া দানকারীর সংখ্যা কম-বেশীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা

দাঈ তার ডাকে সাড়াদানকারী না পেলে আফসোস করেন, অক্ষম হয়ে যান এবং যখন তিনি মানুষের উপস্থিতি, প্রশংসা, সুখ্যাতি প্রত্যাশা করে। তখন দাওয়াত দান পরিত্যাগ করেন ইত্যাদি...। যদি তিনি জ্ঞাতসারে এসব প্রত্যাশা করেন, তখন তিনি আদৌ সফল হবেন না। এক্ষেত্রে নূহ (আঃ) উদাহরণ। তিনি তাঁর অনুসারী কম-বেশীর দিকে লক্ষ্য করেননি। যদি তিনি এ বিষয়ে লক্ষ্য করতেন, তাহ'লে দাওয়াত পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু দাওয়াতের এই বৃহত্তর ময়দানে তিনি ৯৫০ বছর ব্যাপৃত ছিলেন, যদিও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَأْتِي النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. 'ক্বিয়ামতের দিন কোন নবী আসবেন যার সাথে তাঁর অনুসারীদের একটি দল থাকবে। কোন নবীর সাথে একজন বা দু'জন অনুসারী থাকবে। আবার এমন নবীও আসবেন যার সাথে কেউই থাকবে না' *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্যান্য রাসূলগণের অনুসারীও এরূপই হবে।

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন,

وأتباع الرسل هم الأقلون عددا وإن كانوا هم الأشرف قدرًا عند الله، إذا كنت على كتاب الله وسنة رسوله، فلا تلتفت إلى مدح الناس أو موافقتهم أو الإشادة بعملك أو طلب مرضاة الناس–

'রাসূলগণের অনুসারীরা সংখ্যায় কম ছিল, যদিও তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত। যখন তুমি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর বিদ্যমান থাকবে, তখন তুমি মানুষের প্রশংসা, তাদের সমর্থন-সম্মতি কিংবা তোমার কর্মের সুনামের দিকে লক্ষ্য করবে না অথবা মানুষের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করবে না'।

১২শতম : শারঈ দলীলের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ও উদাহরণ পেশ

আল্লাহ তা'আলা উদাহরণ দিয়েছেন। আমাদের নবী করীম (ছাঃ)ও মানুষকে কাছে টানা ও বুঝানোর জন্য বহু উদাহরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আহূত ব্যক্তিকে কাছে টানতে উদাহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেমনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল উপস্থাপন ছিল নবীগণের পদ্ধতির অন্তর্গত। মানুষকে দাওয়াত দানের সময় তাদের নিকট হককে সুস্পষ্ট করতে আকলী দলীল ব্যবহার করতে হয়। কারণ আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলীলে কখনো কখনো অধিক প্রভাব সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো শারঈ দলীলের চেয়ে আকলী দলীল দ্বারা প্রতিপক্ষ অধিক প্রভাবিত হয়। কেননা কিছু মানুষ কখনো কখনো শারঈ দলীল যথার্থভাবে বুঝতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ প্রথমত বুঝে বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। কিংবা কখনো এমন লোককে পায় যে তার মনোতুষ্টি ও জ্ঞান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে।

১৩শতম : কথা-কর্মের মাঝে সমন্বয় সাধন

যখন দাঈ মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিবেন কিন্তু তিনি নিজে তা পালন করবেন না কিংবা সমাজ যখন তাকে পিতা-মাতা থেকে দূরে দেখবে, তখন (পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে) তার নির্দেশ সমাজে কোন প্রভাব ফেলবে না। এমনকি তিনি এমন লোককে পাবেন যে তার দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকে বলবে, 'তুমি নিজ থেকে শুরু কর'। অতঃপর তিনি ঐ কারণে দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন এবং কথা-কর্মও ছেড়ে দেবেন।

১৪শতম : বিভিন্ন পন্থার প্রয়োগ

বক্তৃতা প্রদান, খুৎবা দেয়া, গ্রন্থ প্রণয়ন কিংবা প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মধ্যে দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করা নিঃসন্দেহে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। বরং এক্ষেত্রে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। সুতরাং দাঈ মানুষকে অনুগ্রহ-বদান্যতা, দানশীলতা ও উত্তম চরিত্র গঠন, পত্রাদি প্রেরণ বা সাক্ষাত প্রভৃতি পদ্ধতিতে দাওয়াত দিবেন। নবী করীম (ছাঃ) এক্ষেত্রে এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি প্রতিনিধিদল প্রেরণ, খুৎবা প্রদান, (সৎ কাজের প্রতি) উদ্বুদ্ধকরণ, দান করা, জনসমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন।

১৫শতম : প্রতিবন্ধকতার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি

দাঈকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং জানতে হবে যে, তার পথে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। অনুরূপভাবে তার চলার পথে বিরোধী ও মতভেদ সৃষ্টিকারীরাও আসবে। এটা আল্লাহ্‌র নিয়ম। আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না'? *(আনকাবূত ২৯/২)*। নূহ (আঃ) থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সকল দাঈ প্রতিবন্ধকতা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য আবশ্যক হ'ল দাঈ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের উপর ভিত্তি করে সালাফে ছালেহীনের

www.at-tahreek.com

বুঝ অনুযায়ী দাওয়াত দিবেন। এরপর তিনি লাঞ্ছিত-অপদস্থ, বিরোধী ও গুজব রটনাকারীদের দিকে লক্ষ্য করবেন না বা ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং দাওয়াতের পথ অবিচল থাকবেন।

১৬শতম : দাওয়াতের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা

বর্তমান যুগে দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্টদের সুস্পষ্ট ঘাটতি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা বা ব্যয়কুণ্ঠা। এই কল্পনা করা ভুল যে, ব্যবসায়ী, বিত্তবান ও সম্পদশালীরাই কেবল সম্পদ ব্যয় করবে। কেননা সকলেই সম্পদ ব্যয়ের দাবীদার। সুতরাং প্রত্যেক দাঈর জন্য আবশ্যক হ'ল আহূতদের অভ্যর্থনা জানানো, তার সম্পদ ব্যয় করা এবং মানুষের জন্য তার গৃহ ও অন্তর খুলে দেয়া, যাতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করেন।

১৭শতম : আহূত ব্যক্তিদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করা

দাঈর জন্য আবশ্যক হ'ল আহূত ব্যক্তির সাথে বিনীত ও নম্র ব্যবহার করা। কেননা দাঈর ইলম বা জ্ঞান ও বুঝার সামর্থ্য রয়েছে, যা আহূত ব্যক্তির নেই। সুতরাং দাঈর জন্য আবশ্যক হ'ল তিনি আহূত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশায় তার নীতি-পদ্ধতিতে বিনম্র হবেন। আহূত ব্যক্তি যুবক, বৃদ্ধ বা কোন প্রতিনিধি দলের হোক না কেন, তাদের সাথে বিনয়ী আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(আন'আম ৬/৫২)*।

১৮ শতম : ভ্রান্ত মতবাদধারীদের পূর্বে তাদের মতবাদ নির্মূলের চেষ্টা করা

বর্তমানে কিছু দাঈর ভুল ধারণা হচ্ছে ভ্রান্ত মতবাদ মূলোৎপাটনের পূর্বেই সেই মতবাদ বিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে হবে। ফলে তিনি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে সেই মতবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগেন। অথচ আবশ্যক হচ্ছে বিধ্বংসী চিন্তাধারার সাথে লড়াই করা, যাতে তা নির্মূল করা বা প্রতিহত করা যায়। যেমন স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আগত ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনার মাধ্যমে প্রতিহত করা। ভ্রান্ত দর্শনকে ধ্বংস করা, তার কুৎসিত স্বরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরা, এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাকে খণ্ডন করা আবশ্যক এবং তারপর ঐ দর্শনের দিকে আহ্বানকারীদের পরাভূত করাও আবশ্যক।

১৯শতম : ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করা

যে কাজ করে তার ভুল হয়। আর আল্লাহ্র পথের দাঈকে জনসাধারণের মুখোমুখি হ'তে হয়। তিনি পুস্তিকা রচনা করেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করেন প্রভৃতি। সুতরাং ভুলে পতিত হওয়া তার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অনেক দাঈ ভুল করেন, তাকে উপদেশও দেওয়া হয়, কিন্তু তা থেকে তিনি ফিরে আসেন না। যখন আপনি অমুক ক্যাসেটে প্রদত্ত বক্তৃতায় ফৎওয়ায় ভুল করেন, তখন কেন বলেন না যে, আমি ভুল করেছি এবং পরে আলোচনায় কেন ভুলকে সুস্পষ্ট করেন না? এটা একটি সুপ্রচলিত ব্যাধি, এটা ভুলের ক্ষেত্রে জিদ বা বাড়াবাড়ি। বরং ভুলের স্বীকৃতি হচ্ছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতার প্রথম উপায়। যিনি ইলম ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে অতি সম্মানিত তিনি হ'লেন মূসা (আঃ), তিনিও তাঁর ভুল স্বীকার করতেন। তিনি বলেন, فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ 'আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম' *(শু'আরা ২৬/২০)*।

২০শতম : পরামর্শ গ্রহণ

দাঈ এক বৃহত্তর ও বিস্তৃত ময়দানে প্রবেশ করেন। আর দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক ও মহিমান্বিত বিষয়, যদিও সেটা কঠিন। সুতরাং দাওয়াতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, অবজ্ঞা করা ও সে বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ভুল। দাঈ অনেক প্রশ্ন ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন। সুতরাং যখন তিনি ইচ্ছা করবেন বক্তব্য পেশ করতে কিংবা কোন বিষয় উপস্থাপন করতে অথবা কোন গ্রন্থ রচনা করতে বা অনুরূপ কিছু করতে তখন তার উচিত পরামর্শ গ্রহণ করা। জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (ছাঃ) উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সমস্যার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আল্লাহ্র নিকটে সবার জন্য ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) ও গ্রহণযোগ্যতা কামনা করছি। তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের সকল অকল্যাণ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিৎনা থেকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দাঁড়ানো, বসা ও ঘুমন্ত তথা সর্বাবস্থায় ইসলামের মাধ্যমে হেফাযত করুন। আর আমাদেরকে শত্রুদের ও হিংসুকদের হাসির পাত্রে পরিণত করবেন না। হে আল্লাহ! শাসক ও শাসিত হিসাবে আমাদেরকে হকের উপর অবিচল রাখুন। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

ইভটিজিং : কারণ ও প্রতিকার

*হারুনুর রশীদ**

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ইভটিজিং বা নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আশংকাজনকহারে বেড়ে চলেছে ইভটিজিং ও ছাত্রী লাঞ্ছিত করার ঘটনা। Eve শব্দটির অর্থ নারী এবং Tease শব্দের অর্থ বিরক্ত করা, প্রশ্ন করে বিব্রত করা ইত্যাদি। সুতরাং Eveteasing শব্দের সমন্বিত অর্থ হ'ল নারী উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা ইত্যাদি।[১]

বখাটে, দুর্বৃত্তদের দুর্বিষহ উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে ইতিমধ্যে অনেক তরুণী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। গত এক মাসেই দেশের বিভিন্ন স্থানে এ কারণে আত্মহত্যা করেছে অন্তত: ১৫ তরুণী। এভাবে প্রতিমাসেই ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে তরুণীরা। এমনকি বখাটেদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে তরুণীদের বাবারাও আত্মাহুতি দিচ্ছেন। আবার অনেক তরুণী লোকলজ্জার কারণে চোখ বুজে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে বখাটেদের অত্যাচার। সমাজ ও জাতির জন্য ইতিমধ্যেই তা এক প্রকার অশনি সংকেত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তরুণরা ক্রমাগতভাবে এ সকল অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। বিদেশী অপসংস্কৃতি এবং নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ইভটিজিং এবং নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনের মেয়েরা।

দেশে প্রতিবছরই নানাভাবে নারী নির্যাতন বাড়ছে। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০০৯ সালে দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৪৬ জন নারী, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৬২ জনকে, ধর্ষিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছে অন্ততঃ ৫ জন, যৌতুকের শিকার হয়েছে ২৮৫ জন, যৌতুকের কারণে স্বামীর হাতে খুন হয়েছে ১৯৪ জন, এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৬৩ জন, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৪২ জন নারী এবং পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছে ৯ জন। এ সময় ৭৮ জন গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। একই রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে নারী নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হয়েছে ৫০২ জন নারী, ১৯৯৯ সালে ১৬৯০ জন, ২০০০ সালে ১৯৭৪ জন, ২০০১ সালে ৩১৪৯ জন, ২০০২ সালে ৫৭৯২ জন, ২০০৩ সালে ৫৬১৮ জন, ২০০৪ সালে ৫৯৮৬ জন, ২০০৫ সালে ১৪৮৮ জন, ২০০৬ সালে ৬০৫৪ জন এবং ২০০৭ সালে ৪৩৫৫ জন নারী নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে।[২] অর্থাৎ নারী নির্যাতনের হার প্রতিদিনই বাড়ছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইভটিজিং এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন যে আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রতিনিয়ত পত্রিকাতে এরূপ কোন না কোন ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ফিরিস্তি পেশ করা হ'ল-

* ঢাকা যেলার দক্ষিণ বনশ্রী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে পাঠরত ১৪ বছর বয়সী উম্মে কুলছূম ইলোরা এলাকার রেজাউল করিম নামের এক যুবক উত্ত্যক্ত করায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

* দশম শ্রেণীতে পাঠরত মরিয়ম আক্তার পিংকিকে তারাইন উপযেলায় আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। কারণ সে স্থানীয় এক বখাটে যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

* ২৭ মার্চ ঢাকার ব্যবসায়ী আমিনুর রহমান, তার স্ত্রী রোকসানা মমতাজ এবং তাদের মেয়ে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ফৌজিয়া ফারিহা বর্ষা তার সহপাঠী আশরাফের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়। কারণ মেয়েটির পরিবার আশরাফকে চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল।

* ২৪ মার্চ গুলশানের কালাচাঁদপুরে নার্সারী ব্যবসায়ী সাদিকুর রহমান এবং স্ত্রী রোমানা নার্গিস তাদের মেয়েকে জনৈক বাবুলের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালে দুর্বৃত্তদের সহায়তায় রুবেল তাদের হত্যা করে।

* চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী শোমেন বিশ্বাস অনিক সহপাঠীর আঘাতে আহত হওয়ার পর ২৩ মার্চ মৃত্যুবরণ করে।

* ২২ মে পিরোজপুর যেলার নাজিরপুর উপযেলার বরইবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী সায়েমা আক্তার তুলি (১৫) ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করে। এ রকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। নিম্নে আমরা ইভটিজিং-এর কতিপয় কারণ আলোচনা করব:

সামাজিক অবক্ষয় :

হঠাৎ করেই ইভটিজিংয়ের মত ঘটনার জন্ম হয়নি। দীর্ঘদিনের সামাজিক অবক্ষয় ও পারিবারিক ভাঙ্গনের বিষময় ফলেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতা-মাতা উভয়েই কর্মজীবি হওয়ায় সন্তানরা তাদের সঙ্গ পাচ্ছে না। ফলে তারা বিভিন্ন খারাপ পরিবেশের সাথে সখ্য গড়ে তোলে। সঙ্গী হিসাবে পাচ্ছে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের।

* *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *Bangla Academy English to Bengali Dictionary, p. 252, 816.*

২. *দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে '১০, পৃঃ ১১।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১০ ১৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

এভাবে সঙ্গদোষে আস্তে আস্তে তারা বিভিন্ন খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যা শুরু হয় ইভটিজিং ও মাদক গ্রহণের মত ঘটনার মাধ্যমে। এরপর একসময় তা বড় আকার ধারণ করে। বাবা-মার নয়নের পুতলি হয়ে যায় বখাটে, সন্ত্রাসী, মাস্তান, দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি। এজন্যই হাদীছে সৎ সঙ্গী নির্বাচনের জন্য অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপরে ফুঁ দানকারীর মতো। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। আর কামারের হাপরে ফুঁ দানকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে নতুবা তার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই’।[৩]

টিভি মিডিয়া :

বর্তমান সময়ে তরুণ-তরুণীদের কাছে টিভি সিরিয়াল বা অন্যান্য অনুষ্ঠান খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশী-বিদেশী টিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন অশ্লীল গান-বাদ্য, নৃত্য-নাচ, নর-নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি পরিবেশন করছে। স্যাটেলাইট বা অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলোতে যেসব দৃশ্য প্রচার করা হচ্ছে তা কোন লজ্জাশীল মানুষ পরিবার নিয়ে দেখতে পারে না। বাংলাদেশসহ অধুনা বিশ্বের সর্বত্রই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌন চর্চার বিষয়বস্তু সম্বলিত ছায়াছবি, নাটক প্রভৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে। যা দেখে এ দেশের তরুণ ও যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। অবশেষে তারা নারী উত্ত্যক্ত করা ছাড়াও বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে অবলীলায়। সামান্য কিছু টাকার জন্য নারীকে যেভাবে মিডিয়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে নারীর মর্যাদা থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

আজকে ইভটিজিং সহ প্রথম সারির সমস্যাগুলোর জন্য শতভাগ দায়ী এই টিভি, সিনেমা, ডিস এন্টেনা ও চলচ্চিত্রের অশ্লীল ছবি প্রদর্শন।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন :

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিশেষ করে আকাশ সংস্কৃতিই এর পিছনে প্রধান ভূমিকা রাখছে। সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা, প্রগতির নামে অশ্লীলতা দেশ ও জাতিকে ক্রমশঃ চরম অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন হ’ল আকাশ সংস্কৃতি। টিভি, সিডি, ভিসিয়ার, সিনেমা, নাটক, আর ডিস এন্টেনার মাধ্যমে সমাজ জীবন প্রতিনিয়ত কলুষিত হচ্ছে। নগ্ন ছবি ধ্বংস করছে মানুষের ঈমান-আক্বীদা, চরিত্র ও মেধা। বাড়ীতে, বৈঠকখানায়, দোকানে, বাসে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র চলছে লজ্জা-শরম বিধ্বংসী নৃত্যানুষ্ঠান ও সিনেমা, যা দেখে উঠতি বয়সী তরুণরা উত্তেজিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তারা ইভটিজিং-এ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

তরুণীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা :

ইভটিজিংসহ অন্য যেসব ক্ষেত্রে তরুণীরা লাঞ্ছিত হচ্ছে তার পেছনে শুধু বখাটে বা অন্য কারণগুলোই সর্বাংশে দায়ী এমন নয়। সামাজিক অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতি চর্চার সাথে সাথে তরুণীদের বেপরোয়া চলাফেরা এর অন্যতম কারণ। কুরআন মাজীদে নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে তাকীদ দেওয়ার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের মত সাজসজ্জা করে নির্লজ্জের মত রাস্তায় চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। অথচ আমাদের দেশের মেয়েরা আধুনিকতা ও প্রগতির দোহাই পেড়ে কুরআনের হুকুমের অবমাননা করে বেহায়ার মত চলাফেরা করছে। আপত্তিকর পোষাক পরে বিশেষ করে পাতলা কাপড়, ওড়না ছাড়া পোষাক, হাত কাটা কামিজ, টাইটফিট পোষাক ইত্যাদি পরে বিভিন্ন রকমের প্রসাধনী মেখে সাজসজ্জা করে রাস্তাঘাটে, বাইরে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের মাঝে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এভাবে মেয়েরা পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ফলে পুরুষের নিকট তারা সহজলভ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর তাদের এহেন সৌন্দর্য প্রদর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশের একশ্রেণীর টগবগে যুবক উন্মাদের ন্যায় ইভটিজিং সহ নারীদের সাথে নানাবিধ অনৈতিক আচরণে লিপ্ত হচ্ছে।

রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ :

শহর ও গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় রাজনৈতিক পাতি নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে কিছু উচ্ছৃংখল যুবক এসকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অবশেষে উক্ত অপরাধের কারণে যখন তারা পুলিশের নিকট ধরা পড়ছে ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের তদবিরে ছাড়া পাচ্ছে, তখন পুনরায় তারা আবারও ঐ একই অপরাধে যুক্ত হচ্ছে এই ভেবে যে, ধরা পড়লে আমাদের নেতা আমাদেরকে বের করে আনবেন।

৩. *ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৪, কিতাবুয যাবায়িহ ওয়াছ ছায়দ, বাবুল মিসক।*

www.at-tahreek.com

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ :

আমাদের দেশে প্রগতির নামে দিন দিন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করছে কতিপয় এনজিও ও তথাকথিত কিছু নারীসংগঠন। নারী পুরুষের সমঅধিকারের ধোঁয়া তুলে কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান সংখ্যক কোটা বাড়িয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা, যুবক-যুবতী এক সাথে সুইমিং পোষাক পরে সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা, গেঞ্জী-হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড নারীদেরকে পুরুষের কাছে সহজলভ্য করে দিচ্ছে। বস্তুতঃ নারী স্বাধীনতার নামে নারী-পুরুষের এহেন অবাধ মেলামেশার সুযোগ দানের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ইভটিজিং তথা নারীর সম্ভ্রমহানির পথকেই সুগম করে দেওয়া হচ্ছে।

সহশিক্ষা :

এদেশের নারী সমাজের জন্য আর এক মহা অভিশাপ হচ্ছে সহশিক্ষা। নারী-পুরুষের যৌবনের ভরাবসন্ত অতিবাহিত হয় তাদের শিক্ষা জীবনে। সহ শিক্ষার সুবাদে এদেশের হাযার হাযার তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছে। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ নিচ্ছে দৈহিক সম্পর্কে। আর যে ক্ষেত্রে তরুণেরা তরুণীদের সম্মতি আদায় করতে পারবে না বলে মনে করছে সেক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের মত সহজ পথ বেছে নিচ্ছে।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব :

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে ইভটিজিং সহ মেয়েদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা বেশী ঘটছে। ছোটবেলা থেকেই যদি সন্তানদেরকে নৈতিকতায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহ'লে তাদের দ্বারা একটি সুষ্ঠু সমাজ আশা করা যায়। ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে অতি মাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগাতে গিয়েই সামাজিক এই অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশাসনের নীরবতা :

সাম্প্রতিক সময়ে ইভটিজিং অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের সামনেই ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে তরুণীরা। অথচ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অনেক ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ করার পরেও দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেফতার হ'লেও সুষ্ঠু বিচার হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের অপরাধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য বর্তমানে প্রশাসন কিছুটা নড়েচড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আরো তৎপর হ'তে হবে।

প্রতিরোধের উপায় :

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা রোধ করা সম্ভব। একমাত্র তাঁর প্রবর্তিত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নারী সমাজের ইয্যত-আব্রুর যথাযথ সংরক্ষণ এবং সমাজে নারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক অবস্থান সুনিশ্চিত হ'তে পারে। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত নারী সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। নারী মুক্তির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে অথচ দিন দিন নারী তার মর্যাদা হারাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে না চলা। নিম্নে ইভটিজিং প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হ'ল:

১. পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে :

নারী উত্ত্যক্তের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল পর্দার বিধান পালন না করা। পর্দা নারীর ইয্যত, সম্মান ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী যখন আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তখনই সে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, অঙ্গহানী, এসিড নিক্ষেপ, উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদির প্রধানতম কারণ নারী ও পুরুষ কর্তৃক পর্দার বিধান লঙ্ঘন। নারীরা যতই খোলামেলাভাবে চলাফেরা বেশী করবে, ততই তাদের সম্মানহানি ঘটবে। সুতরাং নারীর মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করতে হ'লে রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পর্দা প্রথার পূর্ণ অনুশীলন এবং তা পুরোপুরি পালন করে মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে; মূর্খতা যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

নিতান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হ'লে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ 'হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটি তাদের চেনার সহজ উপায়। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

যদি কখনো অপরিচিতি কোন লোকের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহ'লে রুক্ষতা বজায় রাখতে হবে *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। এমনভাবে মিষ্টি মিষ্টি, রসালো সুরে কথা বলা যাবে না, যাতে পুরুষের মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং নারীকে পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, চলাফেরায় অত্যন্ত সংযত ও শালীন হ'তে হবে। কারণ নারীর প্রকৃতিতে চম্বুকধর্মী অম্লের প্রভাব বিদ্যমান আর পুরুষের প্রকৃতিতে খারের প্রভাব প্রবল। নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া

পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আগুনের পরশে যেমন মোম না গলে পারে না, তেমনি নারীর সংশ্রবে পুরুষ উদ্বেলিত না হয়ে পারে না। সম্প্রতি স্পেনের ইউনিভার্সিটি অফ ভ্যালেন্সিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন, কোন সুন্দরীর সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় কাটালেই ঘটতে পারে যেকোন দুর্ঘটনা। সুন্দরী নারীর সঙ্গে মাত্র ৫ মিনিট সময় কাটালে পুরুষের শরীর থেকে কর্টিসল নামের একটি হরমোন নির্গত হয়। শরীরে কর্টিসল তৈরী হয় কোন শারীরিক বা মানসিক চাপের ফলে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় হার্টের সমস্যাও। এমনকি ডায়াবেটিক ও উচ্চরক্তচাপেরও কারণ হয় কর্টিসলের হঠাৎ মাত্রা বৃদ্ধি।[৪]

সুতরাং নারীর অশালীন পোষাক পরে বাইরে নগ্নভাবে চলাফেরা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সঊদী আরব ও ইরানে এ বিধান চালু আছে বিধায় সেখানে আমাদের দেশের মত নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা বিরল।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে :

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের মতো আমাদের দেশেও নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ। অফিস-আদালতে, বিভিন্ন ক্লাবে, পার্টিতে, পার্কে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিন দিন অবারিত হচ্ছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইভটিজিং ও নারী নির্যাতন। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধের লক্ষ্যে নারীদের জন্য পৃথক কর্মস্থল, আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নারীদের জন্য মহিলা ডাক্তার, পৃথক পরিবহন ব্যবস্থাসহ[৫] সমাজের বিভিন্ন পেশার নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সমাজের অভিভাবক শ্রেণী এবং সরকারের যৌথ প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

৩. নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে হবে :

প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শিক্ষার সকল স্তরে সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে। এজন্য চাহিদা মাফিক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদরাসা, মহিলা কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক সাথে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়সাধ্য বিধায় পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা শিফ্‌ট চালু করতে হবে। সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী পরিবেশ ও পর্দার বিধান চালু করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবী (ছাঃ) নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর সময়েই নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।[৬]

আমেরিকা, রাশিয়া সহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালের হিসাব মতে, খোদ আমেরিকার মত ফ্রি সেক্সের দেশে সহশিক্ষার ভয়াবহ কুফলের কথা বিবেচনা করে ১৭০টি মহিলা কলেজ এবং রাশিয়াতে ১২০টি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং সহশিক্ষা বন্ধ এবং নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নারী উত্ত্যক্ত করার পরিবেশ বন্ধ করা সম্ভব।

৪. অশ্লীল সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে :

ভিসিআর, টিভি, স্যাটেলাইট, ভিডিও, সিডি, বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষের, যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠান, অশালীন পোষাক পরিহিত চিত্র বা ছায়াছবি এবং যৌন উত্তেজনাধর্মী চলচ্চিত্র প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যৌন উত্তেজক গান, কবিতা, সাহিত্য, নভেল, নাটক বন্ধ করতে হবে। প্রাইমারী শিক্ষার পর থেকে জাতীয়, সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এবং মহিলা ও পুরুষদের একত্রে অনুষ্ঠান বন্ধ করে পৃথকভাবে করার সুন্দর এবং নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। রেডিও, টিভিতে শিক্ষামূলক, জাতিগঠনমূলক এবং নির্মল আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহ'লে নারী জাতি তাদের হারানো সম্মান ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে :

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যার্জন ফরয।[৭] এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা হ'তে হবে। সুশিক্ষা যেমন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়, তেমনি অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী সমাজই পারে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক জানে যে, নারী উত্ত্যক্ত তো দূরের কথা, গায়র মাহরাম কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়াও পাপ। দেরীতে হ'লেও ধর্মীয় শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা অনেকেই অনুভব করতে শুরু করেছে। গত ১ ডিসেম্বর ২০০১ বিশ্ব এইডস দিবসে আলোচকবৃন্দ প্রায় সমস্বরেই বলেছেন, 'এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন'।

---

৪. *সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৫, ১৯ মে '১০, পৃঃ ১৪।*

৫. *সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় যৌন হয়রানি থেকে রক্ষাকল্পে মহিলাদের জন্য পৃথক ট্রেন চালু করা হয়েছে। আমরা এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি।*

৬. *বুখারী, ফাতহুল বারী সহ, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ) ১/২০৪।*

৭. *মিশকাত হা/২১৮।*

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ইসলামী আক্বীদা ও তাহযীব-তামাদ্দুন অনুযায়ী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের প্রয়োজনীয় আহকাম ও ইবাদতের বিধিবিধান এবং ইসলামের অপরাধ দমন আইন প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৬. কঠোর শাস্তি প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ :

ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে যেমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন তথা উত্ত্যক্তকরণ, ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, অঙ্গহানী, সম্মানহানী, মিথ্যা অপবাদ প্রদান ইত্যাদি অপরাধের জন্য ইসলামী শরী'আত যে শাস্তির বিধান দিয়েছে, সে বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইভটিজিং বা নারী উত্ত্যক্তের যতগুলো কারণ রয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল তরুণ ও যুবকদের নৈতিক পদস্খলন এবং নারীদের উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা। তাই শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিক পতন রোধ করা সম্ভব নয়। এ সমস্যার সমাধান চাইলে অল্প বয়স থেকেই সন্তানদের ধর্মের ভিত্তিতে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে উল্লেখিত নৈতিকতা বিধ্বংসী উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বয়সেই সন্তানদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে এবং মুসলিম মনীষীদের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। বিশেষভাবে ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যেই রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর জীবনী সহ বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মনীষীদের জীবনী পড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ব্যবস্থা না থাকলে অভিভাবকদেরকেই সে উদ্যোগ নিতে হবে। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী মানুষকে পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং ইতিবাচক ও নিয়ন্ত্রণকারী একটি সামগ্রিক কর্মসূচীই আমাদের উক্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

পার্টনার আবশ্যক

স্ট্রবেরী, থাই পেয়ারা এবং ড্রাগন ফলের বাগান সম্বলিত ৫ বিঘা (১.৬৬ শতক) জমিতে কৃষি খামার তৈরীর জন্য দুই লক্ষ টাকার মধ্যে (লাভ-ক্ষতির) অংশীদারী ভিত্তিতে একজন পার্টনার আবশ্যক।

যোগাযোগ

এম, রহমান

মোবাইলঃ ০১৯২৯-৪১৪৫৫৩

০১৭৫১-১০০১৫৭

মরণ বাঁধ ফারাক্কা

আত-তাহরীক ডেস্ক

মরণ বাঁধ ফারাক্কা। বাংলাদেশ তথা উত্তরাঞ্চলের গলার ফাঁস। যার নাম শুনলেই মরা পদ্মা ডুকরে মাথা কুটে মরে বিস্তীর্ণ বালিগর্ভে। এক কালের প্রমত্তা পদ্মা এখন স্রেফ মরুভূমি।

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ :

কলিকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষা করার অজুহাতে রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ মাইল (১৮ কিলোমিটার) ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার জঙ্গীপুর গ্রামের ফারাক্কা নামক স্থানে ভারত ১২৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২৩ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এই অভিশপ্ত বাঁধ ১৫৬ কোটি রূপী ব্যয়ে ১৯৭৪ সালে নির্মাণ করে। গঙ্গা নদীর উপরে দেওয়া এ বাঁধটি চালু হয় ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা 'মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি' নামে পরিচিত। মুজিব-ইন্দিরা যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়েছিল, ফারাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণরূপে চালু করার আগে শুষ্ক মৌসুমে প্রাপ্ত পানির পরিমাণ নিয়ে উভয় পক্ষ যাতে সমঝোতায় আসতে পারে, সেজন্য ভারত প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ফিডার ক্যানেল চালু করবে। যুক্ত ইশতেহারের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ চালু করেছিল। ভারত বাংলাদেশের কাছে এ মর্মে ওয়াদা করেছিল যে, ৪১ দিনের নির্ধারিত সময়ে ভারত ১১ হাযার থেকে ১৬ হাযার কিউসেক পানি ফিডার ক্যানেল দিয়ে হুগলী নদীতে নিয়ে যাবে। কিন্তু ৪১ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারত ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সমঝোতা বা চুক্তি না করেই ১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে একতরফাভাবে গঙ্গার পানি নিজ দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যাহার করে।

ফারাক্কা চুক্তি :

১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ফারাক্কার পানি বণ্টন সম্পর্কিত 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি' সম্পাদিত হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা ছিল (১) ফারাক্কা পয়েন্টে শুকনা মওসুমে বাংলাদেশ শতকরা ৬০ ভাগ পানি পাবে। (২) ২১ শে এপ্রিল থেকে শুকনা মওসুমে প্রতি দশদিনের সার্কেলে বাংলাদেশ পাবে ৩৪ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি এবং ভারত পাবে ২০ হাযার ৫শ' কিউসেক পানি। (৩) বাংলাদেশ তার নির্ধারিত হিস্যার শতকরা ৮০

ভাগের নীচে কখনোই পাবে না। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে দু'বছর মেয়াদী ও ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে তিন বছর মেয়াদী (১৯৮৬-৮৮) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী একটি পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি হবে এবং ভারত নদীটির পানি প্রবাহের মাত্রা গত ৪০ বছরের গড় মাত্রায় বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ৩৫ হাযার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা পাবে। কিন্তু ভারত কখনোই এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানি দেয়নি।

ভাসানীর নেতৃত্বে লংমার্চ :

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ফিডার ক্যানেল চালু করার পর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নীচে পদ্মায় পানি প্রবাহ যেখানে ছিল ৬৫ হাযার কিউসেক, সেখানে ১৯৭৬ সালে এর পরিমাণ নেমে আসে মাত্র ২৩ হাযার ২০০ কিউসেকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পত্র লিখেন। ১৯৭৬-এর ৪ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাসানীকে লিখিত পত্রে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কথা না বলায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৬ মে মাওলানার নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ শুরু হয়। দু'দিনে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এই লংমার্চ শেষ হয় ১৭ মে। ঐদিন তিনি ঐতিহাসিক সোনামসজিদে আছরের ছালাত আদায় করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কানসাট হাই স্কুল ময়দানে ফারাক্কা মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণার সময় মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য আমাদের আন্দোলন, আমি জানি, এখানেই শেষ নয়'। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আরো বলেন, 'ভারত সরকারের জানা উচিত, বাংলাদেশীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না, কারও হুমকিকে পরোয়া করে না। ... যেকোন হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের দেশাত্মবোধক কর্তব্য এবং অধিকার'।

ফারাক্কার অশুভ প্রভাব :

ফারাক্কা বাঁধের কারণে রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সাহারা মরুভূমির গবেষক মার্কিন ভূবিজ্ঞানী ড. নরম্যান ম্যাকলিয়ড বলেছেন, 'সাহারাতে ঠিক যেভাবে একদিন মরুভূমির বিস্তার শুরু হয়েছিল, বরেন্দ্র এলাকায় ঠিক সেভাবেই বিপদটা শুরু হয়েছে'। ফারাক্কার কারণে প্রমত্তা পদ্মায় বছরের প্রায় ৮ মাসই পানি থাকে না। এ বাঁধের কারণে পদ্মা নদী রাজশাহী শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। বিস্তীর্ণ চর ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল হিসাবে পরিচিত রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ যেলার প্রকৃতি ও আবহাওয়া রীতিমত বদলে যাচ্ছে। এসব অঞ্চলে বিশেষত রাজশাহীতে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড শীত বিরাজ করে। নদীর পলি কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমেই নীচে নেমে যাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদ হচ্ছে ব্যাহত।

ফারাক্কা বাঁধের কারণে সুদীর্ঘ ৩৬ বছরে ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশের জীবন ও জীববৈচিত্র্যই কেবল ধ্বংস করেনি; বরং ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এ দেশের কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য। ফারাক্কার কারণে নদীর পলি কমে যাওয়ায় সাগরের লবণাক্ততা সহজেই উপরে উঠে আসছে। ফারাক্কা-পূর্বকালে খুলনায় সর্বোচ্চ লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল ৫০০ মাইক্রোমোস এবং ফারাক্কায় প্রবাহ প্রত্যাহারের ফলে খুলনার লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাযার ৫০০ মাইক্রোমোস। এই লবণাক্ততা খুলনার উত্তরে ২৮০ কি.মি. পর্যন্ত উজানে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য মতে, এ লবণাক্ততার সর্বশেষ শিকার মধুমতি ও নবগঙ্গা নদী বিধৌত অঞ্চল। এমনকি গোপালগঞ্জ ও নড়াইল পর্যন্ত লবণাক্ত পানি উঠে এসেছে। অথচ এই দুই যেলা থেকে সাগরের দূরত্ব শ শ কিলোমিটার।

লবণাক্ততার কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপকূলের লবণাক্ততা উঠে আসার কারণে সুস্বাদু পানির মাছের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। গাঙ্গেয় পানি ব্যবস্থায় দুই শতাধিক প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ও ১৮ প্রজাতির চিংড়ি লালিত হয়। কিন্তু আজ এ জাতীয় ধৃত মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীসমূহ বর্তমানে প্রায় মৃত। ফারাক্কার কারণে মহানন্দা, পাগলা, শিব, বারনাই, ঘুমনি, বারল ও ইছামতি নদী এবং দক্ষিণে মাথাভাঙ্গা, গড়াই, ভৈরব, চেতনা, কোবাদাক, কোদালিয়া, মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা, কচুয়া, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, বলেশ্বর, কেচা, পালং, তরকি, রূপসা, বিশখালী, ভাদরা, শিবসাহ, চন্দনা, বেগাবতী, লোহাদিয়া, তেঁতুলিয়া, ভোলা, খোলপেটুয়া, ইছামতি, কালিন্দি, সাতক্ষীরা, ধানসিঁড়ি, পশুর, শাহবাজপুর ও রায়মঙ্গল নদীর পলি ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। শুকিয়ে গেছে প্রমত্তা পদ্মা ও খরস্রোতা যমুনা।

ফারাক্কার কারণে শুষ্ক মৌসুমে ৩২০ কিলোমিটারের বেশী প্রধান ও মধ্যম নৌপথ বন্ধ রাখতে হয়। ফলে শত শত মাঝি-মাল্লা কর্মহীন হয়ে পড়ে। ফারাক্কার ফলে গঙ্গানির্ভর এলাকায় অধিকাংশ স্থানে ভূগর্ভস্থ পানি ৩ মিটারের বেশী

নীচে নেমে গেছে। মোদ্দাকথা, সার্বিক বিবেচনায় ফারাক্কা বাঁধ আমাদের জনজীবনে 'মরণ বাঁধ' হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতের ক্ষয়-ক্ষতি :

ফারাক্কা বাঁধের কারণে শুধু বাংলাদেশ নয়; ভারতও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পলি জমে তলা ভরাট হয়ে যাওয়ায় ফিডার ক্যানেল উপচে পানি উঠে মুর্শিদাবাদে সৃষ্টি করছে বন্যা। অন্যদিকে ভাঙছে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ যেলার কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি যেলার লাখ লাখ বনু আদমের স্বপ্নসাধ ভেসে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে তাদের ফসল ও বাড়ীঘর। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে তারা উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী যেলাগুলোতে। ফলে সেখানে নিয়মিত এর বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং চলছে।

আমাদের করণীয় :

উজানের কোন দেশের ভাটির দেশকে না জানিয়ে আন্তর্জাতিক নদীর পানি প্রত্যাহার করা জাতিসংঘ কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির সুস্পষ্ট লংঘন। অথচ ভারত প্রথম থেকেই ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে বিশ্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এ কাজটি করে যাচ্ছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে। এক্ষণে এখেকে উত্তরণের জন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে-

১. ফারাক্কার অশুভ প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনমত এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। কাদা ছোড়াছুড়ির বিভেদাত্মক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় স্বার্থে সরকার, বিরোধী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের ক্ষয়-ক্ষতির কথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা। প্রয়োজনবোধে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া।

৩. চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পানি সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা। সাথে সাথে এ লক্ষ্যে 'আঞ্চলিক নদী কমিশন' গঠন করা ও আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের নিয়ম-নীতির বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো ও তদারকি করা।

৪. দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে চাপ প্রয়োগ করা, যাতে ভারত তার নব পরিকল্পিত একতরফা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ বাতিল করে।

৫. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা। মেকং নদী কমিশনের মতো বাংলাদেশও একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মেকং নদীর পানি কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনাম সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে নিচ্ছে। ইউরোপের দানিয়ুব নদীর পানি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ১২টি দেশ ভোগ করছে। নীল নদের পানি ভোগ করছে মিশর, সূদান ও ইথিওপিয়া। এমনকি 'চিরশত্রু' পাকিস্তানের কাছ থেকে সিন্ধু নদীর পানি ভারত ভোগ করছে ৩০ বছর আগ থেকে। এ অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে।

৬. ভারত যেন সবসময় গঙ্গার পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত না করে সেজন্য দু'দেশের প্রয়োজনীয় সমঝোতায় উপনীত হওয়া ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

৭. গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা ছাড়াও তিস্তা নদীর উপর গজলডোবা বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা ও সুরমা-বরাকের উপর 'টিপাইমুখ বাঁধ' নির্মাণ বন্ধ করার জন্য এখুনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে ৫ কোটি মানুষ, গজলডোবা বাঁধের প্রভাবে ৪ কোটি মানুষ এবং টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাবে ৫ কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে। পরিবর্তিত হবে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধ্বংস হবে মানুষ, পশু-পক্ষী, মাছ ও অন্যান্য সম্পদাদি। অতএব সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এগুলি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় জনমত ও বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা সবার আগে যরূরী।

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিস্‌চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সেবা নিন সুস্থ থাকুন

৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

মনীষী চরিত

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

ভূমিকা :

নির্লোভ, নিরহংকার ও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানাকাশের এক দেদীপ্যমান নক্ষত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর প্রামাণ্য আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা। ইলমে হাদীছে তাঁর গভীর মনীষা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, সমাদৃত ও সর্বজনগ্রাহ্য। একবার সঊদী আরবের 'দারুল ইফতা' আধুনিক যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যতিক্রমী হাদীছের মর্মার্থ তাঁর কাছে জানতে চায়।[১] এতে সহজেই অনুমিত হয় যে, মুসলিম বিশ্বে মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

নাম, উপনাম ও উপাধি :

তাঁর নাম ওবায়দুল্লাহ। উপনাম আবুল হাসান।[২] উপাধি 'শায়খুল হাদীছ'। ইলমে হাদীছে অগাধ ব্যুৎপত্তি এবং শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে প্রায় এক শতাব্দী ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত থাকায় তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উর্দূ রীতি অনুযায়ী কখনো কখনো এই উপাধিকে সংক্ষিপ্ত করে 'শায়খ' বা 'শায়খ ছাহেব' বলা হ'ত। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে লোকজন তাঁকে তাঁর নামের চেয়ে এই উপাধিতেই বেশী ডাকত। উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশে যাঁরা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পড়ান, তাঁরা 'শায়খুল হাদীছ' উপাধিতে বরিত হন।[৩] 'জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত' গ্রন্থের লেখক আযীযুর রহমান সালাফী বলেন, 'ইলমে হাদীছে অগাধ ব্যুৎপত্তির অধিকারীকে অতীতকালে 'মুহাদ্দিছ' বলা হ'ত। কিন্তু 'শায়খুল হাদীছ' শব্দটি নতুন এবং ভারতীয়দের পরিভাষা। মানুষেরা আল্লামা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ীকে 'শায়খুল হাদীছ' উপাধিতে ডাকত। অতঃপর যখন আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হ'লেন এবং তাঁকে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হ'ল, তখন তিনিও 'শায়খুল হাদীছ' রূপে আহূত হ'তে লাগলেন। অতঃপর মানুষের মুখে উচ্চারিত হ'তে হ'তে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম উম্মাহর দেয়া এই উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৪]

হাবীবুর রহমান মৌবী বলেন, 'ওবায়দুল্লাহ রহমানী শায়খুল হাদীছ উপাধিতে এমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, যখন আহলেহাদীছদের নিকট এই উপাধি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তিনিই উদ্দেশ্য। যেমন ভারতে 'হাফেয' উপাধিটি আহলেহাদীছদের নিকট উল্লেখিত হ'লে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। আর 'মিয়াঁ ছাহেব' দ্বারা উদ্দেশ্য শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলভী। যেমন বৈশ্বিক ইলমী পরিমণ্ডলে 'আল-হাফেয' উপাধি দ্বারা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উদ্দেশ্য'।[৫]

ভারতীয় উপমহাদেশে যারা ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে ফারেগ হন, তারা সেই মাদরাসার দিকে সম্পর্কিত হন। যেমন জামে'আ সালাফিয়া (বেনারস) থেকে ফারেগ হ'লে সালাফী, নাদওয়াতুল ওলামা (লক্ষ্ণৌ) থেকে ফারেগ হ'লে নাদবী ইত্যাদি। সেরূপ দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী থেকে ফারেগ হওয়ার জন্য ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর নামের শেষে 'রহমানী', জন্মস্থান মুবারকপুরের দিকে সম্বন্ধিত করে মুবারকপুরী ও নিজ যেলা আযমগড়ের দিকে সম্পর্কিত করে আযমী উল্লেখিত হয়ে থাকে।[৬] তবে তিনি ওলামায়ে কেরামের নিকট ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রূপেই সর্বাধিক পরিচিত ও খ্যাত।

জন্ম ও নসবনামা :

বিশ্ববরেণ্য এই মুহাদ্দিছ ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাস মোতাবেক ১৯০৯ সালে উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মুবারকপুর[৭] গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আহলেহাদীছ আলেম

১. *ড. আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী, কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা ওয়া মাছাবীহিদ দুজা (মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২০ হিঃ/২০০০), পৃঃ ২২২।*
২. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, জীবনী অংশ দ্র.।*
৩. *মাসিক ছাওতুল উম্মাহ (আরবী), জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস, খণ্ড ৪০, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১৪।*
৪. *মাসিক মুহাদ্দিছ (উর্দূ), জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ২৭৮।*
৫. *ঐ, পৃঃ ১১০-১১।*
৬. *ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৪; ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮৬), পৃঃ ২৯৩-৯৪।*
৭. *মুবারকপুর গ্রামটি আযমগড় যেলার ১২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং রাজধানী দিল্লী থেকে সাতশ' (৭০০) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে সম্রাট হুমায়ূনের শাসনামলে রাজা শাহ সাইয়েদ মুবারক মানেকপুরী (মৃঃ ৯৬৫ হিঃ) নামে জনৈক বুযর্গ ব্যক্তির হাতে এ নগরীর বর্তমান ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার নামেই পরবর্তীতে এটি মুবারকপুর রূপে পরিচিত হয়। এর পূর্বে এ স্থানের নাম ছিল কাসেমাবাদ। রেশম শিল্পের জন্য এ নগরীটি অত্যন্ত বিখ্যাত। হিজরী ৮ম শতকের মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খৃঃ) তাঁর ভ্রমণকাহিনীর এক জায়গায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,* وتصنع بها الثياب الرفيعة، ومنها تجلب إلى دهلى وبينهما مسيرة ثمانية عشر يوما. *'এখানে উন্নতমানের কাপড় তৈরী করা হয় এবং তা দিল্লীতে আমদানী করা হয়। দিল্লী ও এর মাঝে দূরত্ব ১৮ দিনের পথ' (রিহলাতু ইবনে বতুতা ২/২৫)। প্রাচীনকাল থেকেই মুবারকপুর মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত। নগরীর অধিকাংশ গ্রাম-পাড়া ও রাস্তাগুলো ইসলামী ও আরবী নামে নামকরণকৃত। তিরমিযীর বিশ্ববরেণ্য ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, 'আর-রাহীকুল মাখতূম' রচয়িতা ছফিউর*

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] তাঁর পূর্ণ বংশপরিক্রমা হ'ল- ওবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম বিন খান মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হুসামুদ্দীন।[৯]

বংশীয় ঐতিহ্য :

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর দাদা খান মুহাম্মাদ (১২৫৭-১৩২৭ হিঃ) মুত্তাকী ও দানবীর ছিলেন। অধিক কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত, হাদীছে বর্ণিত দো'আ-কালাম মুখস্থকরণ, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন এবং মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁর বড় আব্বা (বাবার নানা) আমানুল্লাহ (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ) হেকীম, বংশের নেতা ও হাদীছের প্রতি আমলকারী তথা আহলেহাদীছ ছিলেন। তিনি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ) ছাত্র শাহ আবূ ইসহাক আল-লেহরাবীর ছাত্র ছিলেন।[১০] বাবা মাওলানা আবুল হুদা সালামাতুল্লাহ ওরফে আব্দুস সালাম মুবারকপুরী একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। তিনি ১২৮৯ হিজরীতে মুবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি হাফেয আব্দুর রহীম মুবারকপুরী (মৃঃ ১৩৩০ হিঃ), আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, হুসামুদ্দীন মৌবী (মৃঃ ১৩১০ হিঃ), হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী[১১] আব্দুল হক কাবুলী (মৃঃ ১৩২১ হিঃ) প্রমুখের নিকট থেকে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) এবং হুসাইন বিন মুহসিন ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানীর[১২] নিকট থেকেও সনদ লাভ করেন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি মাদরাসা আহমাদিয়া (আরাহ, বিহার), মাদরাসা ছাদেকপুর, পাটনাতে ১৫ বছর, মাদরাসা আলিয়া আরাবিয়া (মৌ, উত্তর প্রদেশ)-এ ৩ বছর, মাদরাসা সিরাজুল উলূমে (বনঢেয়ার, বলরামপুর, উত্তর প্রদেশ) ৪ বছর এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীতে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতায় তাঁর খ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৩] মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী প্রকৃতার্থেই একজন আলেম এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক খুঁজতে গেলে তাঁর ওপরই প্রথম নযর পড়ত'।[১৪]

দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকাকালে দিল্লীর চাঁদনী চক রোডে এক উন্মত্ত ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ঘটনার কিছু দিন পর ১৮ রজব ১৩৪২ হিঃ/২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৫] উর্দূতে প্রণীত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনবদ্য জীবনী 'সীরাতুল বুখারী' তাঁর

রহমান মুবারকপুরী (১৯৪২-২০০৬) প্রমুখ মুবারকপুরের উজ্জ্বল নক্ষত্র (আলোচনা দ্রঃ কাযী আতহার মুবারকপুরী, তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর (মুম্বাই : রহীমী প্রেস, ১৯৭৪), পৃঃ ১৪-২৩; ছাওতুল উম্মাহ, নভেম্বর '০৮, পৃঃ ১২-১৩।

৮. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তান : মারকাযী জমঈয়তে তলাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১), পৃঃ ৩২৯; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৪; মাসিক আল-বালাগ (উর্দূ), মুম্বাই, খণ্ড ৪, সংখ্যা ৮, মার্চ ১৯৯৪, পৃঃ ৩৯।*

৯. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৬৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯।*

১০. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৬৭; আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী (কুয়েত : দারুল ফাতহ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃঃ ৪১, পাদটীকা-১৭।*

১১. *'উসতাযুল আসাতিযাহ' (أستاذ الأساتذة) বা 'শিক্ষককুল শিরোমণি' খ্যাত হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী আযমগড় যেলার মৌনাথভঞ্জনে ১২৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর তিনি স্বপরিবারে গাযীপুরে চলে আসেন। সেযুগের খ্যাতনামা শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভের পর তিনি গাযীপুরের 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এ মাদরাসায় পাঠদানকালে আহলেহাদীছ ছাত্রদের সাথে হানাফী ফিকহের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে তাঁর আলোচনা-পর্যালোচনা হ'ত। ফলে তিনি ইলমে হাদীছে অধিক ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কাছে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে দিল্লীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট চলে যান। সেখানে তিনি তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীছের জ্ঞানার্জন করে আহলেহাদীছ হয়ে যান (ফালিল্লাহিল হামদ)। দিল্লী থেকে ফিরে এসে নিজ কর্মস্থল 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় স্বীয় পদে পুনর্বহাল হন। একদিন মাগরিবের ছালাতে জোরে আমীন বললে ও রুকূতে যাওয়ার সময় রাফ'উল ইয়াদায়ন করলে তাকে ১৩০৫ হিজরীতে চাকুরীচ্যুত করা হয়। এরপর তিনি মাদরাসা আহমাদিয়া, আরাহতে গিয়ে সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৯১৮ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি লক্ষ্ণৌতে ইন্তেকাল করেন এবং 'আয়েশ বাগ' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশের অধিক। ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। (দ্রঃ তারাজিম, পৃঃ ৩৫৯-৬৬; মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৭৯), পৃঃ ২৮৫-২৮৯ প্রভৃতি।*

১২. *শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আল-আনছারী আল-খাযরাজী আস-সা'দী আল-ইয়ামানী ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানী ১২৪৫ হিজরীর ১৪ জুমাদাল উলা ইয়ামানের 'হাদীদা' বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের জনৈক শায়খের কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি হবার পর তিনি 'আল-মুরাওয়া'আহ' গ্রামে গিয়ে ৮ বছর যাবৎ ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিঃ) ও মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ বিন নাছের আল-হাযেমী (মৃঃ ১২৮৩ হিঃ) প্রমুখের কাছ থেকেও তিনি হাদীছের সনদ লাভ করেন। ইয়ামানের 'লাহয়াহ' (لحية) নগরীতে তিনি কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। চার বছর পর তিনি কাযীর পদ ত্যাগ করেন। ১২৭৮ হিজরীতে রাণী সিকান্দার বেগমের রাজত্বকালে তিনি ভূপালে আসেন। রাণী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং 'দারুল হাদীছ'-এর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করেন। ১/২ বছর পর তিনি ইয়ামানে ফিরে যান। ভূপালের রাণী শাহজাহান বেগমের সময় তিনি স্ব-পরিবারে ভূপালে হিজরত করে তথায় বসতি স্থাপন করেন। দিল্লী ও ভূপালে তাঁর কাছে অনেকেই হাদীছের দরস গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্তের ছাত্ররা তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে হাদীছের অমীয় সুধা পান করে। ১৩২৭ হিজরীর ১০ জুমাদাল উলা বুধবার ছহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাতহুল বারী' অধ্যয়কালে তিনি ইন্তেকাল করেন (হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৪৮-৫০)। আবূ দাঊদের ভাষ্যকার, খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম শামসুল হক আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হাদীছের দুর্বোধ্য অনেক বিষয় তিনি তার কাছ থেকে জেনে নিতেন।*

১৩. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২২-২৩; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪২; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৯৮-৯৯।*

১৪. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৩-২৪।*

১৫. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৩; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪২; সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৫।*

অমর কীর্তি। এটি আরবী ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আব্দুস সালাম মুবারকপুরী যখন মারা যান, তখন তার তিন সন্তাই ছাত্র ছিল। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এই লাইনগুলোর (সীরাতুল বুখারীর ভূমিকা) লেখক দারুল হাদীছ রহমানিয়ার পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আর তাঁর দু'ছোট সহোদর মুহাম্মাদ উযাইর ও ওবায়দুর রহমান গ্রামের মাদরাসায় প্রাথমিক দিকের কিছু ফার্সী বই পড়ছিলেন'।[১৬]

আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর তিন পুত্র সন্তান ছিল। (১) ওবায়দুল্লাহ (২) ওবায়দুর রহমান (৩) মুহাম্মাদ উযাইর। ওবায়দুর রহমান দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী ফারেগ ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমার স্নেহাস্পদ ভাই ওবায়দুর রহমান মাযাহিরী রহমানী চরিত্রবান ও ভদ্র ছিলেন। তিনি ভাল কবি ও খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। আল্লাহ তাকে সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তি দিয়েছিলেন। ... তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ১০ যিলহজ্জ ১৩৬৪ হিজরীতে তিনি আমাদেরকে চিরবিদায় জানান। মৃত্যুকালে তিনি টগবগে যুবক ছিলেন। তিনি দারুল হাদীছ রহমানিয়ার শিক্ষক ছিলেন'।[১৭]

শিক্ষা জীবন :

ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণতঃ মা ও দাদী-নানীদের কাছে বাড়ীতে মুসলিম সন্তানদের পড়াশুনার হাতেখড়ি হয়। তাদের কাছে ছোট্ট সোনামণিরা প্রথমতঃ আরবী অক্ষর, শব্দ অতঃপর বাক্য পরিচয় শেখে। এভাবে কুরআন মাজীদ পড়তে সমর্থ হ'লে গোটা কুরআন মাজীদ অন্ততঃ একবার দেখে পড়ে। অধিকাংশ রক্ষণশীল পরিবারে এ নিয়ম চালু আছে। অতঃপর সন্তানকে গ্রামের নিকটবর্তী কোন মাদরাসায় ভর্তি করা হয় এবং প্রাথমিক স্তরে সেখানে তার নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনার পথযাত্রা শুরু হয়।

সম্ভবতঃ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর বেলায়ও এমনটি হয়েছিল। যদিও তাঁর জীবনের ঊষালগ্নের এ পর্যায় সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থগুলোতে তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবুও আযমগড় যেলার পরিবেশ ও প্রচলিত রীতি এদিকে ইঙ্গিত করে। এরপর তিনি 'মাদরাসা দারুত তা'লীম' (প্রতিষ্ঠা : ১৯১২)-এ ভর্তি হন। প্রাথমিক স্তরে তিনি কয়েক বছর এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। মৌলভী মুহাম্মাদ আছগার, মৌলভী শাহ মুহাম্মাদ প্রমুখ এখানে তার শিক্ষক ছিলেন।[১৮] এরপর তার বাবা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী শিক্ষকতার সুবাদে তাকে নিম্নোক্ত মাদরাসাগুলোতে সাথে করে নিয়ে যান এবং সেগুলোতে তিনি শিক্ষার্জন করেন।

১. মাদরাসা আলিয়া আরাবিয়া, মৌনাথভঞ্জন (প্রতিষ্ঠা : ১২৮৫ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ) : মুবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে মৌনাথভঞ্জন নগরীতে অবস্থিত এ মাদরাসায় ১৩৩৩-১৩৩৬ হিঃ/১৯১৪-১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর আব্দুস সালাম মুবারকপুরী শিক্ষকতা করেন। তিনি তখন মুহাম্মাদ নু'মানের[১৯] ডুমনপুরার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এই মাদরাসায় পড়তেন এবং নু'মানের পরিবারের ও গ্রামের অন্য শিশুদের সাথে খেলাধূলা করতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮ বছর। তিনি এখানে উর্দূ ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি এখানে প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনাও শেষ করেন।[২০]

২. মাদরাসা সিরাজুল উলূম (বনঢেয়ার, বলরামপুর, উত্তর প্রদেশ) : ১৩৩৬-১৩৪১ হিঃ/১৯১৭-২৩ খৃঃ পর্যন্ত ৫ বছর আব্দুস সালাম মুবারকপুরী এখানে শিক্ষকতা করেন। বাবার কাছে এ মাদরাসায় ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী নাহু, ছরফ, সাহিত্য, ফিকহ ও মানতেকের বিভিন্ন কিতাব তথা কাফিয়া, শরহে মুল্লা জামী, শরহে বেকায়া, মিশকাতুল মাছাবীহ, সিরাজী, শরহে তাহযীব, কুতবী, দীওয়ানে মুতানাব্বী, অক্লীদাস (অংক) অধ্যয়ন করেন।[২১] সাথে সাথে অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকেও তিনি পাঠ গ্রহণ করেন, যাদের নাম জানা যায়নি।

৩. দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী (প্রতিষ্ঠা : ১৯২১, বন্ধ ১৯৪৭) : ১৩৪১ হিঃ/১৯২৩ সালে আব্দুস সালাম মুবারকপুরী এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এখানে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও হুসাইন বিন মুহসিন ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানীর ছাত্র আল্লামা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী দেহলভীর[২২] নিকট ছহীহ

---

১৬. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৮।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ২৮।*
১৮. *মুহাদ্দিছ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '৯৭, পৃঃ ২৬৮-৬৯।*

১৯. *মুহাম্মাদ নু'মান বিন আলহাজ আব্দুর রহমান মৌবী আযমী (১২৯৭-১৩৭১ হিঃ) জামে'আ সালাফিয়া বেনারসের সাবেক রেক্টর ড. মুকতাদা হাসান আযহারীর (১৯৩৯-২০০৯ খৃঃ) নানা। তিনি (নু'মান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ওমরাবাদে অবস্থিত জামে'আ দারুস সালামে (প্রতিষ্ঠা : ১৯২৪ খৃঃ) তিনি হাদীছের দরস দেন (জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫৪, ২৬৬)।*
২০. *ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৬-১৭।*
২১. *ঐ, পৃঃ ১৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৯।*
২২. *আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী ভারতবর্ষের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাদ্দিছ। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় যেলার মুবারকপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী প্রমুখের কাছে দরসে নিযামীর উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর দিল্লীর হাজী আলীজান মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩০৯ হিঃ, বন্ধ : ১৯৪৭) বিশ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৩৩৭ হিজরীতে তিনি 'তাবলীগে সুন্নাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ সালে দারুল হাদীছ রহমানিয়া প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সেখানে যোগদান করে দীর্ঘ সময় তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, উছূলে ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করেন। এরপর তিনি দিল্লীর মাদরাসা যাবীদিয়ায় শিক্ষকতা করেন। ১৩৬২ হিজরীর ২৯ ছফর/১৯৪৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন (দ্র. তারাজিম, পৃঃ ১৬৬-৬৯; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫০-৫১; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৬৭-৬৯; আবেদ হাসান রহমানী ও আযীযুর রহমান সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮০), পৃঃ ২৩, ২৫-২৬।*

বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; হাফেয আব্দুর রহমান নগরনাহসাবীর নিকট তাফসীরে জালালায়ন, তিরমিযী, নূরুল আনওয়ার, মাকামাতে হারীরী ও দীওয়ানুল হামাসা; গোলাম ইয়াহ্ইয়া খানপুরীর নিকট তাফসীরে বায়যাভী, হেদায়া (শেষ দু'খণ্ড), তালবীহ, তাওযীহ, শামসে বাযেগাহ, হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক, শরহে হিদায়াতুল হিকমাহ, শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহে মাওয়াকিফ, তাছরীহ, শরহে চগমনী, শরহে মাতালে' ও মুসাল্লামুছ ছুবূত; আবূ তাহের বিহারীর নিকট সুনান আবূ দাউদ ও হাদিয়া সা'দিয়া; আব্দুল গফূর জয়রাজপুরীর নিকট মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন ও শামসে বাযেগার কতিপয় খণ্ড; মুহাম্মাদ ইসহাক আরাভীর নিকট শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রচিত আল-ফাওযুল কাবীর; আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর নিকট ছদরা এবং হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর[২৩] নিকট তাফসীরে বায়যাভীর কিয়দংশ অধ্যয়ন করে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে তিনি ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হতেন। এভাবে সুদীর্ঘ ৫ বছর দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় বাবা ও উল্লেখিত খ্যাতিমান আলেমদের নিকট শিক্ষা লাভ করে ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এখান থেকে ফারেগ হন এবং সনদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।[২৪]

আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ :

ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভে প্রবল আগ্রহী ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় অধ্যয়নকালে ছুটিতে বাড়ীতে এসে অযথা সময় নষ্ট করতেন না। সে সময় তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী মুবারকপুরে অবস্থান করছিলেন। জ্ঞান সমুদ্রের মণি-মুক্তা আহরণে সদা উদগ্রীব মুবারকপুরী এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট মাদরাসার ছুটিকালীন সময়ে তিরমিযীর (প্রথম দিকের বেশ কিছু অংশ), শরহে নুখবাতুল ফিকার (কিয়দংশ), মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ ও সিরাজী অধ্যয়ন করেন।[২৫]

'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণয়নে সহযোগিতা :

মাত্র ১৮ বছর বয়সে দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর মুবারকপুরী সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এদিকে শেষ জীবনে আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কারণে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র শেষ দু'খণ্ড রচনায় সাহায্য করার জন্য তিনি ইলমে হাদীছে পারদর্শী একজন আলেমের সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। দারুল হাদীছ রহমানিয়ার দায়িত্বশীলগণের নিকট তিনি ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আতাউর রহমান এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে এ মহান কাজে সহায়তা করার জন্য আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর নিকটে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ দু'বছর তিনি তাঁকে এক্ষেত্রে সহায়তা করেন। এই সুযোগে তাঁর কাছে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন।[২৬]

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এ সম্পর্কে নিজেই বলেন,

وقد صحبت ولازمت شيخنا الأجل المباركفورى سنتين كاملتين لإعانته على تحرير الربعين الأخيرين الثالث والرابع من تحفة الأحوذى، وقرأت عليه أطرافا من الصحاح الستة وغيرها من كتب الحديث وشيئا كثيرا من شروح الحديث وقدرا معتدا به من مقدمة ابن الصلاح، وقد كنت قرأت عليه قبل ذلك أوائل جامع الترمذى والسراجية فى علم الفرائض، وبذلت جهدى فى الاستغراف من بحار علومه والاستفادة من فوائده والتأدب بآدابه.

'তুহফাতুল আহওয়াযীর শেষ দু'খণ্ডের (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) রচনার কাজে সহায়তা করার জন্য আমি আমাদের মহান শিক্ষক আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সান্নিধ্যে দু'বছর অতিবাহিত করি। (এ সময়) আমি তাঁর নিকট কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থাবলী, হাদীছের বহু ভাষ্যগ্রন্থ ও মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ্র কিছু অংশ অধ্যয়ন করি। ইতিপূর্বে আমি তাঁর নিকট তিরমিযীর প্রথম দিকের বেশ কিছু অংশ ও ফারাইযের সিরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। তাঁর জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিতে, তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হ'তে ও তাঁর চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে আমি আমার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি'।[২৭]

[চলবে]

---

২৩. *ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, উছূলবিদ হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আ'যম বিন ফযলুদ্দীন গোন্দলবী পাকিস্তানের গুজরানওয়ালার গোন্দলানওয়ালা গ্রামে ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরস-তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি পঞ্চাশের অধিকবার ছহীহ বুখারী পড়ান। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। এক সময় তিনি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' পশ্চিম পাকিস্তানের আমীর ছিলেন। তিনি খুবই আল্লাহভীরু বা-আমল মুহাদ্দিছ ছিলেন। জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে কোনদিন তাঁর তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। ১৪ রামাযান ১৪০৫ হিঃ/ ৪ জুন ১৯৮৫ সালে ৯০ বছর বয়সে এই ইলমী মহীরুহ ইন্তেকাল করেন (জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২০১-২০৯; কাওকাবা, পৃঃ ২১-৩৬)।*

২৪. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ১/৯; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৮; জানুয়ারী '০৯, পৃঃ ১১-১২; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৯-৪০।*

২৫. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*

২৬. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯-১০; তারাজিম, পৃঃ ৩৩০।*

২৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৯৬।*

চিকিৎসা জগৎ

ম্যালেরিয়া : কারণ ও প্রতিকার

ম্যালেরিয়া অনেক পুরনো রোগ হ'লেও একে মামুলি রোগ বলার কোন কারণ নেই। বিশ্বের প্রায় ১০০টি ম্যালেরিয়াপ্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতি বছর পৃথিবীতে ১০-২০ লাখ মানুষ ম্যালেরিয়ায় মারা যায়, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শহর ও শহরতলি এলাকায় ক্রমেই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের চলমানতা বেড়েছে অনেক। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল, এক দেশ থেকে আরেক দেশ এমনকি এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে মানুষের ঘন ঘন চলাচল আর আদান-প্রদান ম্যালেরিয়াকে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে ম্যালেরিয়া হয়ে পড়ছিল অস্তিত্বহীন, সেখানে আজ বেশ কিছু অঞ্চলে সে হয়ে পড়েছে মহামারী রোগ। নানা সীমাবদ্ধতা ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ আশানুরূপ গতি পায়নি।

ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি যেসব ক্ষেত্রে বেড়ে যায় : সব বয়সেই ম্যালেরিয়া হ'তে পারে, তবে শিশু আর বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভোগার সম্ভাবনা কম। কেননা এ সময় মায়ের শরীর থেকে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার শরীরে বিরাজ করে। তারপর থেকে তাদের সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। আবার পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা আবার বাড়তে থাকে।

লিঙ্গ : পুরুষদের বেশী হারে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে দেখা যায়। কেননা তারা অনেক বেশী সময় বাইরে কাজকর্ম করে। আমাদের দেশের মেয়েদের ম্যালেরিয়া হওয়ার হার কম। কেননা তারা বেশীরভাগ সময় শরীর ঢাকা দেওয়া কাপড়-চোপড় পরে।

গর্ভাবস্থা : গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ সময় ম্যালেরিয়া হ'লে ভ্রূণের মৃত্যু বা আকস্মিক গর্ভপাতও হ'তে পারে। অজ্ঞানতা, অপুষ্টি, অসচেতনতার কারণে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : উন্নত দেশগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নেই বললেই চলে।

বাসস্থান : কম আলো-বাতাসযুক্ত বাড়ীতে বসবাসকারীদের মাঝে ম্যালেরিয়া অধিক হারে দেখা দেয়।

পেশা : ম্যালেরিয়া আগে শুধু গ্রামাঞ্চলের মানুষ, যারা চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত তাদেরই বেশী হ'ত। এখন ক্রমেই শহর ও শহরতলিতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। অপরিকল্পিত আবাসন, পয়ঃনিষ্কাশনের অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এ অসুখটাকে নিয়ে এসেছে শহরের দিকে।

জীবনাচরণ : খোলা জায়গায় ঘুমানো, মশারি ব্যবহার না করা, ঘরদোর পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি ম্যালেরিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অব্যবহৃত পাত্র, টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে পানি জমা পড়ে তা মশার প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ শহরের ড্রেনের আবদ্ধ প্রায় জল মশার বিশাল প্রজনন ক্ষেত্র।

আবহাওয়া : আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া বেশী হয় জুলাই থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে, যখন তাপমাত্রা থাকে ২০-৩০ ফারেনহাইট আর বাতাসের আর্দ্রতা থাকে বেশী।

বৃষ্টিপাত : বৃষ্টি মশার বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তবে অতিবৃষ্টি মশার বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ : ম্যালেরিয়ার সাধারণ লক্ষণ হ'ল শীত লাগা এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা। এটা বড়দের মধ্যেই অধিকহারে দেখা যায়। বাচ্চাদের অনেক সময় জ্বরের সঙ্গে পেটের গোলমাল, শ্বাসজনিত অসুবিধা ইত্যাদি দেখা যায়। ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা ভাবটি লক্ষ্য করা যায় না। এর পরিবর্তে খিটখিটে ভাব, ঝিমুনি, খাওয়ার অনীহা, বমি, মাথাব্যথা, খুব বেশী জ্বর প্রভৃতি দেখা দিয়ে থাকে। পাঁচ বছরের বেশী বয়সীরা ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হ'লে প্রথমে শীত ও কাঁপুনি অনুভব করে, তারপর জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ফা. পর্যন্ত উঠতে পারে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে রোগী খুব দুর্বল বোধ করে। ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ভয়াবহ আর জটিল আকার ধারণ করতে পারে শুরু থেকেই। খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, রক্তস্বল্পতা, প্রস্রাব কমে যাওয়া, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, কোমায় আচ্ছন্ন হওয়া ইত্যাদি জটিলতার লক্ষণ।

প্রাথমিক বিপদ সংকেত : ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখলে অতি দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। পানি অথবা খাবারের প্রতি খুব বেশী অনীহা, ঘন ঘন বমি হওয়া, খিঁচুনি ও ঝিমুনিভাব দেখা দিলে বা অজ্ঞান হয়ে পড়লে এবং রোগীর মাঝে অত্যধিক ক্লান্তি দেখা দিলে।

রোগ নির্ণয় : রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু খুঁজে বের করা রোগ নির্ণয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ম্যালেরিয়া সন্দেহ করলে যে কোন সময়ই রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা যাবে। তবে তা অবশ্যই ওষুধ শুরু করার আগে। যদি প্রথম পরীক্ষায় কিছু না পাওয়া যায়, তবে পরপর তিনদিন পরীক্ষা করা উচিত। মাইক্রোস্কোপ ছাড়াও এখন ম্যালেরিয়ার এন্টিজেন পরীক্ষা করা হয়। এ ধরনের পরীক্ষায় কম সময় লাগে।

চিকিৎসা : চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য রোগ দ্রুত শনাক্তকরণ ও আরোগ্য লাভ। চিকিৎসা নির্ভর করে রোগী কী ধরনের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, ভাইভ্যাক্স না ফ্যালসিপেরামে। ম্যালেরিয়ার জন্য ক্লোরোকুইন সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ; কিন্তু পুরো কোর্স খেতে হবে। তবে এখন আরও ভাল ভাল ওষুধ দেশে আছে। ম্যালেরিয়ার জটিলতা দেখা দিলে সত্বর চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সব রকম সুব্যবস্থা আছে এমন হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করা উচিত।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ : ম্যালেরিয়াবাহী মশা সন্ধ্যা থেকে ভোরের মধ্যে কামড়ায়। এ সময়টা দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সন্ধ্যা থেকে শোয়ার আগে আর শোয়ার পর থেকে ভোর পর্যন্ত বিছানায় যাওয়ার আগে শরীরের খোলা অংশগুলোতে মশা তাড়ানোর ক্রিম লাগাতে পারেন; কিন্তু এ ক্রিমগুলোর কার্যকারিতা স্বল্পস্থায়ী। মশারি ব্যবহার না করলে মশা তাড়ানোর ধুপ ও ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়িঘর ও আশপাশে যাতে মশা বংশবৃদ্ধি করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাদের ট্যাংকে ঢাকনা দিতে হবে, খালি টব, কৌটা উলটে রাখতে হবে। কোথাও অবাঞ্ছিত পানি জমতে দেওয়া যাবে না। ওষুধ খেয়ে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতিটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা বিশেষ করে জঙ্গলে বেড়াতে গেলে বা সন্ধ্যাবেলায় খোলা জায়গায় যাবে না। বসলেও লম্বা হাতাওয়ালা জামা পরে বা ক্রিম লাগিয়ে বসতে হবে। রাতে অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ খাওয়া শুরু করার পর ম্যালেরিয়া নির্ণয় করা বেশ কঠিন। চিকিৎসা করার আগে রক্ত পরীক্ষা করা একান্ত যরূরী। জ্বর হ'লেই ম্যালেরিয়া ধরে নিয়ে ওষুধ খাওয়ানো উচিত নয়। *[সংকলিত]*

www.at-tahreek.com

কবিতা

জান্নাতী সওগাত

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

মন পেতে চায় আল-কুরআনের আলো
ধুয়ে যাক মুছে যাক কলুষ কালো।
এ আলোয় মধু মাখা
নবরূপে দিক দেখা
সকলের প্রাণ সখা
হোক সে ভালো।
মন পেতে চায় আল-কুরআনের আলো॥
জীবনের আছে যত সুখ হাসি গান
ব্যথা-বেদনায় ঘেরা দুঃখ অফুরান
সব ব্যথা দূরে থাকে
কুরআনের এ আলোকে
মন খুঁজে ফেরে যাকে
এই সে আলো,
ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের যত কালো
তাই পেতে চাই আল-কুরআনের আলো॥
জান্নাতী সওগাত কুরআনখানি
মুক্তির পয়গাম আমরা জানি
এ সুধায় মন ভরে
সঠিক জীবন গড়ে
পৃথিবীর ঘরে ঘরে
এ দীপ জ্বালো,
ধুয়ে যাক মুছে যাক সকল কালো
মন পেতে চায় আল-কুরআনের আলো।

***

ভালবাসি

-মুহাম্মাদ নওশাদ আলী
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

ভালবাসি পাঁচ ওয়াক্ত
শুনতে মধুর আযান।
ভালবাসি সৃষ্টিকর্তার
গাইতে গুণগান।
ভালবাসি আকাশের বুকে
জেগে উঠা নীল।
ভালবাসি রাতের আকাশ
তারা ঝিলমিল।
ভালবাসি দ্বীনের দাওয়াত
সত্য ন্যায়ের ভাষা।
ভালবাসি মনে রাখতে
সঠিক পথে চলার সকল আশা।
ভালবাসি আত-তাহরীক
গাই সাম্যের গান।
ভালবাসি আল্লাহ্র পথে
জীবন করতে দান।
ভালবাসি বিশ্বাস করতে
আল-কুরআন ও হাদীছ,
ভালবাসি গর্ব করতে
মোরা যে আহলেহাদীছ॥

***

প্রার্থনা

- হাফেয মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
বিপিএ, সারদা, রাজশাহী।

হে প্রভু দাও শক্তি বেঁচে থাকার মত
সুহালে যেন পেরুতে পারি সামনে বাধা যত।
আসে যদি শত বাধা নত যেন না হয় শির
অটল থাকার সাধ্য দাও প্রভু গড়তে মহাবীর।
পুষ্পের মত যেন গন্ধ বিলাই সবিতার মত আলো
ধরণীর মাঝে পাই যেন করুণা আশিস যত ভালো।
জীবন গগনে না আসে কভু কাল বৈশাখীর ঝড়
কৃপা করে মোদের দান কর প্রভু যা কিছু কল্যাণকর।
তোমার তরেই সব শক্তি তুমিইতো অন্তর্যামী,
তাইতো তোমায় ত্যক্ত করি তোমার সৃষ্টি আমি।
অমঙ্গল চাই না, চাই মঙ্গল, নাও আছে যা জানা
স্রষ্টা তুমি মঞ্জুর কর, সৃষ্টির এ প্রার্থনা।

***

অনুতপ্ত

-মুসাম্মাৎ জুলিয়া আখতার
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

জাহেলিয়াতের ঘোর তমসায়
তুলেছি দুই হাত
কবুল করো ওগো প্রভু
এই পাপীর মুনাজাত।
ঈর্ষার ঐ হিংস্র অনলে
জ্বলি দিবস রাত
করুণাকামী দয়াময়
আমায় দাও গো নাজাত।
স্বার্থপরতা আর ধৃষ্ঠতার জালে
বন্দী হয়েছি আমি
দ্বীনের মশাল অন্তরে জালিয়ে
মুক্ত কর প্রভু তুমি।
মিথ্যা আর ছলনায় ঠকে
সদা নিবেদিত এই প্রাণ
সব প্রবৃত্তি ধ্বংস করতে
দাও প্রভু মোরে ঈমান।
দাম্ভিকতার এই হৃদয় জুড়ে
বসেছে শত্রু শয়তান
দূর কর কলুষতা, চিত্তে জ্বালাও ঐশী শিখা
সত্যের আল-কুরআন।
দূর কর বাতিল কামনা
তোমার কাছে মোর এই প্রার্থনা
যেন জাহান্নামের আগুন হ'তে
একটু মুক্তি পাই।

***

মহিলাদের পাতা

শিশু প্রতিপালন : কতিপয় পরামর্শ

*নূরজাহান বিনতু আব্দুল মজীদ (রুকু)**

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে’। শৈশব ও কৈশোর শিশুর মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সময়। এ সময়ে শিশুকে প্রশিক্ষণ দিতে ইসলাম অভিভাবককে আদেশ দেয় ও উদ্বুদ্ধ করে। সন্তান মানুষের উৎকৃষ্টতম সম্পদ, অমূল্য ধন এবং পিতার নিকট রাখা এক আমানত। যার প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও অনবধানতা ইসলাম আদৌ পসন্দ ও বৈধ করে না। কারণ সন্তানরা সবাই ভবিষ্যতের নাগরিক, মুসলিম সমাজের এক একটা সভ্য। তারাই আগামী দিনের আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা এবং এ পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় ও উন্নত মানুষ।

প্রত্যেক পিতা-মাতারই প্রয়াস থাকে যে, তাদের সন্তানরা যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। পৃথিবীতে ধন-ঐশ্বর্যের মাঝে মাথা উঁচু করে বসবাস করে। অন্ততঃপক্ষে তাদের কোন প্রকার অভাব-অনটন না দেখা দেয়। পার্থিব সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করলেও পরকালীন অনন্ত জীবনে সন্তান সুখে থাক এ চিন্তা পিতা-মাতা কমই করে থাকেন। অথচ এ কথা পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে খেয়াল রাখা প্রয়োজন ছিল। সন্তানরা যাতে পরকালে কোন কষ্ট না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতারই কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর’ *(তাহ্রীম ৬৬/৬)*।

ইহজগতে পিতামাতা সচেষ্ট থাকে, যাতে সন্তান শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট না পায়। এমনকি দুর্ঘটনাক্রমে লেগে যাওয়া আগুন থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য পিতামাতা জীবন বিলিয়ে দেয়। কিন্তু তারা জাহান্নামের মহা অগ্নি হ’তে সন্তানকে রক্ষা করতে ততটা যত্নবান নয়! যদিও সে আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে ৭০ গুণ অধিক দাহিকাশক্তি সম্পন্ন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৪২১)* এবং যেখানে কোন বিনিময়ে কাউকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। মূলত নিজেকে, নিজের পরিবারকে ও সন্তান-সন্ততিকে উত্তম জ্ঞান শিক্ষা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

নরম কাঁদা মাটি সদৃশ শিশুরা শৈশবে যে পরিবেশে বেড়ে উঠে, তার প্রভাব তার জীবনে স্থায়ী হয়ে যায়। এ কারণে পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এ সময় মাতা-পিতা নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে এবং ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের প্রতিপালন করবেন।

মানব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করা। তাই জন্ম পরবর্তী সময় তো বটেই, জন্মপূর্ব কালেও ইসলাম বিভিন্নভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। জন্ম-পূর্ববর্তীকালের দায়িত্ব-কর্তব্য হ’ল একটি সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে তোলা। আর জন্ম-পরবর্তীকালে নবজাতকের প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও ইসলাম দিয়েছে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা। মানুষের জীবনকালকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্যবয়স এবং বার্ধক্যকাল। এখানে প্রথম তিনটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করব। মানব শিশুর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক কালগুলোকে সাধারণত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ভাগ করা যায়।

১. শিশুরা প্রথম সাত বছরে হ’ল স্বাধীন,
২. দ্বিতীয় সাত বছরে হ’ল আনুগত্যকারী
৩. তৃতীয় সাত বছরে হ’ল দায়িত্বশীল।

একুশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার পর্বগুলোকে শিশুকাল, কিশোরকাল এবং যৌবনকালের বৃত্তে ফেলা যেতে পারে। শিশুকালটিকে যদি কর্তৃত্বের অর্থে ধরে নিই, তাহ’লে তার অর্থ দাঁড়াবে, শিশু এ সময় যা খুশি তা-ই করবে। এ সাত বছর শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার সকল কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। এভাবেই শিশু সাত বছর কাটিয়ে দ্বিতীয় সাত তথা আনুগত্য ও আদেশ পালন করার পর্বে উপনীত হবে। এ পর্বে শিশুকে আর স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করতে দেয়া যাবে না। বরং তাকে বাবা-মা বা অন্যান্য গুরুজনদের কথা মেনে চলতে হবে। এ সময় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যদি একটি শিশু যথাযথ নির্দেশনা মেনে বেড়ে ওঠে, তাহ’লে তৃতীয় সাত বছর অর্থাৎ একুশ বছর বয়সকাল পর্যন্ত শিশুটি হয়ে উঠতে পারে সংসার পরিচালনায় বাবা-মায়ের একজন যথার্থ সহযোগী। এ পর্ব তিনটিতে সন্তানদের প্রশিক্ষণ এবং বাবা-মায়ের করণীয় আরো পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সন্তানদেরকে সাত বছর পর্যন্ত খেলাধূলা করতে দেওয়া, পরবর্তী সাত বছর তাদেরকে সংশোধনীমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরবর্তী সাত বছর তাদেরকে পরামর্শদাতা ও সহযাত্রী হিসাবে তৈরি করা। জীবনের প্রথম সাতটি বছরে একটি শিশুর অনুধাবনশক্তি ও স্মৃতিশক্তি থাকে একেবারেই

** গোবিন্দা, পাবনা।*

www.at-tahreek.com

অপক্ক। তার শারীরিক অবস্থাও থাকে অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে। তাই এ সময়টায় বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা। তার চাহিদাগুলোকে সাধ্যমতো পূরণ করা এবং তাঁর জিজ্ঞাসাগুলোর ইতিবাচক জবাব দেয়া।

জীবনের প্রাথমিক পর্বের বছরগুলো যেকোন মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী। কারণ এ সময়টাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সময়। অতীতে মনে করা হ'ত যে, শৈশবে একটি শিশুর শারীরিক সুস্থতার প্রতিই কেবল মনোযোগী হওয়া দরকার। এর বাইরে শিশুর আবেগ-অনুভূতি, সামাজিকতা এবং তার মেধাকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বই দেয়া হ'ত না। কিন্তু শিশু যদি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে টানাপোড়েনে না ভোগে, তাহ'লে তার শারীরিক, মানসিক এবং মেধার বিকাশ অন্যদের তুলনায় দ্রুত লাভ হবে। শিশুর বেড়ে ওঠার সকল পর্যায়েই শুধুমাত্র শারীরিক বিকাশ নয়; বরং তার আবেগ-অনুভূতি, বোধ-উপলদ্ধি, তার কল্পনা-স্মরণশক্তি এবং সেই সাথে শিশুর কথা বলার দক্ষতার ব্যাপারেও সচেতন দৃষ্টি রাখা অনিবার্য।

শিশুদের বেড়ে ওঠার সময় তাদের শারীরিক এবং আচার-আচরণে যেসব অসংলগ্নতা দেখা দেয়, তার বেশীরভাগই ঘটে থাকে শিশুর বৃদ্ধির পর্যায়গুলো সম্পর্কে যথার্থ ধারণার অভাবে এবং পর্যায়ক্রমিক সঠিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণেই। যৌবনে পৌঁছে মানুষ সন্ত্রাসী-মাস্তানী, রাহাজানীসহ যেসব অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ করে থাকে, গবেষণায় দেখা গেছে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে যথার্থ দেখাশুনার অভাবই এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের মূল কারণ।

তাই শিশুর প্রতিপালনে বাবা-মায়ের সচেতনতা খুবই যরূরী। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধান সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। বলাবাহুল্য এ ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনা যে অকাট্য, তাঁর পরিচর্যারীতি যে বিজ্ঞাসম্মত, তা আধুনিক বিশ্বের গবেষকরাও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আমরা ইসলামের নির্দেশনাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেব।

ভোরের নরম আলোর মতো শিশুর গালে সুপ্রভাতের প্রথম আদরটি দিয়ে, বিকাশমান ফুলের মতো অনাবিল হাসিটি দেখতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু শিশুর এ নির্মল হাসিটিকে তার প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পিতা-মাতার অনেক করণীয় রয়েছে। বিশেষ করে জীবনের প্রথম সাত বছরের পর্বটি হ'ল তার মানস বিকাশের সময়। নবীন কিশলয় সুগন্ধিময় নতুন পাতার মতো বয়স তার, নবীন পাতাটির মতোই সে নাজুক এবং সৃচ্ছ। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনের প্রথম পর্বটি কাঁচা মাটির মতো। এ মাটি দিয়ে বাবা-মায়ের মতো কুশলী শিল্পীরা যা গড়তে চান, তাই পারবেন।

একটি শিশুর জীবনকে তিনটি 'সপ্তবর্ষে' ভাগ করা হয়েছে। শিশুর জন্মের পর প্রথম সাত বছর তার মেধা যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ বিকাশ লাভ করে না, সেহেতু এ বয়সে একটি শিশুর মেধা নিয়ে বিশ্লেষণ না করে বরং তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিই মনোযোগী হওয়া উচিত। শিশুরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজে এ সময় ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে। সে দৌড়াতে পসন্দ করে, খেলাধূলা পসন্দ করে, কোন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়লে প্রশ্ন করতে পসন্দ করে, সর্বোপরি নতুন নতুন বিষয়কে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমাতে পসন্দ করে। আর এ কারণেই সে তার চারপাশে যা কিছুই দেখে, তা-ই ধরতে চায় এবং নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে তাকে বুঝতে চায়, শিখতে চায়, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। শিশুর স্বাধীনতা মানে তার অনুভূতির স্বাধীনতা, তার মাংসপেশীর স্বাধীনতা। এ দুয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে শিশুর চলাফেরা, তার সৃজনশীলতা এবং তার ইন্দ্রিয়ের বিকাশের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। তাই শিশুর প্রথম সাত বছরে তার সাথে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে তার স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় এবং পরিণামে তার ইন্দ্রিয় ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, শিশুর মানসিক তথা সৃজনশীলতার বিকাশ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তাহ'লে শিশুর মনোবিকার ঘটতে পারে। আর তা যদি একবার ঘটেই যায়, তাহ'লে তার ভবিষ্যত হবে অপ্রত্যাশিত। তাই বাবা-মাকে সচেতন হ'তে হবে। শিশু যখন তার সঙ্গী-সাথী এবং খেলার সাথীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ বা খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে, তখন তাকে কোন ব্যাপারে আদেশ দেয়া উচিত নয়। এমনও বলা উচিত নয় যে, এটা কর না, ওটা কর না ইত্যাদি। তাকে তার আনন্দের ভুবন থেকে হুট করে ফিরিয়ে নেয়াটাও ঠিক নয়।

একটি শিশু যদি তার বেড়ে ওঠার জন্য একটা মুক্ত পরিবেশ পায় এবং যথার্থ শক্তি বা এনার্জি লাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও গাইড লাইন পায়, তাহ'লে তার মানসিক, শারীরিক এবং আচার-আচরণগত বিকাশ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই অর্জিত হবে। বাবা-মায়ের এ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুর সাথে বাবা-মায়ের সংবেদনশীল আচরণ করা উচিত। অর্থাৎ সন্তানের আরাম-আয়েশ এবং স্বাধীনতার বিষয়টি অনুভব করা উচিত। তাকে অতি যত্নের সাথে ঘুম পাড়ানো, ঘুম থেকে জাগানো, খাবার খাওয়ানো, তার ময়লা করে দেওয়া পোশাক পরিস্কার করা প্রভৃতি কাজ আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়া উচিত। এমনকি শিশু যদি কান্নাকাটিও করে, তবুও তার ওপর রেগে যাওয়া ঠিক নয়; বরং কান্না বন্ধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। শিশুর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে বাবা-মা যদি শিশুর সাথে যথাযথ ব্যবহার

করে, তাহ'লে ভবিষ্যতে শিশুর চারিত্রিক বিকাশ, মানস গঠন এবং তার ব্যক্তিত্বের ওপর বাবা-মায়ের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আর যথার্থ ব্যবহার করা না হ'লে তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়বে শিশুর ভবিষ্যত জীবনের ওপর।

একটি শিশু তার প্রথম সাত বছর বয়সে ভাবে, বাবা-মায়ের কাছে সে যা চাইবে, তাই পাবে। সেজন্য এ সময় বাবা-মায়ের প্রতি শিশুর বিশ্বাস থাকে অগাধ। বাবা-মাকে সে তার বন্ধু, সহযোগী এবং তার একান্ত আশ্রয় মনে করে। তাদেরকে সে নিরাপদ মনে করে এবং সেজন্যই তাদেরকে সে ভীষণ ভালবাসে। শিশু যখন বড় হয় তখনও সে বাবা-মায়ের ভালবাসার কথা ভোলে না। বাবা-মা তাকে যে কী পরিমাণ ভালবাসত, আদর-যত্ন করত, সে তা উপলব্ধি করে এবং তাদের ভালবাসার কাছে যে ঋণী সে তা অনুভব করে। বড় হয়ে তাই এ সন্তান বাবা-মায়ের কথা বেশ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে। তাদের দিক-নির্দেশনায় সে লাভবান হয়। যে কোন জটিল ও বিরূপ পরিস্থিতিতে বাবা-মাকেই সে একান্ত আপন ভাবে ও তাদেরকেই নিজের একান্ত পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করে। তাদের সাথে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করে। বাবা-মায়ের সকল যুক্তি ও পরামর্শ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে। তাদের যথাযথ আনুগত্য করে এবং সর্বাবস্থায় তাদের নির্দেশ মেনে চলে। শৈশবকালের প্রথম পর্বে বাবা-মায়ের আচরণগত ত্রুটিই যুব সমাজের অধিকাংশ সমস্যার জন্য দায়ী। বাবা-মা সন্তানের আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলোর প্রতি কোন রকম মনোযোগ না দেয়ার কারণে সন্তানও বাবা-মায়ের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। আর বাবা-মায়ের প্রতি সন্তান যদি আস্থা-বিশ্বাস ও নির্ভর করতে না পারে, তাহ'লেই বাবা-মায়ের সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ দূরত্ব সন্তানকে বিপথগামী করে ফেলে। তাই সন্তানকে ভালবাসতে হবে। তার আত্মিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যাপারে আন্তরিক হ'তে হবে। তার বেড়ে ওঠার যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশুর ভবিষ্যত যে পিতা-মাতার ওপরই নির্ভর করে তা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে হবে।

আসলে শিশুদের সমস্যাগুলো বাবা-মায়েরই সৃষ্টি। তাই শিশুর সমস্যা এড়াতে বাবা-মায়ের করণীয় :

১. সন্তানের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা। তার সমস্যা, তার জিজ্ঞাসা, তার কৌতূহলের যথাযথ উত্তর দেয়া।
২. তার বেড়ে ওঠার জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সন্তানের চাহিদাগুলো পূরণে সচেষ্ট হওয়া।
৩. শিশুর ওপর খবরদারী করা থেকে বিরত থাকা। এটা কর না, ওটা ধর না, এটা কর, সেটা ধর- এসব করা ঠিক নয়। তার চেয়ে বরং এসব কথা যাতে বলতে না হয়, সে ব্যাপারে আগেই সচেতন থাকা উচিত। এসব করা হ'লে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।
৪. শিশুর জন্য যেসব জিনিস ক্ষতিকর ও ভয়াবহ, সেসব জিনিস তার হাতের নাগালে রাখা অনুচিত। অন্যথা শিশু ঐসব জিনিস দিয়ে কোন যরূরী কিছু নষ্ট করলে তার জন্য শিশুর উপর কোনভাবেই রাগ দেখানো যাবে না।
৫. বাবা-মায়ের উচিত বাড়িতে তাদের যরূরী জিনিসগুলো যথাযথ জায়গায় রাখা। ছুরি-চাকু বা এ ধরনের ধারালো জিনিস, বিষাক্ত ঔষধপত্র, কীটনাশক, কাঁচের জিনিসপত্র, দামী তৈজসপত্র, যরূরী কাগজপত্র প্রভৃতি শিশুর নাগালের বাইরে রাখা উচিত।
৬. শিশু যখন জেগে থাকে, তখন এমন কোন জিনিস বের করা বা মেরামত করার জন্য খোলা ঠিক নয়, যার ছোট্ট একটি যন্ত্রাংশ হারালে বা নষ্ট হ'লে পুরো জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাবে। শিশু এসব যন্ত্রপাতি নষ্ট করলে তার ওপর রেগে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ শিশু কৌতূহলী হবে এটাই স্বাভাবিক। তার কৌতূহল থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। পরিবারে স্কুলগামী কোন সন্তান থাকলে তার বই-পুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে শিশু সেগুলো ধরতে ও নষ্ট করতে না পারে। মায়ের যদি সেলাই কাজের অভ্যাস থাকে, তাহ'লে তা করতে হবে শিশু যখন ঘুমায় তখন, অথবা এমন কোন জায়গায় যেখানে শিশুর উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। আর সুঁই-সূতা-ব্লেড ইত্যাদি রাখতে হবে নিরাপদ দূরত্বে।

বহু সতর্কতার পরও শিশু ব্লেড বা ছুরি-চাকু জাতীয় কিছু একটা হাতে নিলে কোন অবস্থাতেই চীৎকার-চেঁচামেচি না করে; বরং তার সামনে এমন অন্য একটা জিনিস এনে হাযির করতে হবে, যাতে শিশুর মনোযোগ সেদিকে যায় এবং সুযোগমতো ঐ ভয়ানক বস্তুটি তার হাত থেকে সরিয়ে নেয়া যায়। এমনভাবে নিতে হবে যাতে শিশুটি একদম টের না পায়।

বাবা-মায়ের এত সতর্কতার কারণ হ'ল, এ সময়টা শিশুর পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পর্ব। তার যা খুশী তা-ই করবে সে। তাকে আদেশ দেয়া যাবে না, বারণও করা যাবে না। শিশুর মেধা বিকাশের স্বার্থে বাবা-মা ভালবেসে, আদর করে এটুকু ছাড় দেবেন-এটাই প্রত্যাশা।

'আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে, আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই' কিংবা 'এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'- কবির এই যে আকুলতা, এই যে প্রতিশ্রুতি, তা শিশুর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং তার সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করারই প্রয়াসমাত্র। সমস্যা হ'ল শিশুর ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন সবারই আছে। কিন্তু কিভাবে তা গড়তে হবে, সেটা যথার্থভাবে অনেকেরই জানা নেই। তাই এখানে আমরা শিশু জীবনের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে তার আচার-আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

www.at-tahreek.com

শিশু জীবনের দ্বিতীয় পর্বটি হ'ল সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। এ পর্ব হ'ল শিশুর আনুগত্যের কাল। এ সময় শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন লংঘনীয় পর্যায়ে যায়। তার শরীর আগের তুলনায় একটু শক্ত হয়, স্মৃতিশক্তি বিকশিত হয়, তার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি শক্তিও বৃদ্ধি পায়। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শিশু ভাল-মন্দও বুঝতে পারে। এ কারণে শিশু মুরব্বীদেরকে তার কৌতূহল মেটানোর জন্যে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বেড়ায়। তবে তার বুদ্ধির যেহেতু পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, সেহেতু কিসে তার কল্যাণ ও অকল্যাণ তা যথার্থভাবে বুঝে উঠতে পারে না। আর বুঝতে পারে না বলেই বাবা-মা বা মুরব্বীদের উচিত হ'ল এ সময় তাকে বোঝানো, শেখানো। অর্থাৎ তার কোনটা করা উচিত, আর কোনটা করা উচিত নয় সে ব্যাপারে তাকে দিক-নির্দেশনা দেয়া এ মুহূর্তে অভিভাবকদের কর্তব্য। শিশু এ সময় বাবা-মায়ের কথাবার্তা শুনবে ও আনুগত্য করবে এটাই স্বাভাবিক। বাবা-মা এ সময় শিশুকে ভদ্রতা-শিষ্টাচার এসব শেখাবে। শিশুকে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের উপযুক্ত বয়সই হ'ল এই সাত বছর। এ পর্বের শুরু থেকেই শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটবে। শিশু বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করলে তার ওপর পাঠ অনুশীলনসহ সীমিত পর্যায়ের কিছু কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। শিশু যদি তার জীবনের প্রথম পর্বটি যথার্থ পরিবেশের মধ্যে কাটাতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহ'লে আনুগত্যের পর্বে তার এক ধরনের মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। তাই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আনন্দের সাথে সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং আরো বেশী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিশু তার বাবা-মা বা মুরব্বীদের আনুগত্য করবে। তারা যা বলেন, তা শুনবে। যা আদেশ করেন, তা পালন করবে। একটা শিশু যখন তার দ্বিতীয় সপ্তবর্ষে পা দেয়, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, অভিভাবকদের তুলনায় জ্ঞান এবং যোগ্যতায় সে অনেক পিছিয়ে আছে। অর্থাৎ বাবা-মা যা জানে, সে তা জানে না। তখনই তার মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে। কিন্তু শিশু যেহেতু তার ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সমাধান করতে পারে না, তাই তার প্রয়োজন পড়ে এমন কাউকে যে তার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে। শিশু চায় যে, তার কৌতূহলগুলোর জবাবদাতা যেন তার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়, সে যেন কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই তাকে প্রশ্ন করতে পারে এবং জবাব পেতে পারে। সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে একটা শিশুর মেধা, জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ফলে তার চাহিদা, তার প্রত্যাশাও আগের তুলনায় কিছুটা উৎকর্ষ লাভ করে। আগের মতো একেবারে শিশুসুলভ আর থাকে না। তাই এ সময়টায় শিশুকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। তাকে আর পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া যাবে না। বরং তার সকল কর্মসূচী ছকে বেঁধে দিতে হবে, যেন সে শৃঙ্খলা শিখতে পারে। এ সময় তথা সাত বছর বয়স থেকেই তাকে ছালাতের জন্য নির্দেশ দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫)*।

শিশু জীবনের দ্বিতীয় সপ্তবর্ষে তার মেধা ও স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটে। তাই এ সময়টাই হ'ল শিশুকে শেখানোর সময়। বিশেষ করে এ বয়সটাতেই শিশুকে আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার এবং ইসলামী আচার-আচরণ পদ্ধতি শেখাতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে এবং বাসায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে এই দ্বিতীয় সাত বছর অর্থাৎ ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সকালে শিশু যেসব শিষ্টাচার শিখবে, তা কিশোর ও যৌবনকালে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিশুর জ্ঞান-বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, মেধার বিকাশ এবং শেখার গতি এ সময় খুব প্রখর থাকে। প্রাপ্ত বয়সে তার মানবিক বোধ, আবেগ-অনুভূতি, আচার-আচরণগত বৈশিষ্ট্য এই দ্বিতীয় সাত বছরের শিক্ষারই ফলাফল। ইসলামের আচরণ পদ্ধতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে হাদীছে যেসব বর্ণনা বা নির্দেশনা এসেছে, শিক্ষকদের উচিত ক্লাসে ছাত্রদের সামনে সেসব কৌশলে গল্পাকারে বা অন্য যেকোন আকর্ষণীয় উপায়ে বর্ণনা করা, যাতে কোমলমতী শিশু-ছাত্ররা সেসব শিখে তাদের স্বভাবগত উৎসাহেই নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

দ্বিতীয় সপ্তবর্ষে কোমলমতী শিশু-ছাত্রদের শিক্ষালয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার শেখানো উচিত তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। সালাম প্রদানের নিয়ম, শৃঙ্খলা রক্ষা, আল্লাহ্‌র নামে সকল কাজ শুরু করা, খাদ্য-পানীয় গ্রহণের নিয়ম, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাবা-মা ও মুরব্বীদের সম্মান করা, অন্যদের সাথে মেলামেশার নিয়ম, কথাবার্তা বলার শালীনতা, ঘুমানোর পদ্ধতি, যেকোন কাজে অপরের অধিকার সংরক্ষণ, অযূ ও গোসলের পদ্ধতি প্রভৃতি শেখাতে হবে। ছালাত আদায় ও দো'আ করার পদ্ধতির সাথে পরিচয় করানো যেতে পারে। তাকে ছিয়াম পালন, কুরআন তেলাওয়াত, ভ্রমণে যাবার ক্ষেত্রে করণীয় এবং বন্ধুত্বের বিষয়েও জ্ঞান দেয়া যেতে পারে। এসব শিষ্টাচার শেখানোর পাশাপাশি চারিত্রিক গুণাবলী ও উত্তম স্বভাব অর্জনের ক্ষেত্রেও শিশুকে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। তাকে সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে, যাতে তার চরিত্রের ওপর ঐসব মন্দ কাজের প্রভাব পড়তে না পারে।

শিশুকে সুন্দর ও যথার্থভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমতঃ নিজেরা প্রশিক্ষিত হবেন এবং তারপর শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দেবেন। মনে রাখতে হবে যথার্থ দিক-নির্দেশনার অভাবেই কিন্তু শিশুর ভবিষ্যত হয় অবাঞ্ছিত। এজন্য বাবা-মায়ের উচিত, শিশুর জীবন বিকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া। সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে একটি শিশু স্কুলে যেসব আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার শিখবে, সেগুলোকে সাথে সাথেই বাস্তবায়নের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এমনভাবে তাদেরকে শেখাতে হবে, যাতে তারা তাদের বাবা-মা বা অন্যান্য মুরব্বীদের সাথে

কথাবার্তা বা আচার-আচরণ করতে গিয়ে সেসব শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে লাগায়। তাদেরকে যেসব শেখানো হয়, সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ যদি না থাকে, তাহ'লে ঐসব শিক্ষা কোন কাজেই আসবে না। ফলে শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠনে এসব শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের কোন প্রভাবই পড়বে না।

এ বয়সে শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে গুণগুলো থাকা উচিত, সেগুলো হ'ল সততা ও সত্য কথা বলা, ভাল কাজ ও পরোপকার করা, মিথ্যা কথা ও কাজ, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত বা পরনিন্দা, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ও গুজব রটনা থেকে বিরত থাকা, প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এগুলো নিরন্তর অনুশীলনের ব্যাপার। বাবা-মাকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে এবং এগুলোর ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হ'লেই তা সংশোধন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। রেগে ভয় দেখিয়ে কিছু করা ঠিক নয়। এ বয়সে শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আরো কিছু গুণের সমাবেশ ঘটা উচিত। যেমন অন্যের প্রতি যুলুম-অত্যাচার, অন্যদেরকে বিরক্ত করা, যন্ত্রণা দেওয়া এবং অপচয় বা অপব্যয় থেকে বিরত থাকা, একগুঁয়েমি বা যেদি মনোভাব পরিহার করা, ওয়াদা রক্ষা করা, দান করা, দয়াশীল ও উদার হওয়া, ক্ষমা ও মহানুভবতা দেখানো, নিজ ও অন্যদের ব্যাপারে যথার্থ বিচারবোধ জাগা, যালিমের শত্রু ও মযলূমের বন্ধু হওয়া এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখা।

এসব গুণাবলী অর্জনে শিশুকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যখনই শিশু এসব গুণাবলীর বিপরীত আচরণ করবে, তখনই বাবা-মায়ের উচিত হবে মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুকে এমনভাবে সেগুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দেওয়া, যাতে শিশু বিরক্ত না হয়। জোর করে কোন কিছু শেখালে শিশুর মনে ভীতি কাজ করবে। ফলে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হ'তে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বাবা-মা যদি শিশুকে কোন কথা দিয়ে না রাখে, তাহ'লে শিশুও তা করতে শিখবে। ফলে শিশুকে শেখানোর আগে গুণগুলো বাবা-মায়ের ভেতরে অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। ৭ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশু আনুগত্যের পর্যায় অতিক্রম করে। এ সময় সে বাবা-মা, মুরব্বী ও শিক্ষকদের কথা মেনে চলে ও তাদের অনুকরণ করে। এটা একটা কঠিন পর্যায়, যা শিশু ও অভিভাবক উভয়ের জন্য কঠিন। শিশুর জন্য কঠিন; কারণ এ অবস্থায় শিশু সকলের আনুগত্য করে। আর বাবা-মা বা অভিভাবকদের জন্য কঠিন; কারণ শিশু এ সময় বাবা-মা ও মুরব্বীদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে বাবা-মা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবশ্যই আদর্শস্থানীয় হ'তে হবে।

শিশু যদি তার কোন শিক্ষক সম্পর্কে বাবা-মায়ের সামনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বাবা-মা যদি তা শুনে নীরব থাকে তাহ'লে পরিণতি দাঁড়াবে এই যে, শিশুটি ঐ শিক্ষককে আর শ্রদ্ধা করবে না। ফলে পড়ালেখা থেকে তার মন উঠে যাবে। অন্যদিকে শিক্ষক সম্পর্কে কথা বলার অভ্যাস যেহেতু হয়ে গেছে, তাই ধীরে ধীরে অন্যদের ব্যাপারেও কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। পরিণতিতে এ শিশু ভবিষ্যতে বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে যেতে পারে। বাবা-মাকে তাই সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদেরও উচিত শিশুদের মানসিকতা বোঝা এবং নিজেদের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে শিশুদের সাথে আচরণ করা। সর্বোপরি নিজেদের মেধা কাজে লাগিয়ে শিশুদের মন জয় করা।

শিশু জীবনের প্রথম সাত বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করার পর একটি শিশু আনুগত্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। দ্বিতীয় সাত বছর আনুগত্য করার ফলে শিশুর জীবনে কিছুটা দায়িত্ব জ্ঞান, নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়। শিশু যদি যথার্থভাবে তার আনুগত্যের পর্যায় অতিক্রম করে, তাহ'লে শিশুটি এমন কিছু মেধা ও জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা দিয়ে সে তার মুরব্বীদেরকে কাজে-কর্মে সহযোগিতা করতে পারে। এভাবেই শিশুটি তার জীবনের তৃতীয় সপ্তবর্ষে এসে পৌঁছবে। এ পর্যায়টি শিশুর দায়িত্বশীলতার পর্যায়। এ সময়ে বাবা-মা বা পরিবারকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার পর্যায়।

আজ যে শিশু, আগামী দিনে সেই হবে শিশুর পিতা, সেই জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নতির দিকে। তাই জাতির এ ভবিষ্যত নেতাকে গড়ে তোলার সময় হ'ল শিশুকাল। আর জাতির নেতার সবচেয়ে বড় শিক্ষক হ'লেন পিতা-মাতা। শিশু জীবনের তৃতীয় সপ্তবর্ষ শুরু হয় পনের বছর বয়স থেকে। এর শেষ সীমা হ'ল একুশ বছর পর্যন্ত। এ সময়টা শিশুর তারুণ্য ও যৌবন প্রাপ্তির কাল। বালেগ হওয়ার বিচিত্র সংকট শিশুটির জীবনে প্রথমবারের মতো দেখা দেয় এ বয়স সীমায়। যৌবন প্রাপ্তির কারণে তাই শিশুর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ঝোঁক-প্রবণতা দেখা দেয়। শিশুর মনে ইচ্ছা জাগে অন্যদের সাথে বন্ধুত্বের জালে জড়িয়ে পড়তে। তার আর একা একা ভাল লাগে না। বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। তাই শিশুকাল উত্তীর্ণ নব যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ বন্ধু পরিবেষ্টিত থাকতে চায়, তার সময়গুলো বন্ধুদের সাথেই কাটাতে ভালবাসে। কখনও বন্ধু-বান্ধবের বৃত্তের বাইরে এ তরুণ নিজস্ব বৃত্তে থাকতেও পসন্দ করে। এ সময় তাই তার একটা নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি হয়। সেই ভুবনের একাই সম্রাট সে। এতদিন বাবা-মার কাছে তার কোন বিষয়ই গোপন ছিল না বা সে গোপন রাখত না। এখন সে বাবা-মায়ের সাথে আলাপ-আলোচনায় অনেক বেশী সংযত ও ভারসাম্যপূর্ণ। কী চমৎকার পরিবর্তন। গতকালের উৎফুল্ল, হেসে-খেলে বেড়ানো শিশুটি আবেগ-অনুভূতি ও সংবেদনশীল যৌবনে এসে কেমন শান্ত হয়ে গেছে। কত দ্রুত সে মুক্ত পৃথিবী থেকে কন্টকাকীর্ণ বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। সেই সাথে দ্রুত

শারীরিক পরিবর্তন তার অন্তরে, মন ও মননে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতিও তার আকর্ষণ সৃষ্টি হ'তে শুরু করে। নব যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীর একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। সেটা হ'ল তারা অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতরতা। অন্যদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা তাকে দ্রুত ভাবিয়ে তোলে। কখনো সে চিন্তার গভীর অতলে ডুবে যায়, আবার কখনো অন্যদের কথার্বাতা নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসে যায়। সবকিছু নিয়েই সে গবেষণা করতে পসন্দ করে। তার সমবয়সী যারা, তারা যা করে, যা ভালবাসে, সেও তা করতে শেখে। এককথায় সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের আদর্শে সেও উজ্জীবিত হয়। তাদের আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, কথাবার্তা প্রভৃতি অনুসরণ করতে থাকে।

যৌবন প্রাপ্তির চলমান সংকটকালটি সন্তানের জন্য খুবই সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর। এ সময়ে পিতা-মাতাকে সন্তানের প্রতি আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে তার আস্থা অর্জন করতে হবে। তাকে কাছে টানতে হবে, তাকে সময় দিতে হবে এবং তার আত্মিক ও আনুভূতিক চাহিদাগুলো মেটাতে হবে। তরুণের সাথে বাবা-মায়ের সঠিক আচার-ব্যবহারের ফলে নবযৌবন প্রাপ্ত এ সন্তানের মধ্য থেকে শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। তরুণটিও বুঝতে পারবে, সে এখন আর ছোট্ট শিশুটি নেই, এখন তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটেছে। শিশুসুলভ আচরণ আর করা যাবে না। এভাবে মেধা এবং বুদ্ধিতে সন্তানটি পরিপক্কতা লাভ করবে।

শিশু ঠিকমতো বেড়ে উঠছে কি-না সে ব্যাপারে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি দিতে হবে। সন্তান চোখের আড়াল হ'লে খোঁজ খবর রাখতে হবে যে, জীবন বিধ্বংসী কোন কাজে জড়িয়ে পড়ছে কি-না কিংবা তার ভবিষ্যৎ বিনষ্টকারী কোন আড্ডায় সে গেল কি-না। বাবা মায়ের অসতর্কতা ও অসচেতনতার কারণে সন্তান বিপথগামী হয়ে পড়ে। আর সন্তানের বিপথগামিতা যে কেবল সংশ্লিষ্ট পরিবারটির জন্যই ক্ষতিকর তা নয়; বরং গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্যই ক্ষতিকর। তাই সন্তানের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণও নিশ্চিত করা কাম্য।

শিশু তৃতীয় সপ্তবর্ষে পরিবার নামক রাষ্ট্রটির মন্ত্রী হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করবে। পরিবার-রাষ্ট্রের রাজা-রাণী হ'লেন বাবা-মা। আর সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানটির দায়িত্ব হ'ল রাজাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। এরই সাথে আরেকটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়, তা হ'ল বয়োঃপ্রাপ্তির আগে পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সন্তানের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথেই সন্তানের উচিত পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পরিবারের ভারী বোঝার একাংশ কাঁধে তুলে নেয়া। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, সন্তান এ সময় বাবা-মায়ের উপদেষ্টা, বন্ধু ও সর্বক্ষেত্রে সহযোগী হবে। তাই সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক নিবিড় হওয়া উচিত। সে বাবা-মাকে যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান করবে, তেমনি বাবা-মারও উচিত সন্তানের ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় হওয়া উচিত। অনেক বাবা-মা আছেন, নিজের সন্তান বলে বড় ভাবতে নারায। কেবল নারাযই নন, বরং কখনো কখনো এমনও বলে বসেন, 'সেদিনের ছেলে তুই, কী আর জানিস', 'বড়দের ব্যাপারে নাক গলাবে না' ইত্যাদি। এ রকম আচরণের ফলে সন্তানের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে। পরিণতিতে বাবা-মাকে সে অশ্রদ্ধা করে বসতে পারে। অথচ সন্তানের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাবা-মায়ের আচরণে ছেলের যেন সন্তুষ্টি অর্জিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এ বয়সটা সন্তানের চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের বয়স। একটি কথা সবার মনে রাখা উচিত যে, সন্তান যত ছোটই হোক না কেন, সেও কিন্তু পরিপূর্ণ একটি মানুষ। তার বোধ-বুদ্ধি, মেধা-মনন, চিন্তা ও বিবেক এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তার ঐ ব্যক্তিত্বকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা ঠিক নয়। সন্তানের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হ'লে সন্তানও বাবা-মায়ের ব্যক্তিত্ব খর্ব করতে দ্বিধা করবে না। ফলে সন্তান হয়ে যাবে বাবা-মায়ের অবাধ্য। অথচ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানকে বেশ কিছু বিষয় চর্চা করতে হবে, যা বাবা-মা-ই শেখাবে। সন্তান অবাধ্য হ'লে তাকে আর পথে সম্ভব হবে না।

এ সময় ধর্মীয় বিষয়গুলো তাকে পালন করতে হবে। তাই বাবা-মাকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সন্তান ধর্মীয় বিধি-বিধান, আইন-অনুশাসন পুরো মেনে চলে। আগেই বলেছি, সন্তানের সকল সঙ্গতি-অসঙ্গতির ব্যাপারে প্রথমতঃ বাবা-মা-ই দায়ী। তাই সন্তানের পরিশুদ্ধি, ধর্মের অনুশীলন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রথমে বাবা-মাকেই পরিশুদ্ধ হ'তে হবে। ধর্মকর্ম পালন করতে হবে। বাবা-মা যদি ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন হন, তাহ'লে সন্তান কিছুতেই এ ব্যাপারে বাবা-মায়ের নির্দেশ মানবে না। তাই বাবা-মায়ের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে দ্রুত তা ঠিক করে ফেলা উচিত। নিজেরা ত্রুটিমুক্ত হ'লে সন্তানও ত্রুটিমুক্ত হবে। আর বাবা-মা যা করে না, তা সন্তানকে করতে বললে সন্তান সাথে সাথেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে এটাই স্বাভাবিক। সন্তানের এ প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক বাবা-মায়ের কর্তব্য।

সুস্থ জাতি গঠনের মূলে রয়েছে সন্তানের যথার্থ লালন, প্রশিক্ষণ ও বিকাশ। শিশু জীবনের তৃতীয় সপ্তবর্ষে তার যৌবনপ্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা। এ সময়ে তার জীবনে এক ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়, তাই বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে একটি গাইড-লাইন দেয়া। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত তরুণের আত্মোপলব্ধি তথা নিজের সম্পর্কে ভাল করে জানা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার জন্য তাকে দিক-নির্দেশনা দেবার প্রয়োজন রয়েছে। এ

www.at-tahreek.com

সময় প্রাকৃতিকভাবেই সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে সন্তানটি না চাইলেও শারীরিকভাবে সে বিকশিত হ'তে থাকে। আর এ শারীরিক বিকাশের সাথে সমান্তরাল গতিতে তার মানসিক ও আত্মিক বিকাশও ঘটতে থাকে। শারীরিক বিকাশের সাথে এগুলোর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাই মনোদৈহিক বিকাশকালে বিশ্ব প্রকৃতি ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অমোঘ বিধান তথা অহি-র বিধান সম্পর্কে যথার্থ একটা ধারণা তাকে দেওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবেই তার এমন একজন অভিভাবকের সাহচর্য প্রয়োজন, যিনি নিজে সৎ, জ্ঞানী এবং কল্যাণকামী। ব্যক্তিগত জীবন চর্চার ক্ষেত্রে তরুণের আত্মচেতনা, নিজের আচার-আচরণ, কাজ-কারবার, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তা তার জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন সে নিজেকে বুঝতে শেখে আমি কে, কোথায় আছি, এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কি? এ পৃথিবীতে কিভাবে থাকা উচিত ইত্যাদি তার জানা উচিত। এ সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তরও তার পাওয়া বা জানা উচিত। যাতে তার জীবনে ভারসাম্য আসে, জীবনকে সে মূল্যায়ন করতে শেখে এবং একটি সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণে সক্ষম হ'তে পারে। ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. উস্টাস সেশার বলেছেন, 'মানুষের মানসিক অশান্তি ও অস্বস্তির কারণ সম্পর্কে আমি বহু গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মানসিক অশান্তিগ্রস্ত ব্যক্তিরা শিশুকাল ও তরুণ বয়সে জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল কোন গাইড বা দিক-নির্দেশনা পায়নি এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। তাদের অনেকেই এখন নিজেরাই বিবাহ করেছেন। এমনকি সন্তানেরও অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা তাদের মনের অজান্তেই নিজেদের মানসিক ও আত্মিক অশান্তি ও অস্বস্তি গুলো সন্তানদের ভেতর সংক্রমিত করছেন'।

অভিজ্ঞতা এমন একটি জিনিস, জীবনের ক্ষেত্রে যার কোন বিকল্প নেই। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, কবিতা-গল্প যাই বলুন না কেন, এ জীবন-অভিজ্ঞতারই ছান্দিক রূপায়ন মাত্র। অভিজ্ঞতার ওপরে বড় কোন শিক্ষা নেই। প্রশিক্ষকও নেই। আর শিক্ষা হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান। জীবন চলার পথে যিনি যত বেশী সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তিনি তত বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এটাই স্বাভাবিক। ফলে বয়স যার যত বেশী, তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও ততটাই বেশী সমৃদ্ধ। একজন তরুণ যেহেতু বয়সের দিক থেকে বড়দের চেয়ে অনেক ছোট, তাই জীবনের অসঙ্গতি আর সমস্যার মোকাবেলাতেও সে অপরিপক্ক। বড়দের তুলনায় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার যেমন অসমৃদ্ধ, তেমনি অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও শূন্য প্রায়। তরুণ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীর চড়াই-উৎরাইয়ের সম্মুখীন বড়দের তুলনায় কম হয়েছে। এমনকি জীবন চলার পথে বাধা-বিপত্তি বা সমস্যা সে কমই মোকাবেলা করেছে। অবশ্য তরুণের জন্য এ অবস্থার ভাল ও মঙ্গলজনক একটা দিকও রয়েছে। তাহ'লে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূত-পবিত্র অর্থাৎ কোনরকম সমস্যা বা বাজে ঘটনা তার অভিজ্ঞতাকে কলুষিত করেনি। অন্যদিকে তরুণের সহজ-সরল স্মৃতি ভাণ্ডারটিও এখন পর্যন্ত কোনরকম কালিমালিপ্ত হয়নি। তা এখনো পূত-পবিত্র আছে। এর ভাল দিকটা হ'ল শিশু জীবনের সাথে তার দূরত্ব যেহেতু বড়দের তুলনায় কম, সেহেতু এখন সে তার শৈশবের স্মৃতিগুলো স্মরণ করতে পারে এবং তার কিছু কিছু আচার-আচরণ ও অনুভূতির কারণ সে এখন উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে পারে। যার ফলাফল হ'ল যখনই সে বুঝতে পারে যে, তার অমুক ব্যবহারটি পসন্দনীয় নয়, তখনই সে খুব সহজেই আত্মসংশোধন করে নিতে পারে।

তরুণদের সামনে যেহেতু জীবনের বহু পথ পাড়ি দেবার অবকাশ রয়েছে, তাই নিজেকে আরো ভালভাবে চেনারও অবকাশ রয়েছে। আর আত্মোপলব্ধি দৃঢ় হ'লে তার সামনে আসা অনাগতকালের জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিগুলোকে সে যথার্থভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। পরিস্থিতি বা সমস্যা যতই জটিল বা কঠিন হোক না কেন, ধীর-স্থিরভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে- এ দীক্ষা পিতামাতাই তাকে দিবে। তারা তাদের তরুণ সন্তানকে এমন পরামর্শ দিবে, যাতে জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও সন্তান বহির্মুখী চিন্তা না করে। ইংরেজীতে বলা হয়ে থাকে, Life is not a bed of roses. 'জীবন কোন ফুলশয্যা নয়' বরং কণ্টকাকীর্ণ। তাই জীবনপথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলার পরামর্শ সন্তানকে দিতে হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাবে মানুষের রোগ-ব্যাধি হ'তেই পারে। এ রোগ-ব্যাধি চিকিৎসাযোগ্য। কিন্তু পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা সুরক্ষার অভাবে যেসব রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়, তার পরিণতি ভয়াবহ। এ রোগ ঘর ছেড়ে বাইরে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিকার সহজসাধ্য নয়। তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়াই একমাত্র উপায়। এ ব্যবস্থা ছোটবেলাতেই নিতে হবে। বিশেষ করে সন্তান যখন যৌবনে পা দেয়, তখন বাবা-মাকে অনেক বেশী সচেতন থাকতে হবে।

যৌবনে পদার্পণ করার পর সন্তানের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হ'ল তার আশপাশের পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার আগে নিজের সাথে পরিচিত হওয়া অর্থাৎ নিজেকে জানা। এটা সৃষ্টি জগতের একটা বিস্ময়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের ভেতরে দু'ধরনের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। একটি হ'ল প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপরটি পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান হ'ল বই-পুস্তক পড়ে যে জ্ঞান আহরণ করা হয়। আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। যার সাহায্যে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভাবতে পারে এবং নিজের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে

আত্মপর্যালোচনা করতে পারে। নিজেকে চেনা বা নিজেকে নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হ'ল উপযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন বা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে শিখিয়েছেন, তা দিয়ে নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করাই উত্তম। বাইরের কোন তত্ত্ব বা দর্শন দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করার জন্য তৎপর হবার চেয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করাই যে সঙ্গত, এটা যৌবনে পদার্পণকারী সন্তানদেরকে বোঝাতে হবে।

আরেকটি বিষয় যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানদেরকে বোঝাতে হবে, তাহ'ল জীবন মাত্রই চড়াই-উৎরাই এবং সাফল্য ও ব্যর্থতায় পূর্ণ। তাই সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সর্বাবস্থাতেই আত্মবিশ্বাসী থাকার মনোবল সন্তানের মধ্যে থাকতে হবে। জীবনের ভাঙ্গা-গড়ায় নিজেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেওয়া আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের আলামত নয়। কোন অবস্থাতেই দুঃখ-বেদনায় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ওপর অটল-অবিচল বিশ্বাস রেখে জীবনের যেকোন ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিহত করতে হবে। সাফল্যে অহঙ্কার করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ব্যর্থতায় মুষড়ে পড়া বা হতাশায় মূহ্যমান হওয়াও ঠিক নয়। এ দুই অবস্থাই প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জন্য ভয়াবহ। নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসারীগণ যাঁরা এ পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র বিধান প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে নিজেদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করে গেছেন, তাঁদের জীবনেও বহু উত্থান-পতন আর ভাঙ্গা-গড়ার ঘটনা ঘটেছে। তারপরও তাঁরা আত্মবিশ্বাসে অটল থেকেছেন, আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করে গেছেন। কোনরকম অন্যায় করেননি, সর্বদা সত্যের ওপর অটল থেকেছেন। এসব মনীষীর জীবনী পড়ার জন্য সন্তানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাঁদের জীবনী পড়ে শিখতে হবে যৌবনের সংবেদনশীল সময়টিকে তাঁরা কীভাবে এত পূত-পবিত্রতার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। কীভাবে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে নৈতিক চরিত্র গঠনের কাজে ব্যয় করেছেন। কীভাবে ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কীভাবে নিজেদের জীবনকে অন্যদের জন্য কল্যাণকামী ও মঙ্গলের আধারে পরিণত করেছেন।

এভাবেই জ্ঞানী-গুণীদের জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের যৌবনকালকে সমৃদ্ধ ও পবিত্রভাবে কাটানোর জন্য সন্তানদের শেখাতে হবে। কেবল নবী-রাসূলদের জীবনী যুবকদেরকে নৈতিক চরিত্র গঠনে যথার্থ সহযোগিতা করতে পারে। তাঁদের জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বিচিত্র পর্যায় এবং চড়াই-উৎরাই কীভাবে অতিক্রম করেছেন, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানেরা তাদের যোগ্যতা ও মেধাকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে জীবনে যারা দুর্নীতি-অনাচার আর গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয়, তাদের অধিকাংশই যৌবনের বেশীরভাগ সময়ে ব্যাপক দূষিত পরিবেশের সম্মুখীন হয়। সেই দূষিত পরিবেশের কুপ্রভাব পরবর্তীকালে তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর পড়ে। তাই যে সকল বৈরী ও দূষিত পরিবেশ তাদেরকে বিপথে নিয়ে যায়, সেসব পরিবেশ থেকে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানদেরকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে বাবা-মাসহ সকল অভিভাবককে সচেতন থাকতে হবে। সন্তানদেরকেও কৌশলে এ ব্যাপারে যথার্থ ধারণা দিতে হবে। কারণ যৌবন পর্যায়ের এ সঙ্কটগুলোর ব্যাপারে সন্তানেরা যদি না জানে, তাহ'লে তাদের অজান্তেই নিজেদের মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর দূষিত পরিবেশের এমন ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে বাধ্য, যার পরিণতিতে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে এক জটিল ও অন্ধকার ভবিষ্যত।

একটি যুবকের সামনে সাধারণত অফুরন্ত সময় থাকে। এ সময়কে বিচিত্র কাজে ব্যয় করার অধিকার সে রাখে। কিন্তু কীভাবে, কোন্ উদ্দেশ্যে বা কোন্ উপায়ে সে তার সময়কে কাজে লাগাবে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন ঈমানদার যুবক নিজ জীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা পরিস্থিতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে ধরে নিয়ে এ দুর্ঘটনাকে নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান বলে গ্রহণ করে। তাই সমস্যার সিঁড়িগুলোকে সে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে অতিক্রম করে নিজের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

নবী-রাসূল ও ছাহাবাগণ তাঁদের সামনে আসা অপ্রত্যাশিত সমস্যাগুলোকে অত্যন্ত মেধা ও দক্ষতার সাথে যথার্থ পন্থায় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন। যৌবনে জীবন সমস্যার মোকাবেলায় বিজয়ীদের মধ্যে আদর্শ হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে।

যৌবনে পদার্পনকারী সন্তানের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঠিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হয়, তাহ'লে তার জীবন হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও প্রশান্তিময়। সে গভীর অধ্যবসায়ের সাথে নিজ জীবন পর্যালোচনা করে এবং জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে নিরন্তর অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সাফল্যের সাথে তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হবে।

একটি যুবক বা কিশোর যদি তার যৌবনকালের বিভিন্ন সঙ্কট সম্পর্কে এবং এ পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষ, পশুপাখিসহ অন্যান্য প্রাণীকুল সম্পর্কে অহি তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে এবং যৌক্তিক ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহ'লে তার আদর্শচ্যুতির আশঙ্কা কমে যায়। শয়তানের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কোন কারণে শয়তানের ফাঁদে একবার পড়ে গেলে জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। লেখাপড়া কিংবা জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সবকিছুই ভেস্তে যাবে। যার পরিণতিতে যুবকের সকল মেধা ও যোগ্যতা বিফলে যাবে।

একটি সন্তান যখন নবযৌবনে পৌঁছে, তখন তার দেহে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ছেলে হোক,

মেয়ে হোক এ বয়সটায় সবার মধ্যেই শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক Gland বা গ্রন্থিগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই গ্লান্ডগুলো যা কিছুই উৎপাদন করে তা শরীরের প্রয়োজনেই করে। তবে যৌন হরমোন বলে পরিচিত আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিগুলো যেমন টেস্টোস্টেরন, প্রজেস্ট্রোন এবং স্ট্রোজেন ইত্যাদি শারীরবৃত্তিয় কাজে এবং লৈঙ্গিক পূর্ণতার জন্যই বেশীরভাগ তৎপর থাকে। এই শারীরিক পরিবর্তন এবং এই নতুন অবস্থা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়ারই এক অমোঘ বিধান। উত্তর প্রজন্ম সৃষ্টির বৃহত্তর স্বার্থেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ শারীরিক বিধান দিয়েছেন। এগুলোর যথার্থ ব্যবহার বা প্রয়োগবিধিও তিনি বলে দিয়েছেন। সদ্য যৌবনলাভকারী সন্তানদেরকে এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা এবং এর বৈধ ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না দিলে তাদের লক্ষ্যচ্যুতি এবং আদর্শচ্যুতি ঘটতে পারে। যার পরিণতিতে সন্তানের জন্য অপেক্ষা করবে অন্ধকার এক ভবিষ্যত।

এ শারীরিক অবস্থায় পৌঁছতে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বয়সগত কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ছেলেরা সাধারণত পনের বছর পর আর মেয়েরা নয় বছর পর থেকে এ শারীরিক অবস্থায় পৌঁছে। ছেলে এবং মেয়েদের বয়োঃপ্রাপ্তির এ অবস্থায় বাবা-মা সচেতন হ'লে তাদের কথাবার্তা এবং আচার-আচরণ থেকেই টের পেয়ে যেতে পারেন। ছেলেদের কণ্ঠ পরিবর্তন আর মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনসহ আরো কিছু নিদর্শন আছে, যা বাবা-মা লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করতে পারেন। অনুধাবনের পর ছেলে-মেয়েদেরকে যথার্থ দিক-নির্দেশনা দেবেন যাতে তারা যৌবনের এ ক্রান্তিলগ্নে কোনরকম ভুল করে না বসে।

সন্তানদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে পিতামাতা বা অভিভাবকদের কিছু পরিকল্পনা ও অনুক্রমিক কর্মসূচী থাকা চাই। কোনভাবেই সন্তানদের মধ্যে একজনের সাথে আরেকজনকে ভুলভাবে তুলনা করা ঠিক নয়। তাদের মাঝে ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৃঢ় তবে সদয় হ'তে হবে। স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে তাদের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। তাদেরকে ধৈর্য এবং চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলার শিক্ষা দিতে হবে। অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থাকতে বাবা-মায়ের উচিত সহযোগিতা করা। বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সন্তানদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের ভেতরে চিন্তাগুলোকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে নিজেরাই নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে।

সন্তানের কোন কাজে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হ'লে তার ওপর রেগে না গিয়ে বরং ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কাছে ডেকে ঐ কাজটার ব্যাপারে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, উপযুক্ত সময়ে তার মেজায ও পরিবেশ বুঝে। হুট করে যখন তখন উপদেশ দিতে গেলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। মনে রাখতে হবে সন্তানদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা মানে তাদের ওপর খবরদারী করা, তাদেরকে আবদ্ধ রাখা কিংবা তাদের স্বাধীনতায় বাধা দেয়া নয়। অন্য কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখলে পরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে, যাতে সন্তানও বুঝতে পারে এমন ধরনের কাজ করা ঠিক নয় এবং এ ধরনের কাজ করতে দেখলে বাধা দেওয়া উচিত।

উপদেশ দেওয়ার সময় কোনভাবেই যেন আদেশ-নিষেধসুলভ প্রকাশভঙ্গি না থাকে। সেই সাথে সন্তানকে কোনভাবেই চাপের মুখে রাখা যাবে না, তিরস্কার বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলা যাবে না, এমনকি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কিংবা মানসিকভাবে চাপ দিয়ে কোন কাজ করানো যাবে না। সন্তানের সাথে যেকোন আচরণের সময় তার বয়স, মেধা, পরিবেশ, তার মানসিক অবস্থা, তার অনুভূতি, তার স্মৃতিশক্তির বিকাশ, তার বেড়ে ওঠা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী তার ওপর কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে উত্তম প্রশিক্ষণ হ'ল তাই, যা ভালবেসে আন্তরিকতার সাথে দেওয়া হয়। আর উত্তম প্রশিক্ষণের ফলাফল হ'ল উত্তম পরিবার।

আল্লাহ্‌র নিকটে সকাতরে দো'আ করছি তিনি আমাদেরকে তাঁর বিধান থেকে যথার্থভাবে উপকৃত হবার তৌফিক দিন- আমীন!

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত **'দিশারী'** দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০১১ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ সহ বৃহত্তর কলেবরে বের হয়েছে।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

'দিশারী' দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৯১৮-০৭০২০৪; ০১১৯১-৫৩৬২৯৭; ০১৭১০-১৮৬১৯৬।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মহাশূন্য)-এর সঠিক উত্তর

১। ১১টি। ২। ৪৪টি। ৩। পৃথিবী।
৪। ২৯ দিন ৫ ঘণ্টা। ৫। বুধ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কম্পিউটার)-এর সঠিক উত্তর

১। চার্লস ব্যাবেজ (ইংল্যান্ড)।
২। ১৯৬৪ সালে (পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে)।
৩। আইবিএম ১৬২০।
৪। সেয়মোর ক্রে।
৫। কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিকে ROM (Read Only Memory) বলে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের সরকারী নাম কি?
২। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম কি?
৩। বাংলাদেশের আয়তন কত?
৪। বাংলাদেশে বিভাগ কয়টি ও কি কি?
৫। বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন কয়টি ও কি কি?

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (গ্রীষ্মের ধাঁধা)

১। দুই অক্ষরে নাম যার উপকারীর দলে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে খাড়া হয়ে চলে।
২। তিন অক্ষরের নাম যাতে মানুষ অস্থির হয়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে মাঠে আবাদ হয়।
৩। দুই অক্ষরের জিনিসটির জন্য সবাই পাগলপরা
শেষের অক্ষর বাদ দিলে করে ঘোরাফেরা।
৪। তিন অক্ষরের জিনিসটিতে সুখেরি এক দোলা
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে কি যে নোংরা খেলা।
৫। তিন অক্ষরের নামটি সর্বদাই যার আশা
গ্রীষ্মের প্রয়োজনে করে নিরাশা।

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

রামনগর, ধুনট, বগুড়া ৬ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় রামনগর হাফেযিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা ফোরাইযুল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন পরিচিতি, সাধারণ জ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ধুনট থানার সভাপতি হাফেয আবু বকর ছিদ্দীক। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মূসা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুযযাম্মেল হক্ব। অনুষ্ঠানে হাফেয মুযযাম্মেল হক্বকে পরিচালক করে বালক ও বালিকাদের পৃথক দু'টি শাখা গঠন করা হয়।

কাগুনগর, ধুনট, বগুড়া ৭ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় কাগুনগর নুরানী তা'লীমুল কুরআন হাফেযিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক এবং বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ধুনট থানার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবূ বকর ছিদ্দীক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সংগঠন পরিচিতি, সাধারণ জ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী বিধান প্রতিপালনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাঈম বিল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রামনগর হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক। প্রশিক্ষণ শেষে কাগুনগর সোনামণি বালক শাখা গঠন করা হয়।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১০-এর বিজয়ীদের তালিকা
(বাকী অংশ)

অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াত :
১ম জারীন তাছনীম (যশোর) ও শাহিদা (নীলফামারী)
২য় সালমা (দিনাজপুর), ৩য় সুমাইয়া (দিনাজপুর)

অর্থসহ হাদীছ পাঠ :
১ম জারীন (যশোর) ২য় সালমা (দিনাজপুর)
৩য় হুমায়রা (রাজশাহী)

ছবি অংকন : ১ম হুমায়রা (রাজশাহী)।

মা

নাফিসা বিনতু জালাল জাদীদা
জাগির হোসেন একাডেমী, পাবনা।

যদি প্রশ্ন কর গ্রহ-উপগ্রহ ভ্রমণে
সঙ্গে নেবে কাকে?
বলব আমি মাকে।
যদি জানতে চাও প্রিয় মুখচ্ছবি
আঁকবে তুমি কার?
বলব আমি মা'র।
যদি জানতে চাও সবচেয়ে কি বেদনার?
বলব আমি আঁখিজল মোর মা'র।
যদি দেখতে চাও সবচেয়ে কি সুখের?
বলব আমি হাসি মোর মার মুখের।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

জ্বালানী সাশ্রয়ী জেনারেটর উদ্ভাবন করল কুড়িগ্রামের ওয়াহীদুল ইসলাম

বিদ্যুতের অসহনীয় সংকট কাটিয়ে উঠতে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ওয়াহীদুল ইসলাম উদ্ভাবন করেছেন ডিজেল সাশ্রয়ী জেনারেটর। তার উদ্ভাবিত জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বোরো ক্ষেতে সেচের পাশাপাশি আউলিয়ার দরগা গ্রামকে আলোকিত করেছে। ফলে এখানকার কৃষকদের বোরো ধানে সেচ কাজে খরচ অর্ধেকেরও বেশী কমেছে। কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপযেলার প্রত্যন্ত গ্রাম আউলিয়ার দরগা। এ গ্রামের মোটর মেকানিক ওয়াহীদুল ইসলাম দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য সামান্য হ'লেও কিছু একটা করা। তার দীর্ঘ প্রচেষ্টার সুফল পেতে শুরু করেছে এখানকার মানুষ। তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে একই সঙ্গে ২১টি সেচপাম্প (মোটর) চালিয়ে ৪শ' একর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব। এতে বিগত সময়ে ঐ পরিমাণ জমিতে ডিজেল চালিত ২৮টি শ্যালো ইঞ্জিন চালিয়ে সেচ দিতে ডিজেলের প্রয়োজন হ'ত প্রতি ঘণ্টায় ২৮ লিটার। আর সেখানে এখন এ পদ্ধতিতে প্রতি ঘণ্টায় ডিজেল প্রয়োজন হয় মাত্র ২ লিটার। এবার বোরো মৌসুমে তার উদ্ভাবিত ডিজেল সাশ্রয়ী জেনারেটরের মাধ্যমে সেচ দেয়া হয় ১৫০ একর জমিতে। জ্বালানী সাশ্রয়ী জেনারেটর উদ্ভাবক ওয়াহীদুল ইসলাম জানান, আউলিয়ার দরগা গ্রামে তার মূল জেনারেটর বসিয়ে চতুর্দিকে আধা কিলোমিটার এলাকায় ১৭টি বিদ্যুৎচালিত পাম্পের মাধ্যমে দেড়শ' একর জমি পাম্পের আওতায় এনেছেন। এতে উপকৃত হয়েছে ২ শতাধিক কৃষক। এছাড়া অর্ধশত বাড়িতে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ।

হাইকোর্টের নির্দেশ

ফল পাকাতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা

ফল পাকাতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধে আড়তগুলোতে প্রতিদিন পরীক্ষা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১০মে বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে 'জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় ফল পাকাতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না' তার কারণ জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারী করেছেন আদালত।

বিনা বিচারে ১৫ বছর জেল খাটছে সেলিম

সিরাজগঞ্জ কারাগারে ১৫ বছর ধরে বিনা বিচারে আটক সেলিমকে কেন জামিন দেয়া হবে না এই মর্মে সরকারের প্রতি রুলনিশি জারী করেছে হাইকোর্ট। সিনিয়র এডভোকেট মনসুরুল হক চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গত ২২ এপ্রিল বিচারপতি মুহাম্মাদ শামসুল হুদা এবং বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকীর ডিভিশন বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এ রুল জারি করেন। সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া উপযেলার বালশাবাড়ি গ্রামের দরিদ্র আব্দুর রহমানের পুত্র সেলিম। রায়গঞ্জ থানায় দায়েরকৃত একটি হত্যা মামলায় (নং-৬, তারিখ ১৯/১০/১৯৯৪) পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মামলাটির এখনও কোন সুরাহা হয়নি। গ্রেফতারকালে সেলিমের বয়স ছিল ১৫ বছর। কিন্তু পুলিশ গ্রেফতারের পর তার বয়স ২০ বছর উল্লেখ করে ১৯৯৫ সালের ১৬ মার্চ কারাগারে পাঠায়। মামলার অন্যান্য আসামীরা হাইকোর্ট থেকে জামিনে বেরিয়ে গেলেও দরিদ্র সেলিমের জামিনের আবেদন জানানো হয়নি। তাকে আদালতে হাজিরও করা হচ্ছে না।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পাসের হার ৭৯.৯৮ শতাংশ; শীর্ষে মাদরাসা বোর্ড

গত ১৫ মে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এ বছর দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ফলাফলের সকল ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর জিপিএ-৫ এর সংখ্যা গতবছরের তুলনায় যেমন বেড়েছে, তেমনি সার্বিক পাসের হারও বেড়েছে। দশ বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাযার ৯৬১ জন। ২০০৯ সালের চেয়ে জিপিএ-৫ সংখ্যা বেড়েছে ২০ হাযার ৬৫৪ জন। এবার দশ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১২ লাখ ৯৭৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে মোট ৯ লাখ ৬০ হাযার ৪৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী। পাসের হার ৭৯ দশমিক ৯৮ ভাগ। সার্বিক পাসের হার গত বছরের চেয়ে ৯ দশমিক ০৯ ভাগ বেড়েছে। পাসের হারের বিবেচনায় গত বছরের মতো এবারও ১০ বোর্ডে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। এ বছর পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৫৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হ'ল। এবার শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাযার ৯২৭টি। এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ২০১টি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২ হাযার ৭২৬টি।

এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ৯ লাখ ১২ হাযার ৫৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ১৩ হাযার ৫৬০ জন। গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ১৯। মাদরাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় ২ লাখ ১০ হাযার ৪১৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৮২ হাযার ৪৩১ জন। পাসের হার ৮৬ দশমিক ৭০। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৭৭ হাযার ৯৭৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৬৪ হাযার ৫০১ জন। এ বোর্ডে পাসের হার ৮২ দশমিক ৭২। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এবার সবচেয়ে বেশী পাসের হার রাজশাহী বোর্ডে ৮১ দশমিক ০৩, যশোর বোর্ডে ৭৯ দশমিক ১৮, সিলেট বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৪২, ঢাকা বোর্ডে ৭৭ দশমিক ৯৯, বরিশাল বোর্ডে ৭৪ দশমিক ৬৪, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭২ দশমিক ৩১ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৭১ দশমিক ৭০ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। মাদরাসা বোর্ড থেকে দাখিলে ২০ হাযার ৭৫৫ জন এবং কারিগরি বোর্ড থেকে এসএসসি ভোকেশনালে ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে।

বিদেশ

নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে মার্কিন গুপ্তচর নেটওয়ার্ক তৎপর

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করে বিদেশে প্রাইভেট গুপ্তচর চক্র নিয়োজিত করেছে। সরকারী অর্থ দিয়ে এসব চক্রকে রীতিমত লালন-পালন করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে যে, মার্কিন সরকারের অস্বীকৃতির পরেও আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে প্রাইভেট গুপ্তচরদের একটি গোপন নেটওয়ার্ক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ঐ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি সংবাদপত্র দি টাইমস গত মার্চে এক রিপোর্টে জানায়, সন্দেহভাজন জঙ্গীদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং তাদের হত্যাকাণ্ডে সহায়তার জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মাইকেল ফারলং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে প্রাইভেট ঠিকাদারদের একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন সরকারের তথ্য সংগ্রহের ছদ্মাবরণে তিনি এই কাজ করেন। মার্কিন বাহিনী তালিবান যোদ্ধাদের অবস্থান সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের কাজে সহায়তা দিতে এসব বেসরকারী ঠিকাদারদের ভাড়া করে কাজে লাগাচ্ছে। এমনকি এখনও এসব ঠিকাদারদের ২২ লাখ ডলারের চুক্তির অধীনে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।

আমলাতন্ত্রের কারণে বন্ধ হচ্ছে না গুয়ান্তানামো কারাগার : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অনেক ভাল উদ্যোগ আমলাতন্ত্রের কারণে কার্যকর হচ্ছে না বলে জানা গেছে। তার ভাল ভাল সিদ্ধান্ত যদি আমলাতন্ত্রের মনমত না হয় তবে তা কার্যকর করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এইসব আমলারা। ওবামা এক বছরের মধ্যে গুয়ান্তামো কারাগার বন্ধের নির্দেশ দিলেও আমলাদের কারণে তা কার্যকর হচ্ছে না। তারা এ কারাগার চালু রাখার পক্ষে নানা যুক্তি খাড়া করছে।

ভারতে বোমা বিস্ফোরণ

মুসলিমরা নয় হিন্দুত্ববাদীরাই জড়িত : সিবিআই

ভারতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী শক্তির হাত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সিবিআই' এ দাবী করেছে।

২০০৭ সালে অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের হায়দরাবাদ এবং রাজস্থানের আজমির ও মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের বিবৃতিতে ঘুরেফিরে লশকর-ই-তাইয়িবা, হারাকাতুল জিহাদিল ইসলামী, ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন, স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার (সিমি) নাম আসছিল। বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজন নিরীহ সংখ্যালঘু মুসলমানকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। তিন বছর পর সিবিআই-এর তদন্ত শেষে কিন্তু উঠে এলো সম্পূর্ণ ভিন্নচিত্র।

সিবিআই জানিয়েছে, তিনটি বিস্ফোরণেই জড়িত 'অভিনব ভারত' নামে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে'র (আরএসএস) সদস্যরা। সম্প্রতি আজমির বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে দেবেন্দ্র গুপ্তা নামে ঝাড়খণ্ডের এক আরএসএস কর্মীকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ও রাজস্থান পুলিশের যৌথ তদন্তকারী দল। তাকে জেরা করে সিবিআই জানতে পেরেছে, পুরো ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে সুনীল যোশী নামে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা। হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের ঘটনার মূল চক্রান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সুনীলকে।

পুলিশি হেফাযতে দেয়া জবানবন্দীতে হিন্দু সন্ত্রাসের নীল নকশা তৈরীতে সুনীল যোশির ভূমিকার কথা মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত ও ধৃত লে. কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত স্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৮ মে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণে ৯ জন নিহত হন। ঐ বছরই ১২ অক্টোবর আজমির শরীফে খাজা মাইনুদ্দীন চিশতির (রহঃ) দরগাহ্র সামনে বিস্ফোরণে ৩ ব্যক্তি মারা যান।

৬৫ বছর পর ব্রিটেনে জোট সরকার গঠন

১৯৪৫ সালের পর প্রথমবারের মতো ব্রিটেনে জোট সরকার গঠিত হ'ল। কনজারভেটিভ ও লিবারেল ডেমোক্র্যাট সমঝোতার ফলে প্রায় ৬৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ব্রিটেন শাসন করছে জোট সরকার। জোট সরকারের ৫৩তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ডেভিড ক্যামেরন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা নিক ক্লেগ। ৪৩ বছর বয়সী ক্যামেরন হচ্ছেন গত ২০০ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ১৩ বছরের লেবার শাসনের অবসান হ'ল। মধ্য বামপন্থী লেবার পার্টির টনি ব্লেয়ার ও তারপর গর্ডন ব্রাউন টানা ১৩ বছর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, এবার ব্রিটেনের নির্বাচনে কনজারভেটিভ দল পেয়েছে ৩০৫ আসন, লেবার ২৫৮, লিবারেল ডেমোক্র্যাট ৫৭ ও অন্যান্য দল পেয়েছে ২৮ আসন। কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় ব্রিটেনে এই প্রথম জোট সরকার গঠিত হ'ল।

কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান হ'লেন সৈয়দা ওয়ারসি : প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম নারী ব্রিটেনের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ৩৯ বছর বয়সী ব্যারোনেস সৈয়দা ওয়ারসি ১৩মে উক্ত পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন। এ পার্টির প্রধান হিসাবে তিনি একজন জুনিয়র মন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করবেন।

বেলজিয়ামে বোরকা নিষিদ্ধ আইন সংসদে পাশ

বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট গত ২৯ এপ্রিল মহিলাদের বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেছে। এর মধ্যদিয়ে এই প্রথম কোন ইউরোপীয় দেশ মুসলিম মহিলাদের বোরকা পরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে এই আইন পাস হয়। পার্লামেন্টে ১৩৬ জন সদস্য বোরকা নিষিদ্ধ করার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভোট প্রদান করে। দু'জন সংসদ সদস্য ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিল। এই আইনের ফলে সড়ক, গণউদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র এবং জনসেবামূলক কোন ভবনে বোরকা বা নেকাব পরে কোন মহিলা প্রবেশ করতে পারবে না। তবে নগর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কিছু ধর্মীয় উৎসবে বোরকা পরিধান করতে পারবে মুসলিম মহিলারা। যারা

এই আইন অমান্য করবে তাদেরকে ২০ থেকে ৩৪ ডলার জরিমানা করা হবে অথবা সর্বোচ্চ ৭ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। এদিকে মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' এ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। অ্যামনেষ্টির বিশেষজ্ঞ জন ডালহাজসেন বলেন, পুরো মুখমণ্ডল ঢেকে বোরকা পরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ নারীদের মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন।

ইতালীতে বোরকা পরায় জরিমানা : ইতালীর উত্তরাঞ্চলের নোভারা নগরীতে বোরকা পরিধান করায় এক মুসলিম মহিলার কাছ থেকে ইতালির পুলিশ জরিমানা আদায় করেছে। ইতালীতে এটিই এ ধরনের প্রথম ঘটনা। বোরকা পরা মহিলাকে ৬৫০ ডলার জরিমানা করা হয়েছে। পুলিশ তিউনিসিয়ার নাগরিক এ মহিলাকে একটি পোষ্ট অফিসের বাইরে গতিরোধ করে। এ সময় তার স্বামী তার সঙ্গে ছিলেন। উল্লেখ্য, জানুয়ারীর শেষের দিকে ইতালীতে জনসমক্ষে বোরকা পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে ইতালীতে জনসমক্ষে নেকাব ব্যবহার করা বা মোটর সাইকেলের হেলমেট পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ব্রিটেনের শীর্ষ ধনী লক্ষ্মী মিত্তাল

ব্রিটিশ ধনীদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত লৌহ ব্যবসায়ী লক্ষ্মী মিত্তাল। বর্তমানে ব্রিটেনে বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ৫৩ জন। তাদের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ৩৩৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন পাউন্ড। সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ৭৭ বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশী, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। আর গত ১২ মাসে ১০ দশমিক ৮ বিলিয়ন পাউন্ড থেকে লক্ষ্মী মিত্তালের সম্পদ বেড়ে ২২ দশমিক ৪৫ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইংলিশ ফুটবল ক্লাব চেলসির মালিক রুশ রোমান আব্রামোভিচ।

নূহ (আঃ)-এর কিশতীর সন্ধান লাভ

চীনা আর তুরস্কের গবেষকদল তুরস্কের মাউন্ট আরারাতে কাঠের তৈরী একটি প্রাচীন জাহাজের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের দাবী হচ্ছে এটিই নূহ (আঃ)-এর সেই বিখ্যাত কিশতী, যা প্লাবন থেকে নবীর অনুসারীদের বাঁচিয়েছিল।

জানা গেছে, হংকংভিত্তিক একটি গবেষণা সংস্থা 'নোয়াস আর্ক মিনিস্ট্রিজ ইন্টারন্যাশনাল'-এর তুর্কী এবং চীনা গবেষকদের একটি দল সম্প্রতি পূর্ব তুরস্কের মাউন্ট আরারাতে সন্ধান পেয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কাঠের জাহাজের। ঐ অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত জাহাজের কাঠামোর অভ্যন্তরীণ গঠন এবং কার্বণটেস্টের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, এর বয়স প্রায় ৪,৮০০ বছর। বিভিন্ন পরীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা ৯৯% ভাগ নিশ্চিত যে, এটি নূহ (আঃ)-এর সেই কিশতীর ধ্বংসাবশেষ।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তারা কিছু অক্ষত দেয়াল এবং সেলফ-এর সন্ধানও পেয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, সেই মহাপ্লাবনের সময় এখানেই রাখা হয়েছিল বিভিন্ন প্রজাতির সব প্রাণী এবং উদ্ভিদ।

জার্মানীতে প্রথম মুসলিম মহিলা মন্ত্রী নিযুক্ত

জার্মানীতে এই প্রথম একজন মুসলিম মহিলা মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন। সেদেশের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য লোয়ার স্যাক্সনির পার্লামেন্টে সম্প্রতি আযগুয়েল ওয়েজকানকে সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেলের রক্ষণশীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের সদস্য আযগুয়েল (৩৮) হামবুর্গের এক তুর্কী অভিবাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা

ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের শত বছরের অভিবাসনের ইতিহাসে এই প্রথম হাউস অব কমন্সে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশে জন্ম নেয়া সিলেটের মেয়ে রুশনারা আলী। গত ৭ মে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হন। রুশনারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী লিবারেল ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আজমল মাশরুরকে ১০ হাযারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এই ইতিহাস গড়েন। ৩৫ বছর বয়সী অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট রুশনারা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ২১ হাযার ৭৮৪। প্রতিদ্বন্দ্বী আজমল পেয়েছেন ১০ হাযার ২১০ ভোট।

বিশ্বে ১৫০ কোটি লোক উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ২০ থেকে ২৫ ভাগ লোক উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। সারা বিশ্বে প্রায় ১৫০ কোটি লোক উচ্চ রক্তচাপের শিকার। প্রতি বছরই বিশ্বের প্রায় ৭০ লাখ মানুষ উচ্চ রক্তচাপে মারা যায়। এক আলোচনা সভায় বক্তরা এ তথ্য দেন। এ রোগে আক্রান্ত হ'লে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ, ওষুধ সেবন, তামাক, জর্দাসহ অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করা, প্রতিদিন ৩০ থেকে ৬০ মিটার দ্রুত হাঁটা, ব্যায়াম ও খেলাধূলার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাদ্য তালিকায় চর্বি জাতীয় খাবার যেমন- গরুর গোশত, চিংড়ি, মাছ, মগজ, কলিজা, বাদাম, চিকেন নাগেট, পনির, চিপস, বেভারিজ, আলগা লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। তবে সবুজ ফল, শাক-সবজি অধিকহারে গ্রহণ করতে হবে।

জর্ডান নদী বিলুপ্তির আশংকা

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্রোতধারাগুলোর অন্যতম জর্ডান নদীর দশা এখন মৃত প্রায়। নদীর যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা, পানির বেহিসাবী ব্যবহার, বিভিন্ন স্বার্থে পানির প্রবাহ অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং একাধিক কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এক সময়কার বিখ্যাত এই নদীটি এমন করুণ দশায় পড়েছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১১ সালের মধ্যেই জর্ডান নদীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটবে। এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, জর্ডান নদীর তীরবর্তী অন্তত সাড়ে তিন লাখ মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ফেলছে এ নদীতে।

ইসরাঈলের কাছে ৩শ' পরমাণু বোমা আছে

বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা সামরিক সাময়িকী সাপ্তাহিক 'জেনস ডিফেন্স উইকলি' ইসরাঈলকে বিশ্বের ষষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে উল্লেখ করেছে। ব্রিটেনের এই সাপ্তাহিক ব্রিটিশ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলেছে, তেলআবিবের ভাণ্ডারে বর্তমানে ১০০ থেকে ৩০০টি পরমাণু বোমা রয়েছে। ভূমি, আকাশ বা সাগর পথে এসব পরমাণু বোমা দিয়ে হামলা করা যাবে।

মুসলিম জাহান

মালয়েশিয়ায় তৈরী হালাল প্রসাধনীর চাহিদা বিশ্বজুড়ে

মালয়েশিয়ায় তৈরী হালাল প্রসাধনী সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেই সঙ্গে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান উপার্জন করছে বছরে কোটি কোটি টাকা। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ জিনিসের সাহায্যে যেসব প্রসাধনী তৈরী হয়ে থাকে তাকে বলা হয় হালাল প্রসাধনী। মালয়েশিয়ার ফামিজা যুলকিফলি নামের এক মহিলা একদিন তার শিশুকে গোসল করাতে গিয়ে লক্ষ্য করেন, শিশুকে গোসল করানোর জন্য সত্যিকার অর্থে বিশুদ্ধ কোনও সাবান বাজারে নেই। বাজারে যেসব সাবান পাওয়া যায়, তা কোনও হালাল দ্রব্য থেকে তৈরী হচ্ছে না। বাজারে সাবান আছে, তবে তা তৈরী হয় হারাম পশুর চর্বি ও মদ দিয়ে। এসব উপাদান কোনও মুসলমান ব্যবহার করতে পারে না। কারণ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হারাম ও হালালের পার্থক্য যেমন বুঝিয়েছেন, তেমনই হারাম বা অপবিত্র জিনিস ব্যবহারের মধ্যে যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি হয় তাও জানানো হয়েছে।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট উমারু ইয়ার আদুয়ার ইন্তেকাল

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট উমারু ইয়ার আদুয়া গত ৫ মে নিজ প্রাসাদে ইন্তেকাল করেছেন। আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল ঐ দেশটির প্রেসিডেন্ট পাঁচ মাস যাবত হৃদরোগে ভোগার পর মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। নাইজেরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ক্যাটসানা নগরীর নিজ বাড়ীতে ৬ মে তাকে দাফন করা হয়। তিনি হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য গত নভেম্বরে সঊদী আরব যান এবং ফেব্রুয়ারীতে দেশে ফিরে আসার পর থেকে তাকে জনসম্মুখে দেখা যায়নি। প্রেসিডেন্ট ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের সমর্থকদের মধ্যকার বিরোধের জের ধরে মার্চ মাসে মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ইয়ার আদুয়া প্রথম একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ২০০৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এদিকে গুডলাক জনাথন গত ৬ মে দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

যৌন হয়রানী থেকে রক্ষা করতে মালয়েশিয়ায় মহিলাদের জন্য পৃথক ট্রেন চালু

মালয়েশিয়ায় মহিলাদের জন্য পৃথক ট্রেন কোচ চালু করা হয়েছে। যৌন হয়রানী থেকে মহিলাদের রক্ষা করতে তারা ঐ ট্রেন চালু করেছেন। এর ফলে মুসলমান মহিলারা পুরুষদের সহযাত্রী না হয়ে নিজেরাই পৃথকভাবে ভ্রমণ করার এক দুর্লভ সুযোগ পেলেন। প্রথমে রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে পশ্চিমের ক্লাং বন্দর পর্যন্ত এ বিশেষ রেল সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

পরমাণু অস্ত্রবাহী পাকিস্তানের সফল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম স্বল্পপাল্লার দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান। প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ৮ মে এ পরীক্ষা চালানো হয়। গযনবী ও শাহীন-১ নামে দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র গযনবী ৩শ' ও শাহীন-১ সাড়ে ছয়শ' কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে লক্ষ্যে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শৈশবে বেশী টিভি দেখলে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হয়

সম্প্রতি কানাডার গবেষকরা জানিয়েছেন, শৈশবে অধিক সময় টেলিভিশন দেখলে পরবর্তী সময়ে এর নেতিবাচক ফল হ'তে পারে। ২ বছর বয়স থেকে যদি টেলিভিশনের সামনে শিশুদের সময় কাটানোর অভ্যাস তৈরী হয় তবে ১০ বছর বয়সেই এর নেতিবাচক ফল পাওয়া শুরু হয়। কানাডার ইউনিভার্সিটি দ্যা মন্ট্রিয়লের গবেষকরা দেখেছেন যে, শিশু অবস্থায় বেশী টিভি দেখলে এর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। নেতিবাচক ফল কেবল তার মস্তিষ্কেই নয় তার লাইফস্টাইল এবং অভ্যাসের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। জানা গেছে, যেসব শিশু ২ বছর বয়স থেকে টিভি দেখে তারা ১০ বছর বয়সে ক্লাসের বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে অনীহা দেখায়। তারা শারীরিক কোন কাজ করতে চায় না। আর ক্লাসের মধ্যে ফোর্থগ্রেড এর পর্যায়েই চলে যায়। গবেষক লিন্ডা এস. পাগানি জানিয়েছেন, মা-বাবার সঙ্গে বসে সন্তান তথ্য জানার জন্য টিভি দেখতে পারে। তবে অল্প বয়সে অতিরিক্ত টিভি দেখার প্রভাবের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে তাদের।

লবণের দানায় বিশ্ব মানচিত্র

আইবিএম-এর গবেষকরা বিশ্বের সবচাইতে ছোট ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরী করেছেন। এটি এতোই ছোট যে, এমন এক হাযার মানচিত্র আটবে স্রেফ লবণের একটি দানার ভেতরে। পেন্সিলের নিবের চাইতে এক লাখ গুণ তীক্ষ্ম সিলিকনের মাথা ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তিতে এ ধরনের মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ম্যাটার হর্ন নামের এলপাইন পাহাড়ের ২৫ ন্যানোমিটারের অনুকৃতি বানাতে তারা ব্যবহার করেছেন আণবিক আকারের কাঁচ। এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রযুক্তি ব্যবহার করেই মাত্র ২২ ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্য ও ১১ ন্যানোমিটার প্রস্থের পলিমারে তারা বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র এঁকেছেন।

জমাট পানি গ্রহাণুতে

সূর্য থেকে ৪ কোটি ৮০ লাখ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রহাণুতে জমাট পানির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ পানি বরফাকারে ছড়িয়ে আছে টোয়েন্টি ফোর থেমিস নামের গ্রহাণুটির পৃষ্ঠদেশে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আবিষ্কার পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলোর বেশিরভাগ পানি মহাকাশ থেকে আসার থিওরিটাকেই সমর্থন করছে। টোয়েন্টি ফোর থেমিস নামের গ্রহাণুটির ব্যাস প্রায় ২০০ কিলোমিটার। প্রধান গ্রহাণুপুঞ্জে এটাকে সবচেয়ে বড় গ্রহাণুগুলোর একটি হিসাবে ধরা হয়। সূর্য এবং মঙ্গলের যে দূরত্ব, তার দেড়গুণ বেশী দূরত্বে থেকে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

চাঁদের উত্তর মেরুতে বরফের সন্ধান

ভারতীয় মহাশূন্য যানে করে মহাশূন্যে পাঠানো মার্কিন রাডার চাঁদের উত্তর মেরুর কয়েকটি ফাটলে চাঁই চাঁই বরফের সন্ধান পেয়েছে। মার্কিন মহাশূন্য কেন্দ্র নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রাকৃতির রাডার এসএআর চাঁদে এক থেকে ৯ মাইল দীর্ঘ ৪০টিরও বেশী ফালি দেখতে পেয়েছে। এগুলো জমাটবাঁধা বরফে পূর্ণ। এসএআর পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চাঁদে বরফের অস্তিত্ব এই উপগ্রহে ভবিষ্যৎ মিশন পরিচালনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

www.at-tahreek.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের দক্ষিণবঙ্গ সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দেশব্যাপী যেলা সম্মেলনের অংশ হিসাবে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি যেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে গত ১৯ এপ্রিল হ'তে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত একটানা পাঁচদিনের সফরে দক্ষিণবঙ্গ গমন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। রাজশাহী থেকে ১৯ এপ্রিল সকাল ৯-টায় তিনি স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর ও মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা সমূহের উদ্যোগে আয়োজিত যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন। পাঁচদিনের এই দীর্ঘ সফরে তাঁর সার্বক্ষণিক সফরসঙ্গী ছিলেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার 'দাওরায়ে হাদীছ' বিভাগের ছাত্র ছাদিক্ব মাহমূদ ও মেসবাহুল ইসলাম। তাছাড়া উক্ত সফরে আরো যোগদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) প্রমুখ। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

দলীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলুন!

- পিরোজপুর যেলা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পিরোজপুর ১৯ এপ্রিল সোমবার : রাজশাহী হ'তে সকালে রওয়ানা হয়ে দুপুর আড়াইটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত পিরোজপুর যেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) থানায় পৌঁছেন। সেখানে পূর্ব থেকে অপেক্ষমান যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন, সহ-সভাপতি ডাঃ আযীযুল হক ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ শাহ আলম বাহাদুর আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীদের স্বাগত জানান। থানা কম্পাউন্ডের ভিতরে গাড়ী রেখে ট্রলার যোগে 'সন্ধ্যা' নদী পার হয়ে ৩-টার সময় তারা সম্মেলন স্থল সোহাগদল বন্দরে পৌঁছেন। অতঃপর বাদ আছর থেকে রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত সোহাগদল কে.পি.ইউ. মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। ১৯৯৭-এর পরে দীর্ঘ প্রায় ১২ বৎসর পর সোহাগদলে আসতে পেরে তিনি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর সমবেত সুধীবৃন্দকে আল্লাহ প্রেরিত শাশ্বত কল্যাণ বিধানের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে। তিনি বলেন, দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ ও নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের একটিমাত্র শর্তেই কেবল মুসলিম ঐক্য সম্ভব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। যে দাওয়াত নবী-রাসূলগণ দিয়েছিলেন, যে দাওয়াত আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন দিয়েছিলেন সেই একই দাওয়াত নিয়ে আমরা ময়দানে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে মূলের দিকে ফিরে যাওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। কেননা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব রচিত বিধান মানুষের জন্য সত্যিকারের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত বিধানই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। অতএব আসুন এলাহী বিধানের নিকটে সকলে আত্মসমর্পণ করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ আযীযুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মুযাফফর বিন মুহসিন, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

শর্ষিণার নিকটবর্তী (সন্ধ্যা নদীর অপরতীরে) অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সোহাগদল ছাড়াও আদর্শ বায়া, মাহমুদকাটি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও সুধীগণ ট্রলার যোগে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বন্দরের হিন্দু-মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও স্থানীয় ফযিলা রহমান মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব আব্দুল হামীদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আলহাজ্জ শাহ আলম বাহাদুর সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বিচ্ছিন্ন স্মরণীয় ঘটনা :

যে মসজিদ, মাদরাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ ময়দানে সম্মেলন হচ্ছিল, উক্ত মসজিদে মাগরিবের জামা'আতে আহলেহাদীছ মুছল্লীগণ সশব্দে আমীন বলায় ইমাম ছাহেব ছালাত ছেড়ে দিয়ে রাগতঃস্বরে কৈফিয়ত তলব করেন। অতঃপর মুছল্লীদের অনুরোধে ৩/৪ মিনিট পর রাগে গর গর করতে পুনরায় ছালাত শুরু করেন (২) রাত্রি সাড়ে ৯-টার দিকে আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের কিছু পূর্বে একই মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা করা হয় যে, আমরা চার মাযহাবে বিশ্বাসী এবং এটি মাযহাবী

www.at-tahreek.com

এলাকা। এখানে লা-মযহাব চলবে না। আপনারা আপনাদের মসজিদের সামনে চলে যান। উল্লেখ্য যে, এলাকাটি শর্ষিণা পীরের এলাকা। অবশ্য তাদের এইসব কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। তাছাড়া ১৯৯৭ সালে একই স্থানে মাহফিল শেষে আমীরে জামা'আতের হাতে ১২ জন নতুন ভাই 'আহলেহাদীছ' হয়ে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মপরিষদ বৈঠক : পরদিন ২০ এপ্রিল বাদ ফজর সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যদের সাথে সভায় মিলিত হন। তিনি যেলার সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং দাওয়াতী কাজে আরো নিবেদিত ও দায়িত্ব সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে উপস্থিত সকলে আমীরে জামা'আতের হাতে হাত রেখে শারঈ আনুগত্যের বায়'আত করেন। অতঃপর সকাল সাড়ে ৮-টায় তিনি বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা হন।

সৃষ্টিকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করুন!

-খুলনা যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

খুলনা ২১ এপ্রিল বুধবার : দক্ষিণবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিন বাগেরহাট যেলা সম্মেলন অজ্ঞাত কারণে না হওয়ায় আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে একদিনের ঝটিকা সফরে সাতক্ষীরা গমন করেন। অতঃপর ২২ এপ্রিল বুধবার খুলনা যেলা সম্মেলনে যোগদান করেন। খুলনা মহানগরীর ঐতিহাসিক হাদীছ পার্কে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত বিধানই একমাত্র কল্যাণ বিধান। এই বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হ'লে এদেশ নিঃসন্দেহে একটি শান্তিপূর্ণ দেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, পুলিশ ও র‌্যাব দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না মানুষ নৈতিক গুণে গুণান্বিত হবে। এলাহী বিধানের স্পর্শে সর্বোচ্চ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি জাগরিত হ'লে আপনা থেকেই সকল অন্যায়, অবিচার, অনাচার, রাহাজানি বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আমরা নেতৃত্বের নয়, নীতির পরিবর্তন চাই। কেননা বিগত ৬২ বছরে বহু নেতার বদল হয়েছে, কিন্তু নীতির বদল হয়নি। তিনি বলেন, গণ নির্যাতনের উদ্দেশ্যে তৈরী বৃটিশ আইনে আজও দেশ পরিচালিত হচ্ছে। যা অবশ্যই বাতিল করা উচিত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুযাফফর বিন মুহসিন, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (ঢাকা), মাওলানা যুবায়ের আহমাদ (বাগেরহাট), মাওলানা ফীরোয আহমাদ (খুলনা) প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

সার্বিক জীবনে তাক্বওয়া অবলম্বন করুন!

-যশোর যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

কেশবপুর, যশোর ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : খুলনা যেলা সম্মেলন শেষ করে পরদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় আমীরে জামা'আত সফর সঙ্গীদের নিয়ে যশোর যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে খুলনা ত্যাগ করেন। দুপুরের মধ্যেই তিনি যশোরের কেশবপুর পৌঁছেন। অতঃপর বাদ আছর হ'তে শুরু ঐতিহ্যবাহী পাবলিক হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত বিশাল জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি আছহাবুল উখদূদের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, সর্বোচ্চ আল্লাহ ভীতি ব্যতীত মুমিন জীবনে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। তিনি বলেন, সফলতা দাঈর জীবদ্দশায় আসবে এমনটি নয়। বরং তা দাঈ ইলাল্লাহ্‌র মৃত্যুর পরেও আসতে পারে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে থাকে। বিগত নবী-রাসূলগণের জীবনী থেকেও আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশ্ব মানবতাকে সার্বিক জীবনে আল্লাহভীরু হওয়ার আহ্বান জানায়। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুত্তাকী হওয়ার কোশেশ করা নিষ্ফল সাধনা বৈ কিছুই নয়। মূলতঃ এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত ও নির্যাতিত। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া বিশ্বজয়ী আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়া।

কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন (যশোর), সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা)।

ইসলামই বাংলাদেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ

-মুজিবনগরের যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

মুজিবনগর, মেহেরপুর ২৩ এপ্রিল শুক্রবার : যশোর যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন সকাল ৮-টায় আমীরে জামা'আত

www.at-tahreek.com

মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি দুপুর ১২-টায় মেহেরপুরের বামুন্দী বাজারে পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বিকাল ৫-টা হ'তে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের আম্রকাননের সন্নিকটস্থ কেদারগঞ্জ হাটে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত বিশাল জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার যে সূর্য একদিন অস্তমিত হয়েছিল, মুজিবনগরের আম্রকাননে সেই স্বাধীনতার হারানো সূর্য আবার উদিত হয়েছে। তিনি বলেন, কেবলমাত্র ইসলামের কারণেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গ একদিন পাকিস্তানে যোগদান করেছিল। আজও কেবল সেই ইসলামী চেতনাই পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে। তিনি বলেন, একই ভাষাভাষী ও একই বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের শরীক পশ্চিম বঙ্গ হ'তে পূর্ব বঙ্গ পৃথক হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্র সত্তায় মিশে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্রের উপরে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার মূল আদর্শিক প্রেরণাই ছিল 'ইসলাম'। তিনি বলেন, ইসলামের জন্য স্বাধীনতা পেয়েছি এটি যেমন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ইসলাম অপরিহার্য- এটাও তেমনি অকাট্য সত্য। আর এ কারণেই আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট হ'ল ইসলাম। এদেশের অল্প শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত তরুণদের ব্রেইন ওয়াশ করে এদেরকে তারা তাদের গুলি ও বোমার অসহায় খোরাক বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সাবধান হয়ে যাও! বিদেশীদের পাতানো ফাঁদে পা দিবে না। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় জাদুখালী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মুযাফফর বিন মুহসিন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (মেহেরপুর), কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' এর সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়া প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও যেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, মুজিবনগরের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে মানুষের উপস্থিতি ছিল নযীরবিহীন এবং অভিজ্ঞ জনদের মতে তা ছিল বিগত যেকোন বড় রাজনৈতিক জনসভার চাইতে তিনগুণেরও বেশী। সম্মেলনস্থল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। তিল ধারনের ঠাঁই ছিল না। বহু মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনেছেন। মানুষের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের কারণে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও ঠাসাঠাসি হয়ে বসতে হয়েছে। যেলার বিভিন্ন এলাকা ও পার্শ্ববর্তী যেলা সমূহ থেকে ৬৫টি রিজার্ভ বাস, ৭টি মাইক্রো, সাড়ে তিন শতাধিক ভটভটি (ইঞ্জিন চালিত রিক্সা ভ্যান) সহ লাইনের বাস, মটরসাইকেল, বাইসাইকেল যোগে হাযার হাযার নারী ও পুরুষ সম্মেলনে যোগদান করেন। মহিলাদের জন্য পৃথক প্যান্ডেলের ব্যবস্থা ছিল।

মেহেরপুর যেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটানা পাঁচ দিনের দক্ষিণ বঙ্গ সফরের সমাপ্তি ঘটে। সম্মেলন শেষ করে রাত ১২-টায় আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ভোর রাত ৩-টায় রাজশাহী দারুল ইমারতে ফিরে আসেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া ১১ মে মঙ্গলবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া যেলার উদ্যোগে অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে হারামের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অথচ ইসলামপন্থী মন্ত্রী-এমপিরাও এসবের নীরব সমর্থন যুগিয়েছেন। তিনি বলেন, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, মাদকতা ও নারী নির্যাতন পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় এখন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নীতি নৈতিকতার উন্নয়ন ব্যতীত যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, মানুষ যত বেশী ধার্মিক হবে, দেশ তত বেশী এগিয়ে যাবে। আর মানুষ যত বেশী ধর্মনিরপেক্ষ হবে, দেশ তত বেশী পিছিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানায়। তিনি বর্তমানের সূদী ব্যাংকগুলিকে পূর্বেকার যুগের কাবুলীওয়ালাদের সাথে তুলনা করে বলেন, সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে এবং গরীব আরও নিঃস্ব হচ্ছে। তিনি বলেন, এদেশের প্রভাবশালী বিত্তবান ঋণখেলাফীদের শত শত কোটি টাকার ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয়, কিন্তু গরীব কৃষকের সামান্য ঋণ বাকী পড়লে সরকার তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা করেন। তিনি সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করে সূদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল কুষ্টিয়া শহরে আহলেহাদীছের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণকালের সর্বপ্রথম ইসলামী সমাবেশ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহহাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার বর্ষীয়ান রাজনীতিক, সমাজ সেবক ও প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট সা'দ আহমাদ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আখতার হোসাইন।

দেশের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজান!

-ঢাকা যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

ঢাকা ১৪ মে শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৃটিশদের আইন ও বিচার ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকার বিনষ্ট হচ্ছে। প্রচলিত এই বিচার ব্যবস্থার কারণেই হাযার হাযার নিরপরাধ মানুষ হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে অথবা যামিন নিয়ে আদালতের দুয়ারে হেঁটে হেঁটে নিঃস্ব হচ্ছে। তিনি বৃটিশের রেখে যাওয়া নির্যাতন মূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংস্কারের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, শিক্ষার নিম্নস্তর হ'তে উচ্চস্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কুরআন-হাদীছ বিরোধী কোন সংস্কার এ দেশের মানুষ মানতে বাধ্য নয়। তিনি বলেন, শতকরা ৩৩ ভাগ মহিলা কোটা, নেতা-নেত্রীর ছবি টাঙ্গানো, ছাত্র ও ছাত্রীদের সহশিক্ষা ইত্যাদি অনৈসলামী বিধি-বিধান মাদরাসা শিক্ষার উপরে চাপিয়ে দিবেন না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে তিনি বলেন, এ আন্দোলন নতুন কিছু নয়। এটি ছাহাবা যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী বিশ্বায়নের নামে সারা বিশ্বের মুসলমানদের গ্রাস করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আর এর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে মুসলমানদের অনৈক্যকে। যৎসামান্য বিষয়ে ইস্যু সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ বিনষ্ট করে এরা মুসলমানদের শেষ করে দিতে চায়। তিনি আলেম-ওলামাদের উদ্দেশ্যে বলেন, শূন্যে অনেক তরবারী ঘুরিয়েছেন, ছায়ার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছেন, এখন সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীনের রজ্জুকে একত্রিতভাবে ধরুন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার বয়সে ছোট হলেও আমি তাকে ইসলামের একজন বীর সেনাপতি হিসাবে শ্রদ্ধা করি এবং আমি মনে করি আমার পরকালের যে সঞ্চয় আছে তার মধ্যে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে ভালবাসাটাও একটা সঞ্চয়। মুসলমানদের ঐক্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ডঃ গালিব যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আমি তার নেতৃত্বের পিছনে যেতে রাযী আছি। তিনি বলেন, মুসলমানদের ঈমান রক্ষায় আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি কতদিন বাঁচব জানিনা, এরপর আবার দ্বিতীয়বার আপনাদের সাথে দেখা হবে কি-না তাও জানি না, তারপরও বলছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের সংগ্রাম ও সাধনার সাথে একমত থাকব।

সম্মেলনে বক্তাগণ বর্তমান সরকারের নিকটে আমীরে জামা'আত সহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপরে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের দায়ের করা মিথ্যা মামলা সমূহ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান এবং এ মর্মে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারা বলেন, অনতিবিলম্বে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মিথ্যা মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা না করলে বর্তমান সরকারও বিগত জোট সরকারের যুলুম-নির্যাতনের ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী হিসাবে গণ্য হবেন।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মজলিসে শূরা সদস্য ড. এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, কাঞ্চন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ

(নারায়ণগঞ্জ)-এর খত্বীব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রক্বীব প্রমুখ।

আহলেহাদীছ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নাম নয়, এটি একটি দাওয়াতের নাম

-সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ২৩ মে রবিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে যেলার ঐতিহ্যবাহী আব্দুর রাযযাক পার্কে বাদ আছর অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত বিশাল জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন মাযহাব বা মতবাদের নাম নয়। বরং এটি একটি দাওয়াতের নাম। যে দাওয়াত সংরক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে। ছাহাবা যুগ হ'তে চলে আসা এ দাওয়াত মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী বিধানের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এ দাওয়াত শিরক ও বিদ'আত এবং তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের তাকীদ দেয়। আমীরে জামা'আত বলেন, এ আন্দোলনের অন্যতম শ্লোগান 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' বাতিলের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। আর এ কারণেই আমাদের উপরে নেমে এসেছে বহুমুখী যুলুম-নির্যাতন ও হয়রানী মূলক মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমের স্টীম রোলার। তবে এতে হতাশার কোন কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ দুনিয়াবী এই পরীক্ষাই হবে আগামী দিনের বিজয়ের সোপান। তিনি কর্মীদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর সরকারী এম.এম. কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সদর উপযেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা মুহাম্মাদ বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালিম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রদত্ত বিশেষ অতিথির ভাষণে মাননীয় উপযেলা চেয়ারম্যান বলেন, মাননীয় প্রধান অতিথি কেবল সাতক্ষীরার গর্ব নন, তিনি জাতির কৃতি সন্তান। তাঁর উপরে ও তাঁর সাথীদের উপরে অন্যায়ভাবে যে যুলুম ও নির্যাতন করা হয়েছে, আমরা পূর্বেও এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছি, আজও নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে হ'লেও তাঁর উপরে আরোপিত সকল মিথ্যা মামলা অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। অতঃপর উপস্থিত জনগণের মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বণির মাধ্যমে যেলা সভাপতির পেশকৃত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং আমীরে জামা'আতের উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

সম্মেলনে বাংলা অনুবাদ সহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার হেফয বিভাগ থেকে সদ্য সনদপ্রাপ্ত ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া বাঁকাল-এর ছাত্র মুহাম্মাদ আবু রায়হান। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন (ছাত্র, বাঁকাল মাদরাসা)।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের আগের দিন এবং সম্মেলনের দিন বিকাল পর্যন্ত যশোর ও সাতক্ষীরা সদর উপযেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হ'লেও মহান আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে সম্মেলনস্থল ও তার আশপাশ ছিল বৃষ্টিমুক্ত। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। সম্মেলনে উপস্থিতিও ছিল বিগত বছরগুলির চাইতে বেশী ও কানায় কানায় ভরা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মাইকের হর্ণ সংযুক্ত করায় বহু মানুষ প্যাণ্ডেলের বাহির থেকে বক্তব্য শোনেন। খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকা থেকে রিজার্ভ বাস, মিনিবাস, মাইক্রো, ভটভটি যোগে হাযার হাযার নারী ও পুরুষ সম্মেলনে যোগদান করেন। মহিলাদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন একাধিক স্থানীয় দৈনিক সহ ইসলামিক টিভির বিকাল সাড়ে ৩-টা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৬-টার সংবাদে সম্মেলনের সচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হয়।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

বীর গোয়ালা, নওহাটা, রাজশাহী ১৬ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ হ'তে এশা পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বীর গোয়ালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসাইন। সমাবেশে বড়গাছীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ হ'তে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ৬ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা চোরকোল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চোরকোল এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি আসাদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে যুবসংঘের বর্তমান ও সাবেক যেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বানেশ্বর, রাজশাহী ২১ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বানেশ্বর গরুহাটা জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই ইবাদত কবুলের জন্য তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী হ'তে হবে। অন্যথায় কোন ইবাদতই কবুল হবে না। বিশেষ অতিথি হিসাব উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ। উল্লেখ্য, একই স্থানে বাদ আছর 'সোনামণি সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বানেশ্বর এলাকার পরিচালক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশেও মেহমানদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।

ভাদড়া, আমতলী, ঝিনাইদহ ২৪ মে সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব ভাদড়া জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র 'অহি'। আর তা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। মানব জীবনের সকল সমস্যায় আমাদেরকে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। তাহ'লে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কোন বিভক্তি থাকবে না। তিনি সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাব উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ভাদড়া 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক ডাঃ বযলুর রশীদ।

কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১১, ১২, ১৩ মে, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার : গত ১১ মে মঙ্গলবার বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর 'তিন দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ২০১০' শুরু হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুফাক্ষার হোসেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

কমিটি পুনর্গঠন

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ৫ মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও জামদই শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল আযীয। প্রশিক্ষণ শেষে মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জামদই এলাকা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সূচীপত্র

সিঙ্গাপুর ৯ মে রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সিঙ্গাপুরের আঙ্গুলিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আব্দুল মুক্বীতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মু'আযযম হোসেন, ফাকীরুল ইসলাম ও আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক যুবসংগঠন। এ সংগঠন মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে এ সংগঠনভুক্ত হয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে মু'আযযম হোসেনকে সভাপতি ও আব্দুল মুক্বীতকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখা গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল :

১. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী: বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া থেকে ১৯ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৮ জন A+, ৭ জন A পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা হ'ল- আরীফুল (দিনাজপুর), আল-আমীন (দিনাজপুর), ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা), আসলাম হোসাইন (কুষ্টিয়া), রেযাউল করীম (গাইবান্ধা), তারেক মাহমূদ (জামালপুর), আসীফ রেযা (রাজশাহী), শিহাবুদ্দীন (গাইবান্ধা)। A গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল- ইসরাফীল (রাজশাহী), মাহমূদুল হাসান (রাজশাহী), খায়রুল ইসলাম (রাজশাহী), তাকীউদ্দীন (রাজশাহী), তারেক মাহমূদ (রাজশাহী), ইলিয়াস (জয়পুরহাট), রবীউল আউয়াল (নওগাঁ)।

২. দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা: বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্ররা বরাবরের ন্যায় এবারও শতভাগ পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ বৎসর উক্ত মাদরাসা থেকে ১১ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৭ জন A+, ৩ জন A এবং ১ জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা হ'ল ফাহ্রুকুয্যামান (গোল্ডেন), শাহেদ আলম (গোল্ডেন), ইলিয়াস হোসেন (গোল্ডেন), ইশারত হোসেন, সাদ্দাম হোসেন, রাশিদুল ইসলাম ও মাসঊদ রেযা। A গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল ঈমান আলী, শরীফুল ইসলাম ও আবু রায়হান। A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে আশরাফুল ইসলাম।

[আমরা উত্তীর্ণ ছাত্রদের উন্নত ভবিষ্যৎ ও সার্বিক সফলতা কামনা করি- সম্পাদক]

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা নাশ্তা সহ তিন বেলা রুচি সম্মত বাঙ্গালী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও জবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।
* বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত পরিহার করে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

পরিচালনায়ঃ
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা
মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭; ০১৯২০৫৮৭১৮৫।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ
ডি.বি.এইচ, ইন্টারন্যাশনাল
ভি,আই,পি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫১/১ ভি,আই,পি, রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোনঃ (০২) ৮৩৬১৩৬১; ৯৩৪৭০৪৩; ৯৩৫৪৫১০

রাজশাহী অঞ্চলে যোগাযোগ
মুহাম্মাদ মোফাক্ষার হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১০ ১৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জনমত কলাম

ছাত্রদের ওপর মোবাইল ফোনের কুপ্রভাব

*আসীফ রেজা**

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। বিজ্ঞানের প্রসার ও বিকাশ ঘটিয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞান মানব জীবন থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভোগান্তি দূর করে জীবনকে করেছে সহজ-সাবলীল ও সুন্দর। নতুন ও সম্ভাবনাময়ী আবিষ্কারের কল্যাণমুখী প্রয়োগে আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান যোগ করেছে এক নব দিগন্ত। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা বিজ্ঞান নতুন নতুন বিস্ময় উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানবজাতীকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে। পৃথিবীকে মানুষের জন্য পরিণত করেছে বিশ্বগ্রামে (Global village)। জীবনকে করে তুলেছে গতিময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের পাশাপাশি যোগাযোগের সহজতম মাধ্যম হিসাবে বিজ্ঞান যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে অসংখ্য বিকল্প। ডাক যোগাযোগের সহজতর বিকল্প হিসাবে আবিষ্কার করেছে ফ্যাক্স, টেলিফোনের সহজতর বিকল্প হিসাবে ওয়্যারলেস প্রভৃতি। আবিষ্কারের এই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের যে আবিষ্কারটি বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, তা হ'ল মোবাইল ফোন। এর অপর নাম মুঠোফোন। বিজ্ঞানের এই অনুপম সৃষ্টি মোবাইল ফোন বর্তমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় নবদিগন্তের সূচনা করেছে। গোটা বিশ্বকে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এর সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে সংবাদ আদান-প্রদান, যোগাযোগ স্থাপন, ভাবের বিনিময় সম্ভব হয়ে উঠেছে।

শুধু কি তাই? বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে মোবাইল ফোনের আকার-আকৃতি ও ব্যবহারে এসেছে বৈচিত্র্য ও অভাবনীয় পরিবর্তন। আবেগ-অনুভূতি বিনিময়ের দ্রুততম মাধ্যম হওয়া ছাড়াও মোবাইল ফোন আজকাল মানুষের অন্যতম বিনোদন সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। অবসাদ দূর ও অবসরকে আনন্দময় করে তুলতে এতে সংযোজিত হয়েছে অডিও, ক্যামেরা, ভিডিও প্রভৃতি প্রযুক্তি। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অনুষ্ঠানকে জীবন্ত ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য বর্তমানে ভিডিও ক্যামেরার প্রয়োজন আর তেমন অনুভূত হয় না। একটি উন্নতমানের মোবাইল ফোন থাকলেই যথেষ্ট। বর্তমানে কম্পিউটারের এক-তৃতীয়াংশ কাজ মোবাইলেই করা সম্ভব হচ্ছে। যদ্দরুন মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি যেন পকেট কম্পিউটারে পরিণত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এর দ্বারা হয়তো কল্পনাতীত কিছু করা সম্ভব হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় নবদিগন্তের দ্বারোন্মোচক ও অপার সম্ভাবনার আধার হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন একটি প্রশ্ন থেকে যায়- মোবাইল ফোন ছাত্রদের কি দিয়েছে?

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। 'বিজ্ঞানের যুগ' বলে কথিত এই আধুনিক কালে মোবাইল ফোনে উচ্চ প্রযুক্তির পরশ থাকায় এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিদেশী মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক কোম্পানী জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বাজারে ছাড়ছে বাহারী ডিজাইন ও বিচিত্র ফাংশনের হাযারো মোবাইল ফোন। বাজারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের নিমিত্তে কোম্পানীগুলো কে কত কম মূল্যে জনগণের হাতে মোবাইল তুলে দিতে পারে সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। বিদেশী এসব কোম্পানী তাদের এই অফারের মাধ্যমে আমাদের দেশের বাজারে যেভাবে জেঁকে বসেছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। এসব মোবাইল সেট বেশ সস্তা হওয়ায় জনসাধারণ মোবাইলের দোকানগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ছাত্র।

এমনিতেই মোবাইল ফোনের প্রতি ছাত্রদের রয়েছে অদম্য আকর্ষণ। তারপরও অনেক সহজলভ্য হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই তা পাওয়ার উপায় খোঁজায় ব্যস্ত। লেখাপড়ার মূল্যবান সময় নষ্ট করে বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজেদের পসন্দের মোবাইল ক্রয় করার জন্য। বাড়ির বাইরে থেকে (যেমন ছাত্রাবাস, স্কুল/মাদরাসা, হোস্টেল ইত্যাদি) অধ্যয়নকারী ছাত্র-ছাত্রীরা হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে এমনকি একাধিক প্রাইভেটের নাম করে মিথ্যা বলে পিতার নিকট হ'তে বেশী বেশী টাকা নিয়ে অথবা দূরে অবস্থান করার অজুহাত দেখিয়ে পিতা-মাতাকে সম্মত করে এবং নিজ বাড়ীতে অধ্যয়নকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার সাথে জেদ করে তাদেরকে মোবাইল কিনে দিতে বাধ্য করছে। এই প্রবণতা খুব বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। তবে একথাও ঠিক যে, অনেক পিতা-মাতা সখ করে তাদের সন্তানদেরকে মোবাইল কিনে দিচ্ছেন।

* নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১০ ১৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

ছাত্রজীবন অনাগত ভবিষ্যতে সাফল্যের বীজ বপনকাল, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলার সময়, শরীর চর্চার মাধ্যমে নিজের মন ও শরীরকে বিকশিত করার সময়, সে মহামূল্যবান রত্মকে তারা হেলায় নষ্ট করছে। একটু অবসর পেলেই, এমনকি পড়ার টেবিলে বসে চুপিসারে মোবাইলে গেমস খেলায় মেতে উঠছে।

শুধু কি গেমস (?)। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমরা গান-বাজনা যেমন হালাল করে নিয়েছি (নাঊযুবিল্লাহ), তেমনি গান-বাজনা শোনার সরঞ্জামের তেমন প্রয়োজনও হয় না। ঘটা করে রেডিও-ক্যাসেটের সামনে বসে সময় নষ্ট করার দরকার আজকের দিনে আর নেই। একটি সাদামাটা মোবাইল ফোন সাথে থাকলেই যথেষ্ট, পথ চলতে চলতেই গান শোনা যাবে। তবে এক্ষেত্রে মেমোরি কার্ড (Memory Card) নামের একটি বস্তু হ'লে আরো সুবিধা হয়। মাত্র ১৬৫ বর্গ মিলিমিটার আয়তনের (সীমকার্ডের চেয়েও ছোট) অতিক্ষুদ্র এ বস্তুটির তথ্য ধারণ ক্ষমতা এত বেশী যে, তা ভিসিডি ডিস্ককেও হার মানায়। এতে শত শত অডিও গান সংরক্ষণ করা যায়। এমনকি এটি একটানা চার ঘণ্টা শব্দসহ ভিডিও চিত্র ধারণ করতে পারে। আর এই শক্তিশালী ক্ষুদ্র বস্তুটি বর্তমানে অধিকাংশ মোবাইলে যুক্ত করার সুবিধা থাকায় মোবাইল আজ বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। হাট-বাজারে, পথে-ঘাটে বের হ'লেই মোবাইল ফোন থেকে গান-বাজনার অশালীন সুর ভেসে আসে। যারা এভাবে রাস্তা-ঘাটে মোবাইলে গানবাজায়, তাদের অধিকাংশই তরুণ ছাত্র। গৃহ-পরিবেশেও গান শোনা বন্ধ নেই। পিতা-মাতার আগোচরে কানে এয়ারফোন ঢুকিয়ে একাকী ঘরে পড়ার টেবিলে গুণ গুণ শব্দ তুলে গান শুনছে অথচ পিতা-মাতা কক্ষের বাইরে থেকে মনে করছেন তার আদরের সন্তান হয়তো অধ্যয়নে নিমগ্ন। কিন্তু তাদের সন্তান যে গান-বাজনার মধ্যে ডুবে আছে তা তারা বুঝতেই পারছেন না।

এর সাথে আবার রয়েছে FM Radio। প্রতিটি মোবাইল ফোনে মেমোরি কার্ড সংযুক্ত করার সুযোগ না থাকলেও বর্তমানে প্রায় ৯০%-এর বেশী মোবাইল ফোনে রয়েছে রেডিওর প্রচার তরঙ্গে প্রচারিত অনুষ্ঠান শোনার সুবিধা। ফলে মোবাইল নামের এ যন্ত্রটি অনেকটা রেডিওর বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী বেতার কেন্দ্রগুলো ছাড়াও অসংখ্য বেসরকারী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা FM প্রচার তরঙ্গে অনুষ্ঠান প্রচার করে। এদের দৈনিক কার্যক্রমের তিন-চতুর্থাংশ সময় জুড়ে থাকে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী গান। অনুরোধের মাধ্যমে এদের কাছ থেকে পসন্দের গান শোনা যায় বলে বর্তমানে এসব FM বেতারকেন্দ্র বেশ জনপ্রিয়। বিশেষতঃ যুব ও ছাত্র সমাজে এদের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশী।

এসব বেতার কেন্দ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সময় অনুরোধের ও পসন্দের গান প্রচার করে থাকে। গানের সাথে আবার রয়েছে কোকিল কণ্ঠী এক জোড়া যুবক-যুবতীর মনকাড়া উপস্থাপনা। ফলে ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার মূল্যবান সময়কে জলাঞ্জলি দিয়ে সেসব সংগীতানুষ্ঠান শোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

মোবাইলের কর্মকাণ্ড শুধু গান-বাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো এতটা শঙ্কিত হ'তে হ'ত না। কিন্তু এর মরণছোবল যে আজ মানুষের চরিত্রে অব্যাহত দংশন করে চলেছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দরুন মোবাইল ফোনে ভিডিও সুবিধা যুক্ত হওয়ায় এ যন্ত্রটি অনেকটা পকেট টেলিভিশনে রূপ নিয়েছে। এতে করে মোবাইল সৎকাজে যতটা না ব্যবহৃত হচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণে ব্যবহৃত হচ্ছে চরিত্র বিধ্বংসী কাজে। বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও গান এমনকি টিভিতে প্রচার অযোগ্য সিনেমা মোবাইলে দেখা যাচ্ছে। মেমোরি কার্ডে ডাউনলোড করে মোবাইলের সাহায্যে অহরহ নীলছবি (Blue film) দেখা হচ্ছে? (নাঊযুবিল্লাহি)। এতে চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, ঘটছে শারীরিক অবক্ষয় আর গুণাহ হচ্ছে অপরিমেয়।

যে চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ, যে সম্পদ একবার হারিয়ে গেলে কোন দিনই ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, সে অমূল্য সম্পদ যে এই যন্ত্রের দ্বারা নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তা কি কেউ কখনো খেয়াল করেছে? এর কারণে কিশোর ও যুবসমাজ আজ চরম হুমকির মুখে। সচেতন বিবেক নিশ্চয়ই জানে যে, কিশোরকালই (১২-১৬ বছর) চরিত্র গঠনের সময়। এ সময়ের সদ্ব্যবহার যেমন ভবিষ্যৎ সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে, তেমনি এ সময়ের অপব্যবহারের দরুন ভবিষ্যতে সীমাহীন দুর্ভোগেরও সম্মুখীন হ'তে হয়।

এখানেই শেষ নয়, এই যন্ত্রটি আজ প্রণয় যোগাযোগেরও দ্রুততম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে এককভাবে শুধু মোবাইল নয়, দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কগুলোও দায়ী। তাদের বিভিন্ন অফার যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রিচার্জে এত শতাংশ বোনাস বা ফ্রি মিনিট, দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে হ্রাসকৃত কলরেট, রাতের জন্য বিশেষ ছাড়, বিশেষ কয়েকটি নাম্বারে সার্বক্ষণিক কথা বলার জন্য সর্বনিম্ন কলরেট ইত্যাদি। আবার কোম্পানীর প্রচার ও প্রসারের জন্য কমমূল্যে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত সীমকার্ড তো রয়েছেই। এমনিতে আমাদের দেশে সহশিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ অবারিত, তারপরও মোবাইলে এতসব সুবিধা; সব মিলিয়ে মোবাইল ফোন যেন প্রণয়ালাপের অদ্বিতীয় মাধ্যম।

www.at-tahreek.com

মোবাইলের মাধ্যমে না দেখেই শুধু কথা বলে অনেকের সাথে গড়ে উঠছে প্রেমের সম্পর্ক। এমনকি এভাবে একে অপরের সাথে 'মোবাইল প্রেম' করে ঘরও বাঁধছে। পরিণামে যা হবার তাই হচ্ছে। ঘর ভাঙছেও দ্রুত।

গৃহে পিতা-মাতার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া বাদ দিয়ে সন্তর্পণে গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলা, প্রত্যাশিত কোন কলের জন্য মোবাইল নীরব (Silent) রেখে অপেক্ষা করা যাতে কেউ টের না পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হোস্টেলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসকের ভয়ে টয়লেট-বাথরুমে ঢুকে কথা বলা ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের পেশায় পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে- সব ছাত্র-ছাত্রী কি একাজে লিপ্ত? না, মোবাইল ব্যবহারকারী অপরিণামদর্শী কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী একাজে লিপ্ত। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, মোবাইল ব্যবহার করে অথচ একাজে সম্পৃক্ত নয় এমন ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যায় অনেক কম। একাজে একদিকে যেমন সময় ও অর্থ অপচয় হয়, তেমনি অপরদিকে বিভিন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। আর চারিত্রিক অবক্ষয় যে ঘটছে তা তো বলাই বাহুল্য।

এতে সামাজিক বা আর্থিক কোন ক্ষতি না হ'লেও একাজ শরী'আত সমর্থিত নয়। ইসলাম মাহরাম ও স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পর নারী-পুরুষের সাথে দেখা করা নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি ফিতনার আশঙ্কা থাকলে পর নারী-পুরুষে কথা বলা পর্যন্ত সমর্থন করেনি। তাহ'লে কিভাবে বেগানা নারী-পুরুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে কথা-বার্তা, প্রেমালাপ চালাতে পারে?

ইতিমধ্যেই দেশের অনেক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তানের ওপর এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখলে তারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে। তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকদের চেষ্টা যথেষ্ট হবে না, এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানীগুলোর উপর কঠোর আইন জারী করতে হবে যাতে তারা ১৮ বছরের কম বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সীমকার্ড বিক্রি করতে না পারে। তবে শুধু আইন করে কোন কাজ হবে না। এসব অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি। কারণ তাক্বওয়া ছাড়া কোন কাজে সাফল্য অর্জন সহজ নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাক্বওয়া সহকারে কার্যকরী পদক্ষেপ অবলম্বনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের এই বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

বিজ্ঞপ্তি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সাম্প্রতিক যুলুম-নির্যাতনের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিথ্যা মামলায় কারাবরণকারী নেতা-কর্মীগণ সহ দেশের ও প্রবাসের সর্বস্তরের সাংগঠনিক ভাই-বোনদের দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের যেকোন স্মৃতিকথা যেমন- কারাগারের স্মৃতি, যুলুম-নির্যাতন ও হয়রানীর বিবরণ, আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কাহিনী এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা সমূহ বিস্তারিত লিখে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। লেখার সাথে পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, **মাসিক 'আত-তাহরীক'**

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাইলঃ ০১৭১৫-০০২৩৮০।

সঊদী আরবে আত-তাহরীকের জন্য যোগাযোগ করুন

*** রিয়াদ ঃ**

(১) আবুল কালাম আযাদ- ০৫৬৫৬২২৪৮৯

(২) মির্জা সিরাজুল ইসলাম- ০৫০৮৭৮৪৯৫৪

(৩) মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন- ০৫৫৯৯-৩৩০৯৭

*** আল-খাবজী ঃ**

তোফাযযল হোসাইন- ০৫০৭৩০২৩৩৬
- ০৫৫৭৩৫৫৯৫২

*** দাম্মাম ঃ**

(১) আব্দুল খালেক- ০৫৬১৬৯৮২২২

(২) যহীরুল ইসলাম- ০৫৬৮১৪৭৪২৫

*** আল-খাবরা, আল-কাসীম ঃ**

হাফেয আখতার মাদানী- ০৫৪২১৬১৩৭৫

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১)ঃ আমাদের এলাকার সার, ডিজেল ও মুদির দোকানদাররা বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০% জোরপূর্বক লাভ নিয়ে থাকে। এটা কি বৈধ হবে?

-মুজাহিদুর রহমান
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ জোরপূর্বক ২০% বেশী নেয়া যুলুম করার শামিল। অতএব তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বাকীতে এক দাম আর নগদে এক দাম এভাবে বিক্রি করা জায়েয আছে *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১; আওনুল মা'বূদ হা/৩৪৫৭-এর আলোচনা ৯/২৩৮)*। ক্রেতা এক্ষেত্রে তার সামর্থ্য অনুযায়ী যে মূল্যে ক্রয় করতে সক্ষম সে মূল্যে ক্রয় করবে।

প্রশ্ন (২/৩২২)ঃ ব্যবসার ব্যস্ততার কারণে জামা'আতে ছালাত আদায়ের পরিবর্তে মাঝে মধ্যে দোকানে বা বাসায় একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ নকীব ইমাম
কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর ঃ ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকলেও জামা'আতে ছালাত আদায় করা উচিত। কারণ ইসলাম মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২ ও ১০৫২)*। তাছাড়া অন্য হাদীছে এসেছে, আযান শুনার পরেও গ্রহণযোগ্য ওযর ছাড়া মসজিদে না আসলে ছালাত হবে না *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭)*। এক্ষণে উক্ত অবস্থায় ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু নেকী কম হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৯৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ তিন রাক'আত বিতর ব্যতীত তাহাজ্জুদ ছালাত সর্বনিম্ন কত রাক'আত আদায় করা যায়?

-মুহাম্মাদ আরেফীন ছিদ্দীক
পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ বিতর ব্যতীত তাহাজ্জুদ ছালাতের সর্বনিম্ন রাক'আত সংখ্যা হচ্ছে দুই *(মুসলিম হা/১৩৯, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রাতের (নফল) ছালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত' *(বুখারী হা/৪৭২; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪)*। অতএব সর্বনিম্ন দু'রাক'আতও আদায় করা যাবে *(বিস্তরিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০১)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪)ঃ বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবে বিভক্ত মুসলিম মিল্লাতের জন্য 'ওয়া'তাছিমু বিহাবলিল্লা-হি জামী'আওঁ ওয়ালা তাফাররাকূ' এ আয়াতের নির্দেশ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

-যুবায়ের আহমাদ
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ... একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। আর সে দলটির পরিচয় হিসাবে তিনি বলেন, আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপর আছি' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। অতএব রাসূল ও ছাহাবীদের গুণাবলী সম্পন্ন জান্নাতী দলে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারলে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে সর্বক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে মেনে চললে ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। উক্ত আয়াতে ঐক্যের জন্য হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরার শর্ত করা হয়েছে, আব্দুল্লাহকে নয়। অতএব যারাই হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরবেন তাদের সাথেই ঐক্য করতে হবে, তাই তিনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন। অন্ততঃ আক্বীদাগত ঐক্য গড়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৫/৩২৫)ঃ মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর'০৬ সংখ্যায় বলা হয়েছে যুল কিফল বনী ইসরাঈলের একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর কাহিনী'তে বলা হচ্ছে তিনি একজন নবী ছিলেন। কোনটি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
দর্শনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর ঃ যুল কিফল একজন নবী ও একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাকে নবীদের সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে *(আম্বিয়া ৮৫-৮৬; ছোয়াদ ৪৮)*। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, যুল কিফলের নবী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৫)*।

যুল কিফল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে দু'স্থানে বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য নবীগণের সাথে যুক্ত করে। যেমন সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে, وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ– 'আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল কিফল,

www.at-tahreek.com

সকলেই ছিল ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত'। 'আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৫-৮৬)*। এ আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর বলেন, فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي– 'পূর্বাপর সম্পর্কে এটা প্রকাশ্য যে, নবীগণের তালিকায় নবী ব্যতীত অন্যদের নাম যুক্ত হয় না'। তবে অন্যেরা কেউ বলেছেন, তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, কেউ বলেছেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। ইবনু জারীর এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন'। কুরতুবী ও শওকানী এখানে যুল কিফল সম্পর্কিত তিরমিযী বর্ণিত দু'টি যঈফ হাদীছ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম-এর বর্ণনায় শুধু 'কিফল' এসেছে। আলবানী বলেন, 'ইনি বনু ইস্রাঈলের একজন ব্যক্তি, কুরআনে বর্ণিত যুল কিফল নন'*(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৮৩)।* কুরতুবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একটি হাদীছ এনেছেন যে, إن ذا الكفل لم يكن نبيا ولكنه عبدا صالحًا 'নিশ্চয়ই যুল কিফল নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন সৎকর্মশীল বান্দা ছিলেন'। অথচ হাদীছটি জাল, যার অবস্থা এই যে, لا أصل له في المرفوع بل موقوف ضعيف أخرجه الطبري وهو منقطع– 'এর মরফূ' হওয়ার অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি মওকূফ, অর্থাৎ আবু মূসার নিজস্ব উক্তি। অথচ যার সূত্র যঈফ এবং যা ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে মুনক্বাতি' অর্থাৎ ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(তাহক্বীক্ব কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৫)*।

(২) আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল কিফল সম্পর্কে। আর তারা সকলেই ছিল উত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৪৮)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন, أي ممن اختير للنبوة অর্থাৎ তারা ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নবুঅতের জন্য বাছাই করা হয়েছিল'। শাওকানী স্বীয় তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীরে বলেন, أنهم من جملة من صبر من الأنبياء– 'তারা হলেন সেই সকল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা বহু কষ্ট সহ্য করেছেন'। অথচ একই তাফসীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ 'যুবদাতুত তাফসীর' নামে যা প্রকাশিত হয়েছে রিয়াদ, দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে, সেখানে বলা হয়েছে, الصحيح أنه رجل من بني إسرائيل، كان لا يتورع عن شيئ من المعاصي فتاب فغفر الله له، ليس نبي، وقال جماعة هو نبي– 'সঠিক কথা এই যে, তিনি বনু ইস্রাঈলের একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি কোন পাপের কাজে দ্বিধা করতেন না। পরে তিনি তওবা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করেন। তিনি নবী নন। তবে একদল বলেছেন যে, তিনি নবী'। প্রশ্ন হ'ল, এমন একজন লোকের কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে নবীগণের তালিকায় বর্ণনা করবেন কেন?

আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০৬, ১০/৩ সংখ্যার ২১/২১ প্রশ্নোত্তরে যুবদাতুত তাফসীরের বক্তব্যটুকু অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। বাড়তি তাহকীক করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। যেটা ভুল হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক মুফাসসির আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী স্বীয় 'আয়সারুত তাফাসীরে' সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরের টীকায় লিখেছেন, وأرجح الأقوال ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صـ أنه قال: 'সব কথার সেরা কথা হ'ল যা বর্ণনা করেছেন আবু মূসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে'- বলেই তিনি যঈফ হাদীছটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যা মূলতঃ কোন হাদীছই নয়, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মোটকথা কুরআন যখন ইসমাঈল, ইদরীস, আল-ইয়াসা' প্রমুখ নবীগণের সাথে যুল কিফলের নাম একসাথে বর্ণনা করেছে, তখন তিনি নবী ছিলেন, এ বিশ্বাসই রাখতে হবে। এর বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। এগুলি ইহুদীদের মিথ্যা রটনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, ইবনু কাছীর সূরা নেসা ১৬৪ আয়াতের তাফসীরে 'যুল কিফল' সহ ২৫জন নবীর তালিকা দিয়েছেন *(ঐ, ১/৫৯৯ পৃঃ)*। কুরতুবী সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, والجمهور على أنه ليس بـــنبي 'জমহূর বিদ্বানগণের মতে তিনি নবী ছিলেন না'। কিন্তু সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতের তাফসীরে তিনি তাকে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। আসলে 'জমহূর' পরিভাষাটি অনেক সময় ভেক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কুরতুবী, ইবনু কাছীর, শাওকানী প্রমুখ মুফাসসিরগণকে বাদ দিয়ে আর কাদেরকে 'জমহূর' বলা হবে? আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৬/৩২৬)ঃ আমি ইসলামের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করি। পর্দার খেলাফ হবে এই আশংকায় আমি গর্ভাবস্থায় দো'আ করতাম যে, আমার প্রসব যেন অস্ত্রোপচারহীন হয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়েছে এবং পরবর্তীতেও বাচ্চা নিলে অপারেশন করতে হবে বলে ডাক্তার জানিয়েছেন। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আর বাচ্চা নেব না। এরূপ সিদ্ধান্ত কি সঠিক হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ কারো দো'আ প্রত্যাখ্যান করেন না। বাহ্যিকভাবে কবুল না হ'লেও হয়ত সে দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্ দো'আকারীকে অন্য বিপদ থেকে রক্ষা করেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৮১; মিশকাত হা/২২৩৬, সনদ হাসান)*। তাই বাচ্চা না নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয়। এমনও হ'তে পারে যে, পরবর্তীতে অপারেশন নাও করতে হ'তে পারে। তাছাড়া অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে সন্তান হ'তে যে কষ্ট হয় অপারেশন করালে তার চেয়ে কম কষ্ট হয়। হ'তে পারে আপনার ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছে। আল্লাহ্ আপনাকে বেশী কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। অতএব উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে এবং কোন মহিলা সার্জনকে দিয়ে অপারেশন করানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৭/৩২৭)ঃ আমি আক্বীদাগত ভাবে আহলেহাদীছ। কিন্তু হানাফী এলাকায় আমার বসবাস হওয়ায় বাধ্য হয়ে হানাফী ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হয়। ঐ ইমাম রাফ'উল ইয়াদায়েন, জোরে আমীন বলা সহ অনেক সুন্নাতই আমল করেন না। অথচ আমি সেগুলো পালন করি। এমতাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা হবে কি?

-ডা. মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
বিপ্রবর্থা, গাযীপুর।

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপর আমল করেই ইমামের অনুসরণ করতে হবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। ছহীহ হাদীছে থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত আমল ইমাম ছেড়ে দিবেন মুক্তাদী হিসাবে সেগুলো আমল করা সম্ভব হ'লে তা পালন করতে হবে *(বুখারী হা/৩৭৮, ৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১, ৪১৪)*। যেমন তিনি জোরে আমীন না বললে, রাফউল ইয়াদায়েন না করলে, বুকে হাত না বাঁধলে আপনাকে তা করতে হবে। এগুলো বিশুদ্ধ সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন সেভাবেই আমাদের ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। উল্লেখ্য, ছালাতে ইমামের ত্রুটি হ'লে তা ইমামের উপর বর্তাবে মুক্তাদীর উপর নয় *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। আর ইমামের অনুসরণ হবে ক্বিয়াম-কু'উদ, রুকূ-সুজূদ এবং ছালাত শুরু ও শেষ করার ব্যাপারে, অন্যান্য সুন্নাত আমল করার ব্যাপারে নয়।

প্রশ্ন (৮/৩২৮)ঃ মসজিদের মধ্যে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আবু ছালেহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর ঃ বাইরে পড়াই সুন্নাত। তবে বিশেষ অবস্থায় মসজিদের মধ্যে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বর ও কনের মধ্যে বিবাহের কাবিননামা রেজিষ্ট্রি হয়েছে। কিন্তু সমাজের প্রথা অনুযায়ী তিন/চার মাস পরে আনুষ্ঠানিকভাবে খুৎবা পড়িয়ে বিবাহ সম্পাদন করে বৌ উঠানো হবে। এই নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল্লাহ
পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।

উত্তর ঃ উক্ত নিয়ম শরী'আত সম্মত নয়। কেননা উপরোক্ত বর্ণনা মতে বিবাহের সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে। কেবল খুৎবা বাকী রয়েছে, যা শর্ত নয়, বরং সুন্নাত। বিবাহের শর্ত হ'ল চারটি। অলি, দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী, মোহরানা ও স্থায়ী উদ্দেশ্যে বিবাহ করা। বিবাহের দু'টি রুকন হ'ল ঈজাব ও কবুল। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি এবং উভয়ে মুহরিম না হওয়া। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হারাম না হওয়া। এক্ষণে যেহেতু বিবাহের সকল শর্ত ও রুকন পূর্ণ হয়েছে, সেহেতু বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারা এখন পরস্পরে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে পারে। অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে খুৎবা ও বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা বিলম্বিত করা সামাজিক কুপ্রথা মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ কাউকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আপনি কেমন আছেন? সে উত্তরে বলল, আল্লাহ্র রহমতে ও আপনাদের দো'আয় ভাল আছি। এরূপ বলা যাবে কি?

-ছাদেক
সোনাপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর ঃ এরূপ বলা উচিত নয়। বরং বলতে হবে 'আল্লাহ্র রহমতে অতঃপর আপনাদের দো'আয় ভাল আছি'। এখানে 'অতঃপর' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২১১৭; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৫৩, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/১৮৭৮)*। তবে শুধু 'আল-হামদুলিল্লাহ্' ভাল আছি' বলা উচিত।

প্রশ্ন (১১/৩৩১)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন ওশর, ফিৎরা ও কুরবানীর টাকা মাদরাসায় দেওয়া যাবে না। উক্ত দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-মুতীউর রহমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং বেসরকারী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব সম্পদের বেশী হকদার। ফী

সাবীলিল্লাহ খাত থেকে এসব স্থানে এ সম্পদ দেওয়া যাবে *(তওবাহ ৬০)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২)ঃ পবিত্র কুরআন ৩০ পারা না ৯০ পারা?

- আহমাদ
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআন ৩০ পারা। যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এর শুরু সূরা ফাতিহা দিয়ে এবং শেষ সূরা নাস দিয়ে। এ কুরআনকেই আল্লাহ হেফাযত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন *(হিজর ৯)*। কোন কোন অমুসলিম ও ভ্রান্ত ফের্কার লোকেরা কুরআনকে কম-বেশী বলে মন্তব্য করে থাকে। এদের চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকা উচিত।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩)ঃ বর্তমানে শরী'আত বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে। এ সমস্ত স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এসব অনুষ্ঠানের পূর্বে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। কারণ যেখানে কুরআনের মূল্যায়ন থাকে না সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪)ঃ ছালাত কখন ক্বছর করতে হয়? ক্বছর করা ওয়াজিব না সুন্নাত? ছালাতে কছর না করলে গোনাহ হবে কি? রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কি কছর করতেন?

-জাফর
ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর ঃ মুসাফির ব্যক্তি ছালাত কছর করবে *(নিসা ১০১; ছহীহ মুসলিম হা/৬৯১; মিশকাত হা/১৩৩৭)*। কিন্তু মুসাফির হয়ে মুক্বীম ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করলে পূর্ণই পড়তে হবে *(আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১)*। কছর করা ওয়াজিব নয় এবং কছর না করলে গুনাহও হবে না। তবে কছর করা উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, সূরা বাক্বারায় এমন একটি আয়াত আছে যা পাঠ করলে কেউ জাহান্নামে গেলেও তাকে আগুনের তাপ লাগবে না, একটি পশমও পুড়বে না। প্রশ্ন হ'ল সেটা কত নম্বর আয়াত এবং কতবার পড়তে হবে?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তর ঃ এটি ভিত্তিহীন কথা মাত্র। জাহান্নামে গিয়ে যদি আগুনের তাপ না লাগে, পশমও যদি না পুড়ে তাহ'লে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে দিবেন কেন? এমন কথা বলা থেকে সাবধান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি পবিত্র কুরআন নিয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ করে যে, আল্লাহর কসম! আমি বাকী জীবনে এই পাপ আর করব না। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় ঐ পাপে লিপ্ত হ'লে তার হুকুম কী?

-মুখলেছুর রহমান
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর ঃ কুরআন মজীদে হাত দিয়ে শপথ করা শারঈ তরীকা নয় এবং পাপ মুক্ত হওয়ারও পদ্ধতি নয়। বরং ক্ষমা পেতে হ'লে আল্লাহ্র নিকট তওবা করতে হবে। পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে, পুনরায় না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদি পুনরায় একই পাপে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে আবার তওবা করতে হবে।

তবে শপথ ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা দিতে হবে। এর কাফফারা হচ্ছে- (১) দশজন মিসকীনকে খাওয়ানো (২) অথবা তাদের পোষাক প্রদান করা (৩) অথবা দাস-দাসী মুক্ত করা (বর্তমানে এটি নেই)। এগুলো করার সামর্থ্য না থাকলে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭)ঃ মসজিদের ভিতরের অংশ উঁচু এবং বারান্দা অংশ নীচু। এতে ছালাতের কোন সমস্যা হবে কি?

-মুতীউর রহমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সমস্যা হবে না। তবে ইমাম একাকী উপরে দাঁড়াতে পারবেন না। একদা আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) একাকী উপরে দাঁড়িয়ে ইমামতি করছিলেন। হুযায়ফা (রাঃ) তাঁকে পিছন থেকে ধরে টেনে সমতল যমীনে নামিয়ে দেন এবং বলেন, আপনি শুনেননি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম যেন মুক্তাদী হ'তে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায় *(আবুদাঊদ হা/৫৯৭)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮)ঃ 'মাসিক আদর্শ নারী' ফেব্রুয়ারী ২০১০ সংখ্যার সুয়াল-জওয়াব পর্বে জনৈকা মহিলার ৪২৮৯ নং প্রশ্ন ছিল, 'তার স্বামী হাসতে হাসতে বলেছে- এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক। তাদের কি সত্যি সত্যি তালাক হয়ে গিয়েছে? এর উত্তরে লেখা হয়েছে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন তারা স্বামী-স্ত্রী নন এবং তাদের লেনদেন পরিশোধ করে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং অন্যত্র বিবাহের কথা বলা হয়েছে। এটা কি ঠিক? তাছাড়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ

www.at-tahreek.com

করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাসীমা খাতুন
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ এ অবস্থায় এক তালাক হয়েছে। কারণ এক বৈঠকের শত তালাক দিলেও তা এক তালাক বলেই গণ্য হয় *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬)*। আর তিনটি কাজে হাসি-ঠাট্টা চলে না। তার একটি হচ্ছে তালাক *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৮৪)*। তিন মাসে তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তা মহিলা অন্যত্র বিবাহ করে তালাকপ্রাপ্তা হ'লে পুনরায় পূর্ব স্বামীর সাথে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। এক তালাকের পরে রাজ'আতের মাধ্যমে এবং দুই তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯)ঃ ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করছে। সে দেশের অমুসলিম সরকার তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য ঋণ প্রদান করছে। যথাসময়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারলে সরকার একটা মোটা অংশ ছাড় দিবে। কোন মুসলিম সেই ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে কি?

-আতাউর রহমান
চকসাপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর ঃ প্রথমত জানতে হবে যে সেটা সূদমুক্ত ঋণ কি-না। সূদমুক্ত হ'লে এ ঋণ নেয়া যাবে। এই ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারলে সরকার কর্তৃক যে বিশেষ ছাড় দেয়া হবে তাও গ্রহণ করা যাবে। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে তা হবে পুরস্কার স্বরূপ। যার সাথে সূদের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

প্রশ্ন (২০/৩৪০)ঃ সুন্নাত ছালাতে রুকূর সময় যদি কোন ব্যক্তি সিজদার দো'আ পড়ে এবং রুকূ শেষে দাঁড়িয়ে যায় তাহ'লে তার জন্য করণীয় কী?

-মুহাম্মাদ মফীযুর রহমান
গাড়াবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর ঃ এধরনের ত্রুটি হ'লে কিছু করণীয় নেই। কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই দো'আ রুকূ' এবং সিজদাতে পড়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১৭)*। তবে এ ধরনের ভুল যেন না হয় সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে এবং যে দো'আ যে স্থানে পড়ার নির্দেশ রয়েছে তা সেখানেই পড়া উচিত।

প্রশ্ন (২১/৩৪১)ঃ আমি একজন উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে। আমি পিতা-মাতাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছি। বিয়েতে কোন ওয়ালী ছিল না। ১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে সাক্ষী হিসাবে ছিল। দেনমোহর ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আমার পরিবার আমার বিয়ে মেনে নেয়নি। 'তারা আমাকে ডিভোর্স লেটারে সাইন করিয়েছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার স্বামী ধার্মিক এবং গোপনে বিয়ের জন্য আমরা খুবই লজ্জিত ও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ইতিমধ্যে ২টা ডিভোর্স লেটার পাঠানো হয়েছে। জুন মাসে শেষ পত্রটি যাবে। এক্ষণে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈকা মহিলা, শৈলদহ, কুষ্টিয়া।

উত্তর ঃ উভয় পক্ষের ওয়ালী এবং দু'জন মুমিন ন্যায়নিষ্ঠ বয়স্ক পুরুষ সাক্ষী না থাকায় বিবাহ সিদ্ধ হয়নি। এজন্য আপনারা উভয়ে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত। অপরপক্ষে আপনার অভিভাবক আপনার মতের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়ায় তারাও অন্যায় করেছেন। অতএব বিয়েই যেখানে হয়নি, সেখানে ডিভোর্স লেটারের কোন মূল্য নেই। এক্ষণে খালেছ অন্তরে তওবা ব্যতীত আপনাদের গোনাহ মাফ হবে না। অপর পক্ষে আপনার অভিভাবকের কর্তব্য হবে নিজেদের যিদ ও অহংকার ত্যাগ করে মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রাণ খুলে দো'আ করা। কেননা তিনিই মানুষের ভাল-মন্দের একমাত্র মালিক।

প্রশ্ন (২২/৩৪২)ঃ দাড়ি কাটা, ছেটে সাইজ করা এবং টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান কী?

-ইসলামুল হক
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ দাড়ি কেটে ফেলা শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গোঁফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। দাড়িকে কোনভাবেই কেটে সাইজ করা যাবে না *(মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায, ৬/৩৭৪ পৃঃ; ৩/৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃঃ)*। তিরমিযীতে এ মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২)*।

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩)ঃ আমি নিজে যখন জমি চাষাবাদ করতাম তখন নিয়মানুযায়ী ওশর দিতাম। বর্তমানে পত্তন দেই এবং প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুমে ৬০০/৭০০ টাকা দান করি। এটা কি সঠিক হচ্ছে?

-মমতাযুর রহমান
চোপীনগর, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ উৎপাদিত ফসল নেছাব পরিমাণ হ'লে যিনি জমি পত্তন বা লীজ নিয়েছেন তাকেই ওশর দিতে হবে। কেননা লীজ গ্রহীতাই উৎপাদিত শস্যের মালিক। আর শস্যের মালিকের উপরেই ওশর ফরয *(আন'আম ৬/১৪১)*। অপর দিকে জমির মালিক যেহেতু টাকা নিয়েছে, তাই তার টাকা যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হয় এবং সেই টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তাহ'লে তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩, ১৫৭৬; বুলূগুল মারাম, তাহক্বীক্ব ঃ মুবারকপুরী, হা/৫৯২-৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য দ্র.)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪)ঃ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের কবরস্থানে যাওয়া সম্ভব না হ'লে একা একা যেকোন স্থান হ'তে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-খাদীজা
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া যরূরী নয়। বরং যেকোন স্থান হ'তে একাকী হাত তুলে (বা না তুলে) দো'আ করা যায় *(আহমাদ হা/২৪৯৭০ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫)ঃ আমরা জানি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু মাসিক আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী' প্রবন্ধে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র শানে 'আমরা' ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ কী?

-ডা. আলম মিয়া
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ও
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম শাকিল
ডাঁশমারী, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তর ঃ মনগড়াভাবে কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াতের অর্থ করা যাবে না। ইমাম রাযীন বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নিজ মতামত দ্বারা কুরআনের ব্যাপারে কিছু বলে ভুল করল সে কুফরী করল। একদা আবুবকর (রাঃ)-কে একটি অক্ষরের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি কিতাবুল্লাহ্র একটি অক্ষরের ব্যাপারে এরূপ কথা বলি যেরূপ আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাহ'লে কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে, কোন্ যমীন আমাকে বিশ্রামের স্থান দিবে? আমি কোথায় যাবো আর কী করবো? *(বিস্তারিত দ্র. তাফসীর কুরতুবী, মুক্বাদ্দামা)*। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ স্বীয় সম্মান-মর্যাদা বুঝানোর জন্য এরূপ বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেকারণ 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী' প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতে যেখানে বহুবচনের শব্দ এসেছে সেখানে বহুবচনেরই অর্থ করা হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বুঝানোর জন্যই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেটা ভাষার অলংকারের মধ্যেও পড়ে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজ রজনীতে আসমানে গিয়ে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। তাহ'লে কি জাহান্নাম আসমানে? অনেকে বলেন, সাত সমুদ্র সাতটি জাহান্নাম। অনেকে বলেন, সপ্তম যমীনের নীচে জাহান্নাম অবস্থিত। কোনটি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে নামিয়ে দেন' *(বাক্বারাহ ২/৩৬)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত আসমানের উপরে অবস্থিত। এছাড়া একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মে'রাজের সময়ে স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নামকে সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় দেখেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬ 'মে'রাজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭)ঃ হিংসা মানুষের সৎকর্মকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে। এ হাদীছের সারমর্ম কী?

-আহমাদ
নবাব জায়গীর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৯০৩)*। তবে হিংসা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। এই অভ্যাস শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮)*। এ বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮)ঃ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ বাকী থাকে তখন আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন, অথচ পৃথিবীতে রাত-দিন এক সাথে হয় না। অতএব এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ঈমানদারের জন্য যরূরী হ'ল, আল্লাহ অবতরণ করেন একথা বিশ্বাস করা এবং কিভাবে করেন সেকথা বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ আল্লাহ্র কাজ তাঁর মতই হয় মানুষের মত নয়। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে রাত হয় এটা আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই হয় এবং তাঁর অবতরণ তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। পৃথিবীর যে অংশে যখন রাত হয়, সে অংশে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর অবতরণ ঘটে। যা অনুভব করার ক্ষমতা মানুষ রাখে না *(ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ২৯; বিস্তারিত দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস), পৃঃ ১১৬ ও ১১৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯)ঃ পিতা মারা গেছেন। তার উপর হজ্জ ফরয ছিল না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি?

-মমতাযুর রহমান
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ছেলে হজ্জ করতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমার পিতার পক্ষ থেকে আমি হজ্জ করতে পারি কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(ইবনে মাজাহ হা/২৯০৪; তিরমিযী হা/৯২৮ ও ২৯; নাসাঈ হা/২৬৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সন্তান হ'ল পিতা-মাতার অর্জিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত' *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, ছহীহুল জামে' হা/৭১৬২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০)ঃ বিদ'আতী মসজিদের পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারী অথবা সদস্য হওয়া যাবে কি?

- লাবীব
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ যেসব মসজিদে বিদ'আতী আমল চালু আছে সেসব মসজিদের পরিচালনা কমিটিতে সদস্য পদ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ এতে বিদ'আতের সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘন কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১)ঃ বরিশাল অঞ্চলে মানুষ মারা গেলে, জুম'আর দিন মসজিদের মুছল্লীদেরকে জিলাপি দেয়া হয় এবং ইমামকে মৃতের জন্য দো'আ করতে বলা হয়। তিনি ছালাত শেষে সকলকে নিয়ে দো'আ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ফারূক
সোহাগদল, পিরোজপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে জুম'আর দিন জিলাপি বিতরণ করা এবং সবাই মিলে তার জন্য উক্ত পদ্ধতিতে মুনাজাত করা যাবে না। কবরের পাশে গিয়ে অথবা যেকোন স্থান হ'তে মৃত ব্যক্তির জন্য একাকী হাত তুলে বা না তুলে দো'আ করা যায় *(মুসলিম হা/২২৫৫, ১/৩১৩ পৃঃ; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২)ঃ প্রায় তিন বছর যাবৎ আমার স্ত্রীর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। সে আমার কাছ থেকে মোহরানা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। এখন আমার জন্য করণীয় কী?

-কাবীরুল ইসলাম
হায়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সংসারে ফিরে আসতে না চাইলে মোহরের দাবী ত্যাগ করে 'খোলা'-র মাধ্যমে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে *(নাসাঈ হা/৩৫১০)*। বরং স্বামী পূর্বে মোহরানা পরিশোধ করে থাকলে তা ফেরত দিয়ে 'খোলা' করে চলে যেতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। অতঃপর তার ইদ্দত হবে একমাস। কোন অবস্থায় বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। দ্রুত সুরাহা করা উচিত।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩)ঃ চার রাক'আত অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ দু'রাক'আতে কিংবা এক রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয় কেন?

-আবুল বাশার
গাড়াবাড়ী, কাথুলী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একটি সূরা পড়ার কারণ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সূরা পড়তেন। তিনি ফরয ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। আর শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। ইবাদত হ'ল তাওক্বীফী। যাতে কমবেশী করার বা কারণ জানার এখতিয়ার উম্মতের নেই।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪)ঃ ছালাতের মধ্যে প্রথম রাক'আতে এবং তৃতীয় রাক'আতে সিজদার পর দাঁড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না একটু থেমে উঠতে হবে?

-যিয়াউর রহমান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একটু থেমে উঠতে হবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরাহাত' বলা হয়। মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছালাতের প্রথম রাক'আত কিংবা তৃতীয় রাক'আত হ'তে উঠার সময় কিছুক্ষণ না বসে উঠতেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)*। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে

তীরের মত এক টানে উঠে যাওয়ার হাদীছ জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না হ'লে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে না। কারণ সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ নং আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুখতার
বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম বুখারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এটি 'মানসূখ' নয়। বরং এর অর্থ হ'ল, যাদের ছিয়াম রাখার ক্ষমতা নেই যেমন অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, তারা প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন *(বুখারী হা/৪৫০৫ 'তাফসীর' অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ বিবাহের পূর্বে অবৈধ সম্পর্ক হ'লে বিবাহের পর ঐ পাপ মাফ হবে কি?

-সুমন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ অবৈধ সম্পর্ক গড়া মহা পাপ। যার শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৫৬)*। এ অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে খালেছ তওবা করা আবশ্যক। নইলে গুনাহ মাফ হবে না।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭)ঃ আমার শ্বশুর হানাফী মাযহাবের মানুষ। আমি তাদের অনুসরণ না করলে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এখন আমার জন্য করণীয় কী?

-মুখলেছুর রহমান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ কোন মানুষকে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী (বা অন্য কোন মাযহাবপন্থী) হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহ মানতে বাধ্য করেছেন *(হাক্বীক্বাতুল খিযক্বহ ৮৫ পৃঃ)*। আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন আউলিয়ার (অর্থাৎ অনুসৃত ব্যক্তির) অনুসরণ কর না। কিন্তু খুব কম লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(আ'রাফ ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*। অতএব স্বশুরকে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে বুঝ দিতে হবে। কিন্তু যদি তিনি যিদ করেন ও চাপ সৃষ্টি করেন, তাহ'লে তাকে এড়িয়ে যেতে হবে ও স্বাভাবিক সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে এবং হকপন্থীদের অনুসারী হ'তে হবে' *(লোকমান ১৫)*। এজন্য সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ্র নিকট তিনি দায়ী হবেন, আপনি নন।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮)ঃ ইজতেমার আয়োজন করা যাবে কি? ইজতেমা বা ধর্মীয় সভার জন্য স্টেজ সাজানো কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল হাদী
যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রয়োজনমত সাধারণভাবে স্টেজ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন সম্প্রদায় যখন কোন স্থানে বসে দ্বীনী আলোচনা করে তখন ফেরেশতা তাদের ঢেকে নেয়, রহমত তাদের ঘিরে ধরে এবং তাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*। অতএব শান্তিপূর্ণভাবে মানুষের বসার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর জন্য প্যাণ্ডেল ও স্টেজ করা যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতেন। আবার হজ্জের সময় উঁচু টিলায় উঠে নিজের গাধার পিঠে বসে ভাষণ দিয়েছেন। তবে বাড়াবাড়ি কিছু করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯)ঃ যে ওযূ দ্বারা জানাযার ছালাত আদায় করা হয় সেই ওযূতে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইউসুফ
বলরামপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ওযূ করার পর ওযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্য ছালাত আদায় করা যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করতেন। আমাদের কারো ওযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একই ওযূতে বার বার ছালাত আদায় করতেন *(দারেমী, মিশকাত হা/৪২৫)*। ওযূ ভঙ্গ না হ'লে ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করা আবশ্যিক নয় *(আবুদাঊদ হা/১৭১; আহমাদ মিশকাত হা/৪২৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০)ঃ নবী করীম (ছাঃ) কদরের রাত দেখেছেন কি? কদরের রাত কিভাবে বুঝা যাবে?

-আসমা
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কদরের রাত বুঝতে পারতেন *(বুখারী, মিশকাতহা/২০৯৫)*। কদরের রাত কোনটি তা অন্যদের জানা যরূরী নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কদর রাতের নির্দিষ্ট তারিখ না জানার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৫)*। বরং কদরের রাতগুলোতে ইবাদত করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবারকে নিয়ে এ রাতগুলোতে রাত্রি জেগে ইবাদত করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯০)*।